

সাফল্যের পাঁচ বছর

(জানুয়ারি ২০০৯ - ডিসেম্বর ২০১৩)



গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

সাফল্যের পাঁচ বছর

(জানুয়ারি ২০০৯ - ডিসেম্বর ২০১৩)



গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান





শেখ হাসিনা
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সাফল্যের পাঁচ বছর

(জানুয়ারি ২০০৯ - ডিসেম্বর ২০১৩)



ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, এমপি

মন্ত্রী

গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা

১৬ আষাঢ় ১৪২১

৩০ জুন ২০১৪

বাণী

গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সরকারি ভবন নির্মাণ এবং অন্যান্য অবকাঠামোর স্থাপত্য ও কাঠামোগত নকশা প্রণয়নের গুরুদায়িত্ব পালন করে থাকে। পাশাপাশি পরিকল্পিত নগরায়ন, ভূমির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণের এবং ভূমি উন্নয়ন বিষয়ে এ মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ ছাড়া রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন শহরে উচ্চ, মধ্যম ও স্বল্প আয়ের লোকদের জন্য ভূমি উন্নয়ন এবং অবকাঠামো নির্মাণপূর্বক আবাসিক প্লট তৈরি ও বিতরণ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে শহর এলাকায় সড়ক, ফ্লাইওভার, বাইপাস, ইত্যাদি নির্মাণ ও সম্প্রসারণে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশের মহানগরীসহ প্রতিটি জেলা ও উপজেলা শহরের মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ছাড়াও আওয়ামী লীগ সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী সকলের জন্য আবাসন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে রাজধানী ঢাকাসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বহুতল বিশিষ্ট ফ্ল্যাট নির্মাণ ও বরাদ্দকরণের ব্যবস্থা এ মন্ত্রণালয় করে থাকে। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে পরিবেশগত উন্নয়নের লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয় সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে থাকে যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হাতিরঝিল সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্প। এছাড়া ঢাকা মহানগরীর জন্য নতুন স্ট্রাকচার প্ল্যান (২০১৬-২০৩৫) প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ঢাকার বর্তমান স্ট্রাকচার প্ল্যান (১৯৯৫-২০১৫) এর আওতাধীন ডিটেইলড এরিয়া প্ল্যান বর্তমান সরকারের মেয়াদেই ২২ জুন ২০১০ গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছিল যা আওয়ামী লীগ সরকারের পরিকল্পিত নগরায়নে আন্তরিকতারই বহিঃপ্রকাশ।

বর্তমান সরকারের বিগত ৫ (পাঁচ) বছরে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে অবকাঠামো নির্মিত হয়েছে এবং নির্মাণের বিভিন্ন পর্যায়ে আছে তা জনগণের অবগতির জন্য 'সাফল্যের পাঁচ বছর' প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট এ মন্ত্রণালয় এবং অধিনস্ত সকল সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আশা করি, 'সাফল্যের পাঁচ বছর' প্রকাশনাটি বর্তমান গণতান্ত্রিক ও উন্নয়নবান্ধব সরকারের কর্মকান্ড ও গতিশীলতার বিষয়ে মন্ত্রণালয় সম্পর্কে জনগণ সম্যক ধারণা পাবে। নতুন নতুন সুশ্রম উন্নয়ন, পরিবেশবান্ধব পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে আমরাও অনুপ্রাণিত হবো।

গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় আগামী দিনগুলোতে অর্পিত দায়িত্ব সফলতার সাথে পালন করতে বদ্ধপরিকর।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, এমপি



সচিব
গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

১৬ আষাঢ় ১৪২১

৩০ জুন ২০১৪

বাণী

বিশ্বায়নের এ যুগে ক্রমবর্ধমান নগরায়ন ও উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট নানাবিধ কার্যাবলীর কারণে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিধি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমগ্র দেশের উন্নয়নের সাথে আবাসনসহ অন্যান্য নাগরিক সুবিধাসমূহ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়ের অধীন রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসহ অন্যান্য সংস্থাসমূহ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এর সুফল হিসেবে রাজধানী ঢাকার নগরবাসী পেয়েছে যাতায়াত, পয়ঃনিষ্কাশন ও উন্নত পরিবেশ বহুমাত্রিক নাগরিক সুবিধাদি। আধুনিক ও বিশ্বমানের ঢাকা মহানগরী গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার যে সকল যুগান্তকারী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বেগুনবাড়ি-হাতিরঝিল এবং কুড়িল ফ্লাইওভার প্রকল্প দৃষ্টি নন্দন ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে একটি মাইল ফলক। বাণিজ্যনগরী চট্টগ্রামের বহুদারহাট ফ্লাইওভার এ সরকারের অন্যতম সাফল্য।

আবাসন সংকট নিরসনের লক্ষ্যে সারাদেশে প্লট উন্নয়ন ও বরাদ্দ কার্যক্রম এবং ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলছে। শান্তিনগর থেকে বুড়িগঙ্গার ওপারে ঝিলমিল প্রকল্প পর্যন্ত ফ্লাইওভার, প্রগতি সরণি থেকে বালু নদী পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ, প্রভৃতি প্রকল্পের বাস্তবায়ন দ্রুত এগিয়ে চলছে। সর্বোপরি পরিকল্পিত উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে বর্তমান সরকার ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরিশাল নগরীর বিস্তারিত অঞ্চল পরিকল্পনা (ড্যাপ) প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। রাজউক কর্তৃক নতুন ঢাকা স্ট্রীকচার প্ল্যান (২০১৬-২০৩৫) এবং নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে ময়মনসিংহ, কক্সবাজারসহ অন্যান্য জেলা, উপজেলা শহরের মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

বস্তৃত মন্ত্রণালয়ের অধীন ১১ টি সংস্থার আওতায় বহুসংখ্যক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে, যার সুফল ইতোমধ্যে জনগণ পেতে শুরু করেছে। বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পগুলো সম্পন্ন হলে বর্তমান আবাসন সমস্যাসহ বিদ্যমান অপরাপর নাগরিক সমস্যাগুলো অনেকাংশে দূরীভূত হবে মর্মে আশা করা যায়।

বর্তমান সরকারের গত ৫ (পাঁচ) বছরে দেশব্যাপী পরিচালিত অত্র মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডসমূহ জনগণের কাছে উপস্থাপন করাই 'সাফল্যের পাঁচ বছর' প্রকাশনার লক্ষ্য। এ পুস্তিকা প্রকাশের ফলে বর্তমান সরকারের গতিশীলতা, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে আন্তরিকতা এবং জনকল্যাণমুখিতা সম্পর্কে দেশবাসী সম্যক ধারণা লাভে সমর্থ হবেন। আগামী দিনগুলোতেও অনুরূপ গতিশীলতায় এ মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনে আমরা বদ্ধ পরিকর।

এ পুস্তিকা প্রকাশের সাথে মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ অধিদপ্তর, সংস্থা ও পরিদপ্তরসমূহের সংশ্লিষ্ট সকল সহকর্মীগণকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মোঃ গোলাম রব্বানী



আহ্বায়ক
স্মরণিকা প্রকাশনা কমিটি এবং
আইন উপদেষ্টা (যুগ্ম সচিব)
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

১৬ আষাঢ় ১৪২১

৩০ জুন ২০১৪

সম্পাদকীয়

বর্তমান মহাজোট সরকার ৬ জানুয়ারি ২০০৯ ২য় বার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব লাভের পর বিগত ৫ বছর অর্পিত দায়িত্ব সাফল্যজনক ভাবে পালন করে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ও রূপকল্প 'ভিশন ২০২১' অনুযায়ী সকলের জন্য আবাসন নিশ্চিত করতে নিরলসভাবে পরিশ্রম করে যাচ্ছে করেছেন। সরকারের মন্ত্রণালয়গুলোর মধ্যে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অন্যতম ব্যস্ত মন্ত্রণালয়। এ মন্ত্রণালয়ের সর্বমোট ১১ টি অধিদপ্তর, সংস্থা রয়েছে যেমন, গণপূর্ত অধিদপ্তর, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ (জাগুক), চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (চউক), রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাউক), খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (খউক), নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট (এইচবিআরআই), অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিদপ্তর ও সরকারি আবাসন পরিদপ্তর।

এ মন্ত্রণালয় মূলতঃ রাজধানী ঢাকাসহ দেশব্যাপী বিভিন্ন জেলা, পৌরসভা ও উপজেলা পর্যায়ে নগরায়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন, আবাসন নীতিমালাসহ আবাসন প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও অবকাঠামোগত নির্মাণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

গণপূর্ত অধিদপ্তর সরকারি পূর্ত কর্মকাণ্ডের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠান। ব্রিটিশ আমল থেকে প্রায় ১৫০ বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে সরকারের রুলস অব বিজনেস অনুসারে দেশব্যাপী প্রায় সকল সরকারি ভবনের স্ট্রাকচারাল ডিজাইন, ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, প্লাম্বিং, কাঠের কাজ, আরবরিকালচারসহ যাবতীয় নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সমন্বিতভাবে বাস্তবায়ন করে আসছে। বিগত ৫ বছরে এ প্রতিষ্ঠান দেশব্যাপী এ ধরনের অসংখ্য কাজের স্বাক্ষর রেখেছে।

এছাড়া স্থাপত্য অধিদপ্তর সরকারের একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেশের বিভিন্ন নগর উন্নয়ন প্রকল্পের স্থাপত্য নকশা প্রণয়ন ও স্থাপত্য বিষয়ক যাবতীয় পরিসেবা প্রদান করে আসছে। এ অধিদপ্তর আবাসনের নির্ধারণ থেকে মানববসতি ও ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা সংক্রান্ত নীতিমালা এবং আধুনিক শৈল্পিক নির্মাণ সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করে থাকে। বিগত ৫ বছরে এ প্রতিষ্ঠানের এ ধরনের অসংখ্য কাজের প্রতিফলন আমাদের স্থাপত্য ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

রাজধানী ঢাকাকে তিলোত্তমা ও পরিকল্পিত এবং পরিবেশ সম্মত মহানগরী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে ঢাকা শহরের বিভিন্ন রাস্তা, আবাসিক/বাণিজ্যিক ও শিল্প এলাকাসহ বিভিন্ন প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে। এছাড়াও রাজউক আওতাধীন এলাকার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়ন, উন্নয়ন ও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। রাজউক বর্তমান সরকারের বিগত ৫ বছর মেয়াদকালে ঢাকা শহরের বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য প্রকল্প গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করেছে, যেমন-ঢাকার ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান (ড্যাপ) প্রণয়ন, হাতিরঝিল সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্প, কুড়িল ফ্লাইওভার, ইত্যাদি। বিগত ৫ বছরে এ প্রতিষ্ঠানের অর্জন গোটা বাঙালি জাতির মধ্যে ঘুরে দাঁড়ানোর এক বিশ্বয়কর আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করেছে।

ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানের কারণে চট্টগ্রাম মহানগরী বাংলাদেশের জন্য একান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধায় চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (চউক)-এর ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য।

ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান (ড্যাপ) প্রণয়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন, ইত্যাদি যা বন্দরনগরী চট্টগ্রামের উন্নয়নে একটি নতুন মাত্রা সংযুক্ত করেছে।

বাংলাদেশের উত্তরাংশ রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাউক) শিক্ষা শহর রাজশাহীসহ ও এর আশপাশের এলাকার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছে। রাজশাহী মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান প্রণয়ন, বাণিজ্যিক এলাকার সম্প্রসারণ, আবাসিক এলাকার উন্নয়ন, ইত্যাদি প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন বিগত ৫ বছরে রাজশাহীকে একটি আধুনিক ও পরিকল্পিত শহরের মর্যাদায় উন্নীত করেছে।

সর্বদক্ষিণের শিল্প ও বন্দরনগরী পরিকল্পিত ভাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (খুউক) গঠন করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই আধুনিক ও পরিকল্পিত নগরায়নের নানামুখি কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। খুলনা এলাকায় আবাসন প্রকল্পসহ বিভিন্ন অবকাঠামোগত প্রকল্প গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করে খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (খুউক) বিগত ৫ বছরে খুলনা নগরীর জীবন ব্যবস্থায় যে উন্নয়নের ধারা সৃষ্টি করেছে তা এ অঞ্চলে জন্যে মাইলফলক হয়ে থাকবে।

জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ (জাগুক) বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা সদরে নিম্ন ও মধ্যবিত্তদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব পালন করে আসছে। গ্রাম ও শহর অঞ্চলে বিরাজমান তীব্র আবাসন সংকট এবং এর ব্যাপকতা সম্পর্কে বর্তমান সরকার অত্যন্ত সচেতন। তাই এর নিরসনে ও অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বিগত ৫ বছরে দেশব্যাপী সরকার যে সমস্ত প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে তা জাতীয় ভাবে সংকট অনেকটা নিরসন হয়েছে। আবাসন বিনির্মাণে সুদূরপ্রসারী অবদান সৃষ্টি করেছে।

বাংলাদেশের নগরায়ন, ভূমি ব্যবহার ও ভৌত পরিকল্পনা বিষয়ক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশের বিভিন্ন নগর, বন্দর ও শিল্প এলাকাসমূহের ভূমি ব্যবহার মাপ্তিরপ্ল্যান প্রণয়নের মাধ্যমে বিগত ৫ বছরে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর নগর ভূমির পরিকল্পিত ব্যবহারের দিকনির্দেশনা প্রদান করে আমাদের নগরায়নের ধারাকে সুসংহত করেছে।

দেশের জনসংখ্যার আধিক্য, অপরিষ্কার ভূমি, সীমিত সম্পদ, জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ঝুঁকি, ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে গৃহায়ন ও নির্মাণশিল্পের দক্ষতা বৃদ্ধিসহ নির্মাণসামগ্রী ও সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ও সঠিক মান নিয়ন্ত্রণের পন্থা উদ্ভাবন এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির কাজে হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট (এইচবিআরআই) গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বিগত ৫ বছরে এ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত গবেষকগণ দেশীয় উপকরণের সর্বোচ্চ ব্যবহার ও উদ্ভাবিত প্রযুক্তির সর্বোচ্চ প্রয়োগের মাধ্যমে নির্মাণ শিল্পের গুণগত মান বৃদ্ধিতে বিশেষ অবদান রেখেছেন।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তরসমূহের মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ, মেরামত ও আবাসন সংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের বরাদ্দকৃত অর্থ সঠিকভাবে সরকারি আর্থিক বিধিবিধান প্রতিপালন করে ব্যয়করণে এবং অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে আর্থিক শৃংখলা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে।

সরকারি আবাসন পরিদপ্তর (DOGA) সরকারি দপ্তরসমূহের স্থান এবং সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের বাসস্থান বরাদ্দ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সুচারুভাবে পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে আসছে। মাত্র ৮-১০% আবাসন প্লটকে বৃদ্ধি করে ৫০% উন্নতি করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

বর্তমান মাননীয় মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন মহোদয়ের সুচিন্তিত পরিকল্পনা, সুদক্ষ নির্দেশনা ও সর্বোপরি সুযোগ্য নেতৃত্বের ফলে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন ১১ টি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে যে গতিশীলতার সঞ্চয় হয়েছে এবং হাতিরঝিলের মতো বেশ কিছু প্রকল্পের সাফল্যজনক বাস্তবায়ন সূচিত হয়েছে তা ইতিহাস হয়ে থাকবে। উল্লেখ্য যে, বিগত পাঁচ বছরে এ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নের হার প্রতি বছর প্রায় শতভাগ। এ সমস্ত সাফল্য গাঁথায় সমৃদ্ধ আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রকাশনা হয়তো একদিন আগামী প্রজন্মের কাছে প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত আশ্রমে আমরা এ প্রকাশনার কাজে হাত দিয়েছি। সচিব মহোদয়ের পরামর্শ আমাদের এ প্রকাশনাকে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁদের সকলের প্রতি রইলো বিনম্র কৃতজ্ঞতা।

পরিশেষে বলা যায়, প্রকাশনা কমিটির সবার পরিশ্রমের ফসল এই প্রকাশনাটি। নির্ভুল করার প্রচেষ্টা থাকলেও কিছু অনিচ্ছাকৃত ভুল থেকে যেতে পারে। আশা করি, সবাই ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। প্রকাশনাটি সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে।

শাহ মোঃ আবু রায়হান আলবেরুনী

সাফল্যের পাঁচ বছর

(জানুয়ারি ২০০৯ - ডিসেম্বর ২০১৩)

সম্পাদনা পরিষদ

শাহ মোঃ আবু রায়হান আলবেরুনী, আইন উপদেষ্টা, (যুগ্ম সচিব), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	আহ্বায়ক
ভুবন চন্দ্র বিশ্বাস, উপ-সচিব (প্রশাসন-৩, অধিশাখা), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
লিপিকা ভদ্র, উপ-সচিব (প্রশাসন-৪, অধিশাখা), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
জালাল আহমেদ, উপ-প্রধান, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
স. ম গোলাম কিবরিয়া, সিনিয়র জনসংযোগ কর্মকর্তা, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
হাবিবুর রহমান, সিনিয়র সহকারী সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	কো-অপ্ট সদস্য
মোঃ আশরাফ আলী আখন্দ, উপ পরিচালক (নগর পরিকল্পনা), রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	সদস্য
মোঃ আকতার হোসেন সরকার, সিনিয়র রিসার্চ অফিসার, হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট	সদস্য

সার্বিক নির্দেশনায়

মোঃ গোলাম রব্বানী, ভারপ্রাপ্ত সচিব
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

এস, এম, আরিফ-উর-রহমান, যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
মোঃ আহসান হাবীব তালুকদার, যুগ্ম সচিব (প্রশাসন), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
মোঃ কামাল উদ্দিন তালুকদার (মনিটরিং সেল), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

প্রচ্ছদ

শাহ মোঃ আবু রায়হান আলবেরুনী, আইন উপদেষ্টা, (যুগ্ম সচিব), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
হাবিবুর রহমান, সিনিয়র সহকারী সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

প্রচ্ছদ সহকারি

মুহাম্মদ জাকির হোসাইন, ষাটমুদ্রাক্ষরিক, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

গ্রাফিক্স

অশোক চন্দ্র বালা
কালার ওয়েব, সাব্বির টাওয়ার (৫ম তলা), ৩/৪-এ পুরানা পল্টন, ঢাকা
ফোন: ০১৭২৬৯৪৬৮৮১

গ্রাফিক্স সহকারি

নেপাল চন্দ্র মজুমদার, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

প্রকাশনায়

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

প্রকাশ কাল

জুন ২০১৪

Safoller Pach Bachor (Five Years of Success)

(January 2009-December 2013)

Ministry of Housing & Public Works

Government of the People's Republic of Bangladesh

Published on : June 2014
Edited by : Shah Md. Aburaihan Alberuni, Law Advisor (JS)
Price : BDT 300.00 (in specific cases)

মুদ্রণে

Colorweb

১১/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

ফোন: ০২-৯৫৫৩১৬, ০১৭৩৩৭৪৭৮১০

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের

বিভিন্ন অধিদপ্তর, সংস্থা ও পরিদপ্তরের কার্যক্রমসমূহ

সূচিপত্র

বিভিন্ন অধিদপ্তর, সংস্থা ও পরিদপ্তর	পৃষ্ঠা
গণপূর্ত অধিদপ্তর	১৩
স্থাপত্য অধিদপ্তর	৩৬
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	৩৯
জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ	৫৯
চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	৬৪
রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	৭৩
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	৮৬
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর	৯৩
হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট	১১৩
অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিদপ্তর	১২৫
সরকারি আবাসন পরিদপ্তর	১২৭

জানুয়ারি ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত সাফল্য চিত্র

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় গণপূর্ত অধিদপ্তর।



জানুয়ারি ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত সাফল্য চিত্র

মন্ত্রণালয় : গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
সংস্থা : গণপূর্ত অধিদপ্তর।

(১)	(২)	(৩)			(৪)
		পরিমাণগত	গুণগত	কাঠামোগত	
		০১ জানুয়ারি, ২০০৯ হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত			
ক্রমিক নং	কর্মকান্ডের বিষয়	পরিমাণগত	গুণগত	কাঠামোগত	সাফল্যের হার
১।	ইঞ্জিনিয়ারিং ষ্টাফ কলেজ, বাংলাদেশ (২য় পর্যায়)। (প্রকল্পমূল্য : ২২৫০.১৮ লক্ষ) (মোয়াদকাল : জুলাই/২০০৯ হতে জুন/২০১৩)	৭২৪৮ বর্গমিটার	প্রকৌশলী এবং অন্যান্য প্রকৌশলীদের অনবরত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য একটি ইঞ্জিনিয়ারিং ষ্টাফ কলেজ প্রতিষ্ঠা।	একাডেমিক প্রশাসনিক রেস্টুর ডায়মিটারী প্রশিক্ষণ মেডিকেল ব্যাক বিল্ডিং, বিভিন্ন শ্রেণির আবাসিক কোয়ার্টার নির্মাণ।	<ul style="list-style-type: none"> ◆ বর্তমান সরকারের আমলে প্রকল্পটি শুরু হয় এবং জুন/২০১২ পর্যন্ত ১৪৫৫.৬৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ৭৮২.৪৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয় অর্থাৎ জুন/২০১৩ পর্যন্ত প্রকল্পটি সার্বিক ব্যয় ২২৩৮.১০ লক্ষ টাকা। ◆ প্রকল্পটি সার্বিক সাফল্যের হার = ১০০%। তবে আলোচ্য ১২ মাসে প্রকল্পটির ৩৫% ভৌত অগ্রগতি হয় এবং প্রকল্পটি জুন/২০১৩ মাসে সার্বিকভাবে সম্পন্ন হয়।
২।	বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের শেখরে বাংলাদেশের বহুতল বিশিষ্ট ৪৪৮ টি ফ্ল্যাট নির্মাণ। (প্রকল্প মূল্য : ১৬৪২১.৯৩ লক্ষ) (মোয়াদকাল : জুলাই/২০১১ হতে জুন/২০১৪)	৪৪৮টি ফ্ল্যাট (৬০০ বর্গফুঃ = ১৬৮টি ফ্ল্যাট ৮০০ বর্গফুঃ = ১১২টি ফ্ল্যাট ১০০০ বর্গফুঃ = ১১২টি ফ্ল্যাট ১২৫০ বর্গফুঃ = ৫৬টি ফ্ল্যাট)	জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আবাসিক সমস্যা নিরসন নিশ্চিতকরণ।	৮টি ১৬-তলা বিশিষ্ট ভবন	<ul style="list-style-type: none"> ◆ বর্তমান সরকারের আমলে প্রকল্পটি শুরু হয় এবং জুন/২০১২ পর্যন্ত ২৮.০৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ২১৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয় অর্থাৎ জুন/২০১৩ পর্যন্ত প্রকল্পটি সার্বিক ব্যয় ২৪৩.০৬ লক্ষ টাকা। ◆ ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে প্রকল্পটির জন্য এডিপিতে ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে এবং ১ম কিস্তিতে ৩৭৫.০০ লক্ষ টাকা ছাড় করা হয়েছে, যা ইতিমধ্যে ব্যয় হয়েছে। ◆ জুন/২০১৩ পর্যন্ত প্রকল্পটি সার্বিক সাফল্যের হার ছিল = ১.৫৫%। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের ডিসেম্বর/২০১৩ মাস পর্যন্ত প্রকল্পটির ৬.৪৮% ভৌত অগ্রগতি অর্জিত হয়। ◆ প্রকল্পের আওতায় ৮টি ১৬-তলা ভবনের মধ্যে ১টি

(১)	(২)	(৩)			(৪)
		কর্মকান্ডের বিষয়	পরিমাণগত	শুণগত	
ক্রমিক নং					
৩।	কর্মকান্ডের বিষয় সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় বিচারপতিগণের জন্য বিশেষ সুবিধায়ুক্ত আবাসিক ভবন নির্মাণ কাজ। (প্রকল্প মূল্য : ১৪১০৭.৭১ লক্ষ) (মেয়াদকাল : জানুয়ারি/২০১২ হতে ডিসেম্বর/২০১৩)	৭৬টি ফ্ল্যাট (৩৫০০ বর্গফুট আয়তনের)	সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় বিচারপতিগণের আবাসিক সমস্যা নিরসন নিশ্চিতকরণ।	১টি ২০-তলা বিশিষ্ট ভবন	সাফল্যের হার <ul style="list-style-type: none"> বর্তমান সরকারের আমলে প্রকল্পটি শুরু হয় এবং জুন/২০১২ পর্যন্ত ৭০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ৩৪৭.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয় অর্থাৎ জুন/২০১৩ পর্যন্ত প্রকল্পটি সার্বিক ব্যয় ৪১৭.৫০ লক্ষ টাকা। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে প্রকল্পটির জন্য এডিপিতে ২০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে এবং ডিসেম্বর/২০১৩ পর্যন্ত ১০০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। জুন/২০১৩ পর্যন্ত প্রকল্পটি সার্বিক সাফল্যের হার ছিল = ২.৯০%। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের ডিসেম্বর/২০১৩ মাস পর্যন্ত প্রকল্পটির ৯.৫০% ভৌত অগ্রগতি অর্জিত হয়। প্রকল্পের আওতায় সিঙ্গেল বেজমেন্টসহ ২০-তলা ভবনের Shore Piling এর কাজ সমাপ্ত এবং Foundation এর কাজ চলছে।
৪।	ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন অব বাংলাদেশ (IEB) ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ (৪th হতে 14th Floor পর্যন্ত)। (প্রকল্প মূল্য : ২২৩১.১৯ লক্ষ) (মেয়াদকাল : জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৪)	৭৪৬৭.৩৮ বর্গমিটার (৭টি ফ্লোর নির্মাণ)	বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ ও সেমিনার	বিদ্যমান আইইবি ভবনের ৮-তলার উপর আরও ৭টি ফ্লোরের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ।	<ul style="list-style-type: none"> বর্তমান সরকারের আমলে প্রকল্পটি শুরু হয়। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে প্রকল্পটির অনুকূলে ১৪৯.১১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে প্রকল্পটির জন্য এডিপিতে ৪০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে এবং ডিসেম্বর/২০১৩ পর্যন্ত ১৯৯.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। প্রকল্পের কাজ ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে শুরু হয় এবং উক্ত অর্থ বছরে প্রকল্পটির ৭% ভৌত অগ্রগতি হয় এবং চলতি অর্থ বছরে ডিসেম্বর/২০১৩ মাস পর্যন্ত ১৮% ভৌত অগ্রগতি অর্জিত হয় অর্থাৎ প্রকল্পটির সার্বিক ভৌত অগ্রগতি ২৫%। প্রকল্পের আওতায় মূল ভবনের ১২-তলার উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজ চলছে।

(১)	(২)	(৩)			(৪)
		পরিমাণগত	গুণগত	কাঠামোগত	
		জানুয়ারি, ২০০৯ হতে ডিসেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত			
ক্রমিক নং	কর্মকান্ডের বিষয়	পরিমাণগত	গুণগত	কাঠামোগত	সাফল্যের হার
৫।	ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ (আইডিইবি) এর কেন্দ্রীয় ভবন কমপেপেজে উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ (৩য় পর্যায়)। (প্রকল্প মূল্য : ২০৮২.৬০ লক্ষ) (মেয়াদকাল : জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৪)	৬৬৯০ বর্গমিটার (৫টি ফ্লোর নির্মাণ)	বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ ও সেমিনার	বিদ্যমান আইডিইবি ভবনের ৫-তলার উপর আরও ৫টি ফ্লোরের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ।	<ul style="list-style-type: none"> বর্তমান সরকারের আমলে প্রকল্পটি শুরু হয়। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে প্রকল্পটির অনুকূলে ১৫০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে প্রকল্পটির জন্য এডিপিতে ৫০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে এবং ২৫০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। প্রকল্পের কাজ ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে শুরু হয় এবং উক্ত অর্থ বছরে প্রকল্পটির ১০% ভৌত অগ্রগতি হয় এবং চলতি অর্থ বছরে ডিসেম্বর/২০১৩ মাস পর্যন্ত ৩৫% ভৌত অগ্রগতি অর্জিত হয় অর্থাৎ প্রকল্পটির সার্বিক ভৌত অগ্রগতি ৪৫%। প্রকল্পের আওতায় মূল ভবনের ১০-তলার উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজ চলছে।
৬।	কারিগরি সহায়তা প্রকল্প প্রাকৃতিক দুর্যোগ সহনীয় প্রযুক্তির সাহায্যে সরকারী ভবন সমূহ নির্মাণ ও রেট্রোফিটিং কাজে সক্ষমতা বৃদ্ধি। (প্রকল্প মূল্য : ২৫১৫.৬০ লক্ষ) (প্রকল্প সাহায্য ২৩৩৮.৪৬ লক্ষ) (মেয়াদকাল : জুলাই/২০১১ হতে জুন/২০১৫)				<ul style="list-style-type: none"> বর্তমান সরকারের আমলে প্রকল্পটি শুরু হয় এবং জুন/২০১২ পর্যন্ত ২৭৩.৯৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ৯৯৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয় অর্থাৎ জুন/২০১৩ পর্যন্ত প্রকল্পটি সার্বিক ব্যয় ১২৫৭.৯৯ লক্ষ টাকা। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে প্রকল্পটির জন্য এডিপিতে ৯১৭.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে এবং ৩৮৩.২৮ লক্ষ (ডিপিএসহ) টাকা ব্যয় হয়। জুন/২০১৩ পর্যন্ত প্রকল্পটি সার্বিক সাফল্যের হার ছিল = ৫০%। চলতি অর্থ বছরে ডিসেম্বর/২০১৩ মাস পর্যন্ত ১৫.২৩% ভৌত অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে অর্থাৎ প্রকল্পটির সার্বিক ভৌত অগ্রগতি ৬৫.২৩%।

(১)	(২)	(৩)			(৪)
		০১ জানুয়ারি, ২০০৯ হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত	পরিমাণগত	গুণগত	
ক্রমিক নং	কর্মকান্ডের বিষয়				সাফল্যের হার
	ক) জাইকা পারদর্শী দল কর্তৃক গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রকৌশলীদেরকে প্রতিনিয়ত হাতে কলমে প্রশিক্ষণ (প্রকল্প যেয়াদ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলবে)	--	--	--	সাফল্যের হার = ৫০%
	খ) জাইকা পারদর্শী দল ও গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রকৌশলীদের সিলেট ও চট্টগ্রাম পরিদর্শন (সিলেট ২বার, চট্টগ্রাম ১ বার)	--	--	--	সাফল্যের হার = ৮৫%
	গ) ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেটে সরকারী ভবনাদির seismic Assesment এর জন্য তালিকা তৈরি করা।	--	--	--	সাফল্যের হার = ৭৫%
	ঘ) সেমিনার/ওয়ার্কসপ।	৭ টি	--	--	সাফল্যের হার = ৮০%
	ঙ) প্রশিক্ষণ (জাপান)।	--	--	--	সাফল্যের হার = ১০০%
	চ) মাইক্রোবাস ক্রয়।	১ টি	--	--	সাফল্যের হার = ১০০%
	ছ) আসবাবপত্র ক্রয়।	--	--	--	সাফল্যের হার = ৮০%
	জ) অফিস সরঞ্জাম ক্রয়।	--	--	--	সাফল্যের হার = ৭০%

মন্ত্রণালয় : জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
সংস্থা : গণপূর্ত অধিদপ্তর।

(১)	(২)		(৩)		(৪)
	ক্রমিক নং	কর্মকান্ডের বিষয়	পরিমাণগত	শুণগত	
১।	৫৪ টি জেলা সদরে সরকারি অফিস ও বাসভবন নির্মাণ। (প্রাক্কলিত মূল্যঃ ১০০৬৮২.৫৭ লক্ষ) (মেয়াদকালঃ জুলাই/১৯৮৪ হতে জুন/২০০৯)	১১৩৭৪২৫ বর্গমিটার	প্রশাসনকে যুগোপযোগী, অধিকতর কার্যক্ষম এবং জনগণের কাছাকাছি পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বিকেন্দ্রিকরণের জন্য ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশের ৪৪টি মহাকুমাকে জেলায় উন্নীত করা হয়। নবসৃষ্ট জেলাসমূহে সরকারী অফিস ও কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বাসভবনের সমস্যা সমাধানকল্পে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণের জন্য এই প্রকল্প হাতে নেয়া হয়।	প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ধরনের ভবন তৈরি হয়েছে। ভবনসমূহ ১ তলা হতে ৪ তলা পর্যন্ত বিস্তৃত।	◆ ডিসেম্বর/২০০৮ পর্যন্ত প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি ৯৬% অর্জিত হয়। ◆ জানুয়ারি/২০০৯ হতে জুন/২০০৯ পর্যন্ত ৩.৪০% ভৌত অগ্রগতি সাধিত হয় এবং ২৩৪৭.৪১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। ◆ প্রকল্পটি সার্বিকভাবে সমাপ্ত হয়েছে এবং ভবনগুলো ব্যবহৃত হচ্ছে। ◆ প্রকল্পটি সার্বিক সাফল্যের হার ৯৯.৪০%।
২।	নতুন আদালত ভবন নির্মাণ, চট্টগ্রাম। (প্রাক্কলিত মূল্যঃ ৭২০০.৩৯ লক্ষ) (আনুমান্য সমন্বয় মূল্যঃ ৭১৭২.১১ লক্ষ) (মেয়াদকালঃ জুলাই/১৯৯৮ হতে জুন/২০১২)	২২৯২০ বর্গমিটার	চট্টগ্রাম বিদ্যমান জরাজীর্ণ বর্তমান আদালত ভবনটি ভাঙ্গিয়া তথায় বর্তমান চাহিদার স্থান সংকুলানের নিরীখে বহুতল বিশিষ্ট নতুন আদালত ভবন নির্মাণের জন্য প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়েছে।	নতুন ভবনটি ৪ তলা বিশিষ্ট।	◆ ডিসেম্বর/২০০৮ পর্যন্ত প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি ৩০% অর্জিত হয় এবং ১৯২৭.০২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। ◆ জানুয়ারি/২০০৯ হতে জুন/২০১২ পর্যন্ত ৭০% ভৌত অগ্রগতি সাধিত হয় এবং ৫২২০.৮২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। ◆ প্রকল্পটি সার্বিকভাবে সমাপ্ত হয়েছে এবং ভবনগুলি ব্যবহৃত হচ্ছে। ◆ প্রকল্পটি সার্বিক সাফল্যের হার ১০০%।

প্রত্যাশি মন্ত্রণালয় : মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(১) ক্রমিক নং	(২) কর্মকান্ডের বিষয়	(৩)			(৪) সাক্ষরতার হার
		জানুয়ারি ২০০৯ ইং হতে ডিসেম্বর ২০১৩ ইং পর্যন্ত সাক্ষরতা চিত্র	গুণগত	কঠামোগত	
১।	ঢাকাস্থ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণ (২য় পর্যায়) (i) Design, Construction and maintenance of 4.88mX4.88m base size, 45.73m height Glass Tower and its ancillary works. (South Plaza and its marbles works, water body, underground emergency and service cable) of Shadinata Stambha Nirman Project at Suhrawardy uddyan in Dhaka. (2 nd phase) (ii) WD-2 অবশিষ্ট ওয়াক ওয়ে, কার পার্কিং, এসএস গ্রিল ও অন্যান্য কাজ। (iii) WD- ৮ (অ) সিসিটিভি, ওয়াটার ফিলট্রেশন, ফোম জেট দ্বারা ফোয়ারার শব্দ নিরোধক ব্যবস্থা, বাগানে পানি ছিটানো যন্ত্র, লার্জ ব্রিন মালটি মিডিয়া প্রজেক্টের সরবরাহ ও স্থাপন। (iv) WD- ৮ (ঈ) কম্পাউন্ড লাইটিং-এর ব্যবস্থা। (v) WD- ১১ ১০০ কেজির যাত্রী লিফটের ব্যবস্থা। (vi) WD- (১৩-১৯) ল্যান্ড স্কেপিং ও আরবরিকালচার কাজ। (vii) WD-7 (B) Emergency & Standby cable for plaza, 300KVA Standby Generator, Arch way metal detector of shadinata stambha Nirman project (2 nd phase). (viii) উম্মুক্ত মঞ্চের ইমার্জেন্সি এবং স্ট্যান্ডবাই কাবল স্থাপন করণ কাজ। (ix) শিখা চিরন্তন পুনঃ নির্মাণ কাজ। (x) সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ।	চলমান বেইজ সাইজ = ৪.৮৮মিঃ X ৪.৮৮ মিঃ উচ্চতা = ৪৫.৭৩ মিঃ	সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণ	স্থায়ী কঠামো	সাক্ষরতার হার ১০০%
২।	মেহেরপুর মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিকেন্দ্র স্থাপন	সমাপ্ত	মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে মুজিবনগরের ঘটনাসমূহ সংরক্ষণ করা	স্থায়ী কঠামো	১০০% সমাপ্ত
৩।	সকল জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপেন্স ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়)	চলমান	মুক্তিযোদ্ধাদের উন্নয়নের জন্য স্থায়ী আয়ের	স্থায়ী কঠামো	৮৫%

(১)	(২)	(৩)			(৪)
		জানুয়ারি ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত সাফল্য চিত্র	শুণগত	কাঠামোগত	
ক্রমিক নং	কর্মকান্ডের বিষয়	পরিমাণগত	শুণগত	কাঠামোগত	সাফল্যের হার
৪।	সম্মুখ সমরের স্থান সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।	চলমান	মুক্তিযোদ্ধাকালীন সময়ে সম্মুখ সমরের স্থানসমূহ সংরক্ষণ করা	স্থায়ী কাঠামো	৯৭%
৫।	ঢাকাস্থ গজনবী সড়কে মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণার্থে বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ।	চলমান	মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণার্থে বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন	স্থায়ী কাঠামো	৮০%

প্রত্যাশী মন্ত্রণালয় : নৌ-পরিবহন বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(১)	(২)	(৩)			(৪)
		জানুয়ারি ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত সাফল্য চিত্র	শুণগত	কাঠামোগত	
ক্রমিক নং	কর্মকান্ডের বিষয়	পরিমাণগত	শুণগত	কাঠামোগত	সাফল্যের হার
১।	ঢাকাস্থ বিএসসির নিজস্ব জমিতে ২৫ তলা ভবন নির্মাণ।	চলমান	বিএসসির নিজস্ব ভবন নির্মাণের মাধ্যমে স্থায়ী আয় বৃদ্ধি করা	স্থায়ী কাঠামো	সাফল্যের হার ৫৫%
২।	মেরিন একাডেমি উন্নয়ন।	চলমান	মেরিন শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টি করা	স্থায়ী কাঠামো	সাফল্যের হার ৫০%

প্রত্যাশী মন্ত্রণালয় : শিল্প মন্ত্রণালয়

(১)	(২)	(৩)			(৪)
		জানুয়ারি ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত সাফল্য চিত্র	শুণগত	কাঠামোগত	
ক্রমিক নং	কর্মকান্ডের বিষয়	পরিমাণগত	শুণগত	কাঠামোগত	সাফল্যের হার
১।	বিএসটিআই-এর আধুনিকরণ।	চলমান	বিএসটিআই-এর নিজস্ব ভবন নির্মাণ	স্থায়ী কাঠামো	সাফল্যের হার ৮৫%
২।	তেজগাঁওস্থ বিটাক কার্যালয়ের অভ্যন্তরে মহিলা প্রশিণার্থীদের জন্য ৫ তলা হোস্টেল বিল্ডিং নির্মাণ।	সমাপ্ত	মহিলা প্রশিণার্থীদের জন্য হোস্টেল বিল্ডিং নির্মাণ করে আবাসনের ব্যবস্থা করা	স্থায়ী কাঠামো	সাফল্যের হার ১০০%

প্রত্যাশী মন্ত্রণালয় : প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

(১)	(২)	(৩)		(৪)
		জানুয়ারি ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত সাফল্য চিত্র	কাঠামোগত	
ক্রমিক নং	কর্মকান্ডের বিষয়	পরিমাণগত	গুণগত	সাফল্যের হার
১।	বিভিন্ন জেলায় ৩০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) স্থাপন	চলমান	দক্ষ জনবল সৃষ্টির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারে কর্মসংস্থান তৈরী করা	সাফল্যের হার ৬১%
২।	মুন্সিগঞ্জ, ফরিদপুর, চাঁদপুর, সিরাজগঞ্জ ও বাগেরহাটে গ্রেট ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন	চলমান	দক্ষ জনবল সৃষ্টির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারে কর্মসংস্থান তৈরী করা	সাফল্যের হার ৪০%

প্রত্যাশী মন্ত্রণালয় : সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(১)	(২)	(৩)		(৪)
		জানুয়ারি ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত সাফল্য চিত্র	কাঠামোগত	
ক্রমিক নং	কর্মকান্ডের বিষয়	পরিমাণগত	গুণগত	সাফল্যের হার
১।	বাংলা একাডেমি ভবন নির্মাণ (২য় সংশোধিত)	সমাপ্ত	গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাংলা একাডেমীর নিজস্ব ভবন নির্মাণ	সাফল্যের হার ১০০%
২।	পল্লীকবি জসিমউদ্দিন সংগ্রহশালা, ফরিদপুর (সংশোধিত)	চলমান	পল্লীকবি জসিমউদ্দিন এর স্মরণীয় এবং মূল্যবান সৃষ্টি সংরক্ষণ করা	সাফল্যের হার ৯০%
৩।	কুমিল্লা নজরুল ইনস্টিটিউট কেন্দ্র স্থাপন	সমাপ্ত	কুমিল্লায় নজরুলের অবস্থানের স্থান সংরক্ষণ করা	সাফল্যের হার ১০০%

প্রত্যাশি মন্ত্রণালয় : স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

(১)	(২)	(৩)		(৪)
		জানুয়ারি ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত সাফল্য চিত্র	কঠামোগত	
ক্রমিক নং	কর্মকন্ডের বিষয়	পরিমাণগত	গুণগত	সাফল্যের হার
১।	বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণ			৯৭%
(ক)	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ জাতীয় নিউরোসায়েন্সেস ইনস্টিটিউট ভবন		১০০%	
(খ)	ঢাকায় ENT এবং হেড, নেক ফাউন্ডেশন হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট স্থাপন।		১০০%	
(গ)	জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট এবং হাসপাতালে ডাক্তার ও নার্সেস ডরমিটরি নির্মাণ।		১০০%	
(ঘ)	ঢাকার ইনফেকশন ডিজিজ হাসপাতালে ডাক্তার এবং কর্মচারী কোয়ার্টার নির্মাণ।		১০০%	
(ঙ)	ঢাকা মেডিকেল কলেজ সেন্ট্রাল ডি,এন,এ ল্যাব নির্মাণ।		১০০%	
(চ)	ঢাকার শেরে বাংলা নগরে পশু হাসপাতালের স্ট্রাক কোয়ার্টার নির্মাণ।		১০০%	
(ছ)	শেরে বাংলা নগরে NICVD হাসপাতালের ডাক্তার কোয়ার্টার এবং নার্সেস ডরমিটরি উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ।		৯৯%	
(জ)	ঢাকায় ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ENT স্থাপন।		১০০%	
(ঝ)	১০০ শয্যাবিশিষ্ট ৩টি ডায়াবেটিক হাসপাতাল নির্মাণ।			
	পঞ্চগড়		৯৯%	
	খুলনা		৯৫%	
(ঞ)	ঢাকার শ্যামলীতে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট টি,বি হাসপাতাল নির্মাণ (১ম পর্যায় ১৫০শয্যা)		৮৪%	
(ট)	৫০ শয্যাবিশিষ্ট জাতীয় ক্যান্সার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালকে ৩০০ শয্যায় উন্নীত করণ।		৯৫%	
(ঠ)	জাতীয় ইনস্টিটিউট অব কিডনি এবং ইউরোলজি হাসপাতালের ডাক্তার ডরমিটরি, নার্সেস ডরমিটরি, ৩য় শ্রেণী কর্মচারী ডরমিটরি, অডিটোরিয়াম, বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন ভবন, ইনসিনেটর ইত্যাদি স্থাপন।		৯০%	
(ড)	শেখ ফজিলাতুন্নেছা চক্ষু হাসপাতাল, গোপালগঞ্জ		৭২%	
(ণ)	খুলনা ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণ।		৮৮%	

(১)	(২)	(৩)			(৪)
		জানুয়ারি ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত সাফল্য চিত্র	গুণগত	কঠোরগত	
ক্রমিক নং	কর্মকান্ডের বিষয়				সাফল্যের হার
(ত)	বিএসএমএমইউকে সেন্টার অব এক্সিলেন্সে রূপান্তরকরণ			৫০%	
২।	আইসিইউ ক্যাজুয়ালটি ইউনিট নির্মাণ				৯৬%
(ক)	সিলেট			১০০%	
(খ)	রাজশাহী			১০০%	
(গ)	বরিশাল			১০০%	
(ঘ)	ফরিদপুর			৯৮%	
(ঙ)	খুলনা			৮২%	
৩।	সদর হাসপাতাল অভ্যন্তরে সি,সি,ইউ নির্মাণ।				১০০%
(ক)	কক্সবাজার			১০০%	
(খ)	রাঙ্গামাটি			১০০%	
(গ)	পটুয়াখালী			১০০%	
৪।	মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন				৮৯%
(ক)	ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালকে ৫০০ শয্যা থেকে ১০০০ শয্যা উন্নীতকরণ এবং সম্প্রসারণ, অডিটোরিয়াম, লেকচার গ্যালারি ও লাইব্রেরি নির্মাণ।			১০০%	
(খ)	রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ এবং আই,সি,ইউ ক্যাজুয়ালটি ইউনিট স্থাপন।			১০০%	
(গ)	সিলেট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন			১০০%	
(ঘ)	ঢাকার ফুলবাড়িয়াস্থ ১৫০ শয্যা বিশিষ্ট সরকারী কর্মচারী হাসপাতালকে আধুনিকায়ন			১০০%	
(ঙ)	রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন।			৯৭%	
(চ)	চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন			১০০%	
(ছ)	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আধুনিকায়ন ও বর্ধিতকরণ কাজ			৯৫%	
(জ)	ফরিদপুর মেডিকেল হাসপাতালকে ২৫০ শয্যা থেকে ৫০০ শয্যা উন্নীতকরণ			১০০%	

(১)	(২)	(৩)			(৪)
		জানুয়ারি ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত সাফল্য চিত্র	গুণগত	কঠামোগত	
ক্রমিক নং	কর্মকাজের বিষয়	পরিমাণগত	গুণগত	কঠামোগত	সাফল্যের হার
(ব)	ঢাকাস্থ পিলগাঁও ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ			৯৬%	
(এ৩)	বরিশাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন।			৫৮%	
(ট)	ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন			৩৫%	
৫।	মেডিকেল কলেজের একাডেমিক বিল্ডিং নির্মাণ				৮৭%
(ক)	শোয়াখালী মেডিকেল কলেজের একাডেমিক বিল্ডিং নির্মাণ			১০০%	
(খ)	পাবনা মেডিকেল কলেজের একাডেমিক বিল্ডিং নির্মাণ			১০০%	
(গ)	কক্সবাজার মেডিকেল কলেজের একাডেমিক বিল্ডিং নির্মাণ			৬৫%	
(ঘ)	যশোর মেডিকেল কলেজের একাডেমিক বিল্ডিং নির্মাণ			৮৫%	
৬।	সদর হাসপাতালকে ৫০/ ১০০ শয্যা থেকে ২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ।				৩৪%
(ক)	মৌলভীবাজার			১০০%	
(খ)	বি-বাড়ীয়া			১০০%	
(গ)	কক্সবাজার			১০০%	
(ঘ)	কিশোরগঞ্জ			১০০%	
(ঙ)	ফেনী			৯৯%	
(চ)	ভোলা			২০%	
(ছ)	সুনামগঞ্জ			২০%	
(জ)	চুয়াডাঙ্গা			২৩%	
(ঝ)	মাগুরা			১%	
(ঞ)	নওগাঁ			৫%	
(ট)	সিরাজগঞ্জ			১%	
(ঠ)	নীলফামারী			৪%	
(ড)	হবিগঞ্জ			১%	
(ত)	কুড়িগ্রাম			১%	
(ণ)	মাদারীপুর			১%	
(ত)	টঙ্গী			১০%	
(থ)	বরগুনা			১৮%	

(১)	(২)	(৩)		(৪)
ক্রমিক নং	কর্মকান্ডের বিষয়	জানুয়ারি ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত সাফল্য চিত্র		সাফল্যের হার
(দ)	বাগেরহাট	পরিমাণগত	গুণগত	
(ধ)	মানিকগঞ্জ			২৫%
(ন)	মুন্সীগঞ্জ			২২%
				৪৭%

প্রত্যাশী মন্ত্রণালয়ের নাম :- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়।

(১)	(২)	(৩)		(৪)
ক্রমিক নং	কর্মকান্ডের বিষয়	জানুয়ারি, ২০০৯ হতে ডিসেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত সাফল্য চিত্র		সাফল্যের হার
১.	জাতীয় সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপন (১ম পর্যায়)।	পরিমাণগত	গুণগত	
		১৩ টি ভবনের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়।	সামুদ্রিক গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও পেশাগত মান উন্নয়ন	১৩ টি ভবনের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়।
				৯০%

প্রত্যাশী মন্ত্রণালয়ের নাম :- তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়।

(১)	(২)	(৩)			(৪)
		জানুয়ারি, ২০০৯ হতে ডিসেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত সাফল্য চিত্র	ঊণগত	কাঠামোগত	
ক্রমিক নং	কর্মকান্ডের বিষয়	জানুয়ারি, ২০০৯ হতে ডিসেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত সাফল্য চিত্র			সাফল্যের হার
১.	Support to High-Tech Park authority to establish High-Tech Park at Kaliakair Gazipur. (1 st phase)	প্রযুক্তি সুবিধা সম্পন্ন বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ।	বাংলাদেশে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন শিল্প স্থাপন	প্রযুক্তি সুবিধা সম্পন্ন বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ।	১০০%
২.	Support to High-Tech Park authority to establish High-Tech Park at Kaliakair Gazipur. (2 nd phase)	বিটুমিনাস কার্পেটিং রাস্তা, duct, আর সি ড্রেন	আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা ও পানি নিষ্কাশন	বিটুমিনাস কার্পেটিং রাস্তা, duct, আর সি ড্রেন	১০০%
৩.	Strengthening BCC through infrastructural development (SBCCI)	৭ তলা উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ	প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ও পেশাগত মান উন্নয়ন	৭ তলা উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ	৮৫%

প্রত্যাশী মন্ত্রণালয়ের নাম :- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

(১)	(২)	(৩)			(৪)
		জানুয়ারি, ২০০৯ হতে ডিসেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত সাফল্য চিত্র	ঊণগত	কাঠামোগত	
ক্রমিক নং	কর্মকান্ডের বিষয়	জানুয়ারি, ২০০৯ হতে ডিসেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত সাফল্য চিত্র			সাফল্যের হার
১.	নারী নির্যাতন প্রতিরোধে ৫টি বিভাগীয় শহরে জৌত সুবিধাদি সৃষ্টিকরণ।	৫ টি কেন্দ্র	নারী নির্যাতন প্রতিরোধে বিভাগীয় শহরে ভবন নির্মাণ	১০ তলা ভিত সহ ৫ টি দোতলা ভবন।	৬৫%
২.	বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর ৬ টি জেলা শাখা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ	প্রতিটি ৪ তলা ভবন	শিশুদের বিনোদন, সাংস্কৃতিক মেধাবিকাশ	প্রতিটি ৪ তলা ভবন	৯৮%
৩.	শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা প্রশিক্ষণ একাডেমীর উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ কাজ। গাজীপুর	উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ	মহিলাদের বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ, পেশা গত সান উন্নয়ন	উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ	৯৭%
৪.	নালিতা বাড়ি কমজিবী মহিলা হোস্টেল। শেরপুর।	৪ তলা ভবন নির্মাণ	কমজিবী মহিলাদের আবাসিক সুবিধা সৃষ্টিকরণ	৪ তলা ভবন নির্মাণ	৭৫%
৫.	মহিলা ও শিশু ডায়াবেটিক, এডোক্রিন ও মেটাবলিক হাসপাতাল ভবন	৬ তলা ভবন নির্মাণ	মহিলা ও শিশু ডায়াবেটিক	৬ তলা ভবন	১০০%

(১)	(২)	(৩)			(৪)
		কর্মকালের বিষয়	জানুয়ারি, ২০০৯ হতে ডিসেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত সাফল্য চিত্র	কাঠামোগত	
৬.	মহিলা ও শিশু ডায়াবেটিক, এডোক্রিন ও মৌটাবলিক হাসপাতাল ভবনের উপর (৭-তলা থেকে ১১-তলা) নির্মাণ কাজ।	৭-তলা থেকে ১১-তলা পর্যন্ত উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ	ইব্রাহিম মেডিকেল কলেজ স্থাপন	৭-তলা থেকে ১১-তলা উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ	৭০%
৭.	Establishment of Pediatric and Women Cardiac Unit in National Heart Foundation of Bangladesh (Construction of 4 th , 5 th & 6 th floor over existing 3 rd floor for Establishment of Pediatric and Women unit in NHF at Mirpur, Dhaka.)	উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ	শিশু ও মহিলা হৃদরোগ ইউনিট স্থাপন	উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ	৭৫%

প্রত্যাশী মন্ত্রণালয়ের নাম :- সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়।

(১)	(২)	(৩)			(৪)
		কর্মকালের বিষয়	জানুয়ারি, ২০০৯ হতে ডিসেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত সাফল্য চিত্র	কাঠামোগত	
১.	শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল বিশেষায়িত হাসপাতাল এন্ড নাসিং কলেজ নির্মাণ (১ম পর্যায়) " শীর্ষক প্রকল্প, গাজীপুর।	১৩ টি ভবন ও মসজিদসহ আনুষঙ্গিক কাজ	অসুস্থ মানুষের সেবা ও নাসিং কলেজ স্থাপন	১৩ টি ভবন ও মসজিদসহ আনুষঙ্গিক কাজ	১০০%
২.	দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ (৩৭ ইউনিট) শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প।	১৮ টি কেব্রে কাজ চলছে	দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের আবাসন সুবিধা সৃষ্টি	প্রতিটি দোতলা ভবন	৪৫%
৩.	এতিম প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।	৬ টি কেব্রে ভবন নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ	এতিম প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের কারিগরী প্রশিক্ষণ	৬ টি কেব্রে ভবন নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ	১০০%
৪.	ইমক্রুভড মেডিকেল সার্ভিসেস এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন ফর ডায়াবেটিক ডায়াবেটিক রিলেটেড এন্ড নন-ডায়াবেটিক পেশেন্টস, লালমনিরহাট শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প।	ভবন নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ	ডায়াবেটিক, এন্ড নন-ডায়াবেটিক রোগীদের সেবা প্রদান	ভবন নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ	৯৫%

প্রত্যশী মন্ত্রণালয়ের নাম :- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

(১)	(২)	(৩)			(৪)
		জানুয়ারি, ২০০৯ হতে ডিসেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত সাফল্য চিত্র	শুণগত	কার্যমোগত	
ক্রমিক নং	কর্মকাজের বিষয়	পরিমাণগত	বিনিয়োগ বোজের নিজস্ব	কার্যমোগত	সাফল্যের হার
১.	Construction of 14 Storied Building with Three Basements for Head Office of Board of Investment (BOI) at S.B. Nagar, Dhaka.	৩ টি বেসইজমেন্টসহ ১৪ তলা ভবন নির্মাণ।	অফিস ভবন নির্মাণ	৩ টি বেসইজমেন্টসহ ১৪ তলা ভবন নির্মাণ।	৩%

প্রত্যশী মন্ত্রণালয়ের নাম :- বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।

(১)	(২)	(৩)			(৪)
		জানুয়ারি, ২০০৯ হতে ডিসেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত সাফল্য চিত্র	শুণগত	কার্যমোগত	
ক্রমিক নং	কর্মকাজের বিষয়	পরিমাণগত	শুণগত	কার্যমোগত	সাফল্যের হার
১.	পাবনা টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট কে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে উন্নীতকরণ।	৮ টি ভবন ও মসজিদসহ আনুষঙ্গিক কাজ	টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন	৮ টি ভবন ও মসজিদসহ আনুষঙ্গিক কাজ	৯৮%
২.	বঙ্গবন্ধু টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ শীর্ষক প্রকল্প।	১২ টি ভবন ও আনুষঙ্গিক কাজ	টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন	১২ টি ভবন ও আনুষঙ্গিক কাজ	৯৮%
৩.	জোয়ারগঞ্জ টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট কে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে উন্নীতকরণ।	৮ টি ভবন ও আনুষঙ্গিক কাজ	টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন	৮ টি ভবন ও আনুষঙ্গিক কাজ	৯৮%
৪.	বরিশাল টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট কে আবদুর রব সেরনিয়াবাত টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে উন্নীতকরণ।	১৩ টি ভবন ও আনুষঙ্গিক কাজ	টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন	১৩ টি ভবন ও আনুষঙ্গিক কাজ	৬৫%
৫.	বেগমগঞ্জ টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট কে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে উন্নীতকরণ।	১১ টি ভবন ও আনুষঙ্গিক কাজ	টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন	১১ টি ভবন ও আনুষঙ্গিক কাজ	৯৫%
৬.	১০টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প	প্রতিটি কেন্দ্রে ভবন নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক	টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট স্থাপন	প্রতিটি কেন্দ্রে ভবন নির্মাণসহ	১০০%

প্রত্যাশী মন্ত্রণালয়ের নাম ৪- অর্থ মন্ত্রণালয়।

(১)	(২)	(৩)			(৪)
		জানুয়ারি, ২০০৯ হতে ডিসেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত সাফল্য চিত্র	শুণগত	কঠামোগত	
ক্রমিক নং	কর্মকালের বিষয়	পরিমাপগত	শুণগত	কঠামোগত	সাফল্যের হার
১.	চট্টগ্রাম বিভাগীয় হিসাব নিয়ন্ত্রকের অফিস ভবন নির্মাণ (৬-তলা ভিতসহ ৪-তলা) ও পুরাতন দ্বিতল ভবনের উপর ওয় তলা নির্মাণ এবং পুরাতন ভবন সংস্কার।	৬-তলা ভিতসহ ৪-তলা ভবন নির্মাণ	চট্টগ্রাম বিভাগীয় হিসাব নিয়ন্ত্রকের অফিস ভবন নির্মাণ	৬-তলা ভিতসহ ৪-তলা ভবন নির্মাণ	১০০%
২.	খুলনা বিভাগীয় হিসাব নিয়ন্ত্রকের অফিস ভবন নির্মাণ (৫-তলা ভিতসহ ৪-তলা)।	৫-তলা ভিতসহ ৪-তলা ভবন নির্মাণ	খুলনা বিভাগীয় হিসাব নিয়ন্ত্রকের অফিস ভবন নির্মাণ	৫-তলা ভিতসহ ৪-তলা ভবন নির্মাণ	১০০%
৩.	জাতীয় রাজস্ব ভবন নির্মাণ।	২০-তলা ভিতসহ ১২-তলা ভবন নির্মাণ	রাজস্ব বোর্ডের নিজস্ব অফিস ভবন নির্মাণ	২০-তলা ভিতসহ ১২-তলা ভবন নির্মাণ	৩%

প্রত্যাশী মন্ত্রণালয়ের নামঃ খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়।

১	২	৩			৪
		জানুয়ারি ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত সাফল্য চিত্র	শুণগত	কঠামোগত	
ক্রমিক নং	কর্মকালের বিষয়	পরিমাপগত	শুণগত	কঠামোগত	সাফল্যের হার
০১.	১.৩৫ লক্ষ মে:টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন খাদ্য গুদাম নির্মাণ প্রকল্প। জুলাই/১০ হতে ডিসেম্বর/২০১৩ মোট প্রকল্প ব্যয় ২৮৩০১.০০ লক্ষ টাকা	১০০০ মে: টন এর গুদাম ১০০টি ৫০০ মে: টন এর গুদাম ৭০ টি সর্বমোট ১৭০ টি গুদাম তন্মধ্যে ১৫৫ টির কাজ সমাপ্ত। প্রকল্পের কাজ মার্চ/২০১৪ এর মধ্যে সমাপ্ত হবে	PWD এর Code of specification অনুযায়ী নির্মিত	R.C.C Frame structure	৯৮%

প্রত্যাশী মন্ত্রনালয়ের নামঃ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

ক্রমিক নং	কর্মকান্ডের বিষয়	৩			সাকল্যের হার
		জানুয়ারি ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত সাকল্য চিত্র	শুণগত	কঠামোগত	
০১।	জেলা, উপজেলা ও রিজিওনাল সার্ভার স্টেশন ফর ইলেকটোরাল ডাটা বেইজ নির্মাণ প্রকল্প। মোট প্রকল্প ব্যয় ৩২৬২০.৬১ লক্ষ টাকা	৯ টি আঞ্চলিক সার্ভার স্টেশনের মধ্যে ২ টি সমাপ্ত। ৫২ টি জেলা সার্ভার স্টেশনের মধ্যে ২৪ টি সমাপ্ত। ৪ টি উপজেলা সার্ভার স্টেশনের মধ্যে ৩ টি সমাপ্ত। ঢাকায় ৭ টি থানা সার্ভার স্টেশনের জন্য ফ্লোর কনয় করা হয়েছে। প্রকল্পের কাজ চলমান। অবশিষ্ট কাজ ডিসেম্বর/১৪ এর মধ্যে সমাপ্ত হবে।	PWD এর Code of specification অনুযায়ী নির্মিত	R.C.C Frame structure	৭০%
০২।	ইলেকশন রিসোর্স সেন্টার নির্মাণ প্রকল্প মোট প্রকল্প ব্যয় ১৮৪৮৪.০০ লক্ষ টাকা	২টি বেজমেন্ট সহ ১১ তলা BEC ভবন এবং ২ টি বেইজমেন্ট সহ ১২ তলা ETI ভবনের নির্মাণ কাজ চলমান। প্রকল্পের কাজ ডিসেম্বর/১৫ এর মধ্যে সমাপ্ত হবে।	PWD এর Code of specification অনুযায়ী নির্মিত	R.C.C Frame structure	২০%

প্রত্যাশী মন্ত্রনালয়ের নামঃ যোগাযোগ মন্ত্রনালয়

ক্রমিক নং	কর্মকান্ডের বিষয়	৩			সাকল্যের হার
		জানুয়ারি ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত সাকল্য চিত্র	শুণগত	কঠামোগত	
০১।	গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়ায় বিআরটিসি এর ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ প্রকল্প। মোট প্রকল্প ব্যয় ১০১০.০৬ লক্ষ টাকা	৪ তলা ফাইউন্ডেশন সহ ৩ তলা অফিস ভবন, ৪ তলা ফাইউন্ডেশন সহ ২ তলা পুরুষ হোস্টেল এবং ৪ তলা ফাইউন্ডেশন সহ ২ তলা মহিলা হোস্টেল, স্কাউভারী ওয়াল, রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ কাজ চলমান। প্রকল্পের কাজ জুন/২০১৪ ইং এর মধ্যে সমাপ্ত হবে।	PWD এর Code of specification অনুযায়ী নির্মিত	R.C.C Frame structure	৪০%

প্রত্যাশী মন্ত্রণালয় : আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ক্রমিক নং	৩		৪	
	২	৩		
১	কর্মকান্ডের বিষয়	জানুয়ারি ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত সাফল্য চিত্র	সাফল্যের হার	
১।	বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা সদরে চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়) প্রকল্পের আওতায় ৩৪টি জেলায় চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ কাজ এবং ৩৫টি জেলায় জমি অধিগ্রহণ কাজ	<p>পরিমাণগত</p> <p>১। ৩৪টি জেলার মধ্যে ২৮টি জেলায় নির্মাণ কাজ চলমান আছে, ৩টি জেলায় নির্মাণ কাজ প্রায় সমাপ্ত, ২টি জেলায় দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে এবং ১টি জেলায় মামলা জনিত কারণে কাজ শুরু করা হয় নাই।</p> <p>২। ৩৫টি জেলার মধ্যে ১৮টি জেলায় জমি অধিগ্রহণ/হস্তান্তর গ্রহণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং অবশিষ্ট ১৭টি জেলায় স্থান নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে।</p>	<p>কঠামোগত</p> <p>প্রতিটি নির্মানাধীন ভবন স্থাপত্য অধিদপ্তরের স্থাপত্য নকশা অনুসারে গণপূর্ত অধিদপ্তরের ডিজাইন সার্কেলের প্রকৌশলীদের দ্বারা ১২ তলা ভীতসহ ভূমিকম্প প্রতিরোধী করে কঠামোগত নকশা প্রণয়নের মাধ্যমে নির্মাণ করা হচ্ছে।</p>	<p>বরাদ্দ</p> <p>সাফল্যের হার প্রায় ৯৯%।</p>

বিঃ দ্রঃ প্রকল্পটি ১২ তলা ভীতসহ গত ০৮/০২/২০১১ তারিখে সংশোধিত আকারে অনুমোদিত হয়।

প্রত্যাশী মন্ত্রণালয় : আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

ক্রমিক নং	৩		৪	
	২	৩		
১	কর্মকান্ডের বিষয়	জানুয়ারি ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত সাফল্য চিত্র	সাফল্যের হার	
১।	প্রকল্পের আওতায় ৩৪টি জেলায় চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ এবং ৩০টি জেলায় চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত আছে।	<p>পরিমাণগত</p> <p>১৮৩৭৮৩.০৩ বর্গমিটার</p>	<p>কঠামোগত</p> <p>স্থায়ী আদালত ভবন নির্মাণ কাজ।</p>	<p>বরাদ্দের ১০০%</p>
২।	দেশের ২০টি জেলায় জেলা রোজিষ্ট্রি ও ৩৩টি উপজেলায় সাব-রোজিষ্ট্রি আপিস ভবন নির্মাণ (সংশোধিত)	<p>পরিমাণগত</p> <p>৪২৭৫৭.৬৯ বর্গমিটার</p>	<p>কঠামোগত</p> <p>১। ২৪টি জেলায় দরপত্র আহ্বান করে চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়েছে।</p> <p>২। ২৭টি জেলায় জায়গা ভূমি অধিগ্রহণের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে।</p> <p>নির্মাণ কাজ ও ভূমি অধিগ্রহণ।</p>	<p>জুলাই/২০১৩ তে প্রকল্পটি সমাপ্ত হইয়াছে। ১০০%</p>

প্রত্যাশী মন্ত্রণালয় : ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

(১)	(২)	(৩)		(৪)
		জানুয়ারি ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত সাফল্য চিত্র	কাঠামোগত	
ক্রমিক নং	কর্মকান্ডের বিষয়	পরিমাণগত	গুণগত	সাফল্যের হার
১।	ইসলামিক মিশন কমপ্লেক্স নির্মান (ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ ও বালকাঠি) শীর্ষক প্রকল্প।	১০০০৮.০০ বর্গ মিটার	-	বরাদ্দের ১০০%
			স্থায়ী হাসপাতাল ভবন, ডক্টরস ও নার্সেস ডরমেটরী ভবন নির্মাণ কাজ	

প্রত্যাশী মন্ত্রণালয় : তথ্য বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

(১)	(২)	(৩)		(৪)
		জানুয়ারি ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত সাফল্য চিত্র	কাঠামোগত	
ক্রমিক নং	কর্মকান্ডের বিষয়	পরিমাণগত	গুণগত	সাফল্যের হার
১।	বাংলাদেশ টেলিভিশন বিটিভি সদর দপ্তর ভবন নির্মাণ প্রকল্প।	৪৩৩৯.৮৫ বর্গমিটার	-	বরাদ্দের ১০০%
২।	বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভস ভবন নির্মাণ কাজ।	৯২৮.৮৬ বর্গমিটার	-	বরাদ্দের ১০০%
			বেইজমেন্ট ফ্লোরসহ ১২ তলা ভবন নির্মাণ কাজ।	
			বেইজমেন্ট ফ্লোরসহ ৭ম তলা ভবন নির্মাণ কাজ।	

প্রত্যাশী মন্ত্রণালয় : প্রতিরক্ষা বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

(১)	(২)	(৩)			(৪)
		জানুয়ারি ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত সাফল্য চিত্র	শুণগত	কঠামোগত	
ক্রমিক নং	কর্মকান্ডের বিষয়	জানুয়ারি ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত সাফল্য চিত্র			সাফল্যের হার
১।	Up-gradation of Meteorological Service শীর্ষক প্রকল্প।	পরিমাণগত ৭ (সাত)টি নীলফামারী, নওগাঁ, সিরাজগঞ্জ, ফুজিহাম, নেত্রকোনা, গোপালগঞ্জ, কুষ্টিয়া।	-	স্থায়ী ভবন নির্মাণ কাজ।	বরাব্বের ১০০%
২।	Establishment of 1 st Class Meteorological Observatory at Five Places.	৫ (পাঁচ)টি কিশোরগঞ্জ, পঞ্চগড়, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার, বান্দরবান।	-	স্থায়ী ভবন নির্মাণ কাজ।	বরাব্বের ১০০%
৩।	Establishment of Numerical Weather Prediction System (2 nd Phase).	৩২ (বত্রিশ)টি ঢাকা, জয়দেবপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহে, ফরিদপুর, মাদারীপুর, চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, কুতুবদিয়া, স্বন্দীপ, টেকনাফ, দীতকুন্ড, সুধারাম, হাতিয়া, কক্সবাজার, কুমিল্লা, চাঁদপুর, বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী, খেপুপাড়া, সুনামগঞ্জ, খুলনা, মংলা, বাগেরহাট, চুয়াডাঙ্গা, সাতক্ষীরা, রাজশাহী, বগুড়া, ইশ্বরদী, রংপুর, দিনাজপুর	-	স্থায়ী ভবন নির্মাণ কাজ।	বরাব্বের ১০০%

প্রত্যাশী মন্ত্রণালয় : মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

(১)	(২)	(৩)			(৪)
		জানুয়ারি ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত সাফল্য চিত্র	শুণগত	কঠামোগত	
ক্রমিক নং	কর্মকান্ডের বিষয়	জানুয়ারি ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত সাফল্য চিত্র			সাফল্যের হার
১।	বাংলাদেশ মেরিন ফিসারিজ একাডেমি প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও জোরদারকরণ শীর্ষক প্রকল্প।	পরিমাণগত ১ (এক)টি চট্টগ্রাম।	-	স্থায়ী ভবন নির্মাণ কাজ	বরাব্বের ১০০%

প্রত্যাশি মন্ত্রণালয় : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

(১)	(২)	(৩)			(৪)
		জানুয়ারি ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত সাফল্য চিত্র	গুণগত	কার্যমোগত	
ক্রমিক নং	কর্মকাণ্ডের বিষয়				সাফল্যের হার
১.	ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জে বিচারার্থী আসামীদের জন্য কেন্দ্রীয় কারাগার নির্মাণ।	৪৩৩৪৪০.০০ বর্গফুট	পুরুষ ও মহিলা কয়েদীদের ব্যারাকসহ অন্যান্য কাজের ব্যবহার।	পাইল ফাউন্ডেশনসহ ৬- তলা আর সিসি ফ্রেম স্ট্রাকচার	৯২%
২.	মিল ব্যারাক পুলিশ, লাইন, ঢাকা।	১০০০০ বর্গফুট (প্রায়)	বাংলাদেশ পুলিশের ব্যারাক ভবন।	আর সিসি ফ্রেম স্ট্রাকচার	১০০%
৩.	ন্যাশনাল ক্রাইম কন্ট্রোল এন্ড অপারেশন মনিটরিং সেন্টার, নির্মাণ।	২১৭০০০ বর্গফুট (প্রায়)	ফেয়ার ফেস, বিদেশী লোভার ফায়াররেটেট দরজা, কেন্দ্রীয় শীতাতাপ ব্যবস্থা স্বয়ংক্রিয় অগ্নিনিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা, ওয়ার্ক স্টেশন ইত্যাদি।	আর সিসি ফ্রেম স্ট্রাকচার	১০০%
৪.	৭টি র্যাব কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প (চট্টগ্রামে - ১টি)। ক) অফিস খ) অফিসার্স কোয়ার্টার গ) ফোর্স ব্যারাক ঘ) ম্যাগাজিন বিল্ডিং	১২২৪.০৯ বর্গফুট	র্যাব সদস্যদের দাপ্তরিক ও আবাসিক সমস্যা নিরসনের জন্য প্রতিষ্ঠিত।	৬-তলা ও ৪-তলা ভিত্তি বিশিষ্ট পাইল/কলাম ফুটিং ফাউন্ডেশন এর আর সিসি ফ্রেম স্ট্রাকচার।	-
৫.	দেশের গুরুত্বপূর্ণ ৭৮টি জেলা সদর/স্থান সমূহে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প (চারঘাট, রাজশাহীতে- ১টি)।	৩৬৩৯.৩৫ বর্গফুট	চারঘাট উপজেলার একমাত্র অগ্নি নির্বাপক স্টেশন।	আর সিসি ফ্রেম স্ট্রাকচার	১০০%
৬.	বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি সারদা, রাজশাহীতে জিমনেসিয়াম ভবন নির্মাণ।	২৪৫৭২.৪০ বর্গফুট	বিত্তি পদ মর্যাদার পুলিশ সদস্যদের খেলাধুলা ও শরীর চর্চার জন্য নির্মিত	আর সিসি ফ্রেম স্ট্রাকচার	১০০%
৭.	৫০টি জরাজীর্ণ থানা ভবন নির্মাণ প্রকল্প (করিমগঞ্জ থানা, কিশোরগঞ্জে-১টি)।	৪৯৭২.০০ বর্গফুট	পুলিশ বিভাগের সেবার মান উন্নয়নের জন্য নির্মিত।	আর সিসি ফ্রেম স্ট্রাকচার এর ৪- তলা Sittu pile সহ ভিত বিশিষ্ট ২-তলা ভবন	১০০%

(১) ক্রমিক নং	(২) কর্মকান্ডের বিষয়	(৩) জানুয়ারি ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত সাফল্য চিত্র			(৪) সাফল্যের হার
		পরিমাণগত	গুণগত	কঠামোগত	
৮.	৬০টি পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় (ভোগলপুর, কিশোরগঞ্জে-০১টি)।	৪৫০০.০০ বর্গফুট	বাংলাদেশ পুলিশের সেবার মানের উৎকর্ষতা সাধনের নিমিত্তে ব্যবহার যোগ্য দাপ্তরিক ভবন।	Cast-in-Situ pile foundationসহ ২-তলা ভবন আর সিসি ফ্রেম স্ট্রাকচার	৯৮%
৯.	৪৬টি গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সদরে/স্থান ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় (রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলায় ফায়ার স্টেশন নির্মাণ)।	১৩২৬.০০ বর্গফুট	অগ্নি নির্বাপক স্টেশন	আর সিসি ফ্রেম স্ট্রাকচার	১০০%
১০.	বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে হাইওয়ে পুলিশের ৫০টি আউট পোস্ট নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় রংপুর জেলার বড়দরগা হাইওয়ে আউট পোস্ট নির্মাণ।	২১১৬.০০ বর্গফুট	বাংলাদেশ হাইওয়ে পুলিশের সেবার মানের উৎকর্ষতা সাধনে নির্মিত।	আর সিসি ফ্রেম স্ট্রাকচার	১০০%
১১.	দিনাজপুর জেলা কারাগার পুনঃ নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় বিচারাধীন বন্দি ব্যারাক নির্মাণ।	২৪৩৩০.০০ বর্গফুট।	বন্দিদের জন্য আবাসস্থল।	৬-তলা ভিত বিশিষ্ট ৬-তলা ভবন আর.সি.সি ফ্রেম স্ট্রাকচার।	৬৮%
১২.	দেশের বিভিন্ন স্থানে ৫০টি জরাজীর্ণ থানা ভবন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় (কোতয়ালী থানা ভবন, দিনাজপুর)।	৭০২০ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট	নিচ তলায় বিভিন্ন কর্মকর্তাদের অফিস, হাজত, রান্নাঘর ও দোতলায় পুলিশদের আবাসস্থল।	৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ২ তলা ভবন আর.সি.সি ফ্রেম স্ট্রাকচার।	১০০%
১৩.	ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় (খানপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস, দিনাজপুর)।	১২৫০ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট	ইউনিয়ন ভূমি কর্মকর্তার অফিস ও রেকর্ড রুম।	২-তলা ভিত বিশিষ্ট ১-তলা ভবন	১০০%
১৪.	পটুয়াখালীস্থ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। ক) প্রশিক্ষণ ভবন খ) টেইনার্স ব্যারাক গ) ট্রেনিং স্কুল	ক) ১০০০০ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট খ) ৫০০০ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট গ) ৪০০০ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট	কোস্টগার্ড সদস্যদের পেশাগত উৎকর্ষতা সাধনে প্রশিক্ষণ একাডেমি ও ট্রেনিং স্কুলসহ ব্যারাক ভবন।	ক) ৪-তলা ফাউন্ডেশনের ৪-তলা ভবন আর.সি.সি ফ্রেম স্ট্রাকচার। খ) ৪-তলা ফাউন্ডেশনের ৪-তলা ভবন আর.সি.সি ফ্রেম স্ট্রাকচার। গ) ৪-তলা ফাউন্ডেশনের ৪-তলা ভবন আর.সি.সি ফ্রেম স্ট্রাকচার।	-

স্থাপত্য অধিদপ্তর



স্থাপত্য অধিদপ্তর বাংলাদেশের স্থপতিদের জন্য একটি অনন্য ও একমাত্র সরকারি দপ্তর। যা দেশের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের স্থাপত্য নকশা প্রণয়ন ও স্থাপত্য বিষয়ক যাবতীয় পরিসেবা প্রদান করে থাকে। শুধুমাত্র স্থাপত্য নকশা, জরিপ নকশা, Master Plan, Layout Plan, ইত্যাদি প্রণয়নই নয়, বরং সরকারি দপ্তর ও আবাসনসমূহের জন্য Space standards নির্ধারণ থেকে শুরু করে মানব বসতি ও ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা সংক্রান্ত নীতিমালা সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শ প্রদান এবং বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাকে তাদের নির্মাণ প্রকল্পের জন্য ভূমির চাহিদা নিরূপণে স্থাপত্য অধিদপ্তর সহায়তা করে থাকে।

এ অধিদপ্তরে বর্তমানে, এনাম কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত জনবল ২৭৪ জন, যার মধ্যে ৭২ জন স্নাতক স্থপতি। একজন প্রধান স্থপতি, একজন অতিরিক্ত প্রধান স্থপতি, ছয়জন উপ-প্রধান স্থপতি, ষোলজন সহকারি প্রধান স্থপতি, আটচল্লিশজন সহকারি স্থপতি এবং অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সমন্বয়ে এ দপ্তর পরিচালিত হচ্ছে। এহেন জনবল নিয়ে দীর্ঘ ৩০ বছর অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে যদিও এ দীর্ঘ সময়ে অধিদপ্তরের কাজের পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সম্প্রতি ১০৯টি নতুন পদ সৃজন করে স্থাপত্য অধিদপ্তরের মোট জনবল ৩৮৬ জনে উন্নীত করার জন্য সরকারের সচিব কমিটি অনুমোদন দিয়েছেন। যাতে স্নাতক স্থপতিদের জনবল ৭২ থেকে ৯১ জনে উন্নীত হবে।

দেশে ও বিদেশে উচ্চ শিক্ষায় প্রশিক্ষিত এ প্রতিষ্ঠানের স্থপতিগণের স্থাপত্য কাজ গুণগত মানসম্পন্ন এবং স্থাপত্য কাজ সংশ্লিষ্ট যে কোন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় স্থাপত্য অধিদপ্তরের উৎকর্ষতা সম্পর্কে কোন সংশয় নেই। বাংলাদেশের প্রতিটি শহরে, গ্রামে ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে সরকারের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের কাজে স্থাপত্য অধিদপ্তরের স্থপতিগণ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। উলেখ্য, বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার স্থাপত্যশৈলী সমৃদ্ধ স্থাপনা নির্মাণের নকশা স্থাপত্য অধিদপ্তর প্রণয়ন করছে। দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ধারণ করে স্থাপত্য অধিদপ্তরের স্থপতিগণ এ দেশের স্থাপত্য শিল্পে একটি বিশেষ মাত্রা আনতে সক্ষম হয়েছেন যা দেশের স্থাপত্য পেশার সমৃদ্ধি অর্জনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, অকৃত্রিম দেশপ্রেমে উদ্ভুদ্ধ শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের গৌরবউজ্জল অবদানকে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য সমগ্র বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত বিভিন্ন স্থাপনার নকশা প্রণয়ন ও নির্মাণ সহায়তা স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত হয়েছে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের (শিল্পী হামিদুর রহমান কর্তৃক প্রণীত মূল শহীদ মিনার ব্যতীত) মাস্টার প্লানসহ আনুষ্ঠানিক সুবিধাদি, সাভার শহীদ স্মৃতিসৌধের (স্থপতি মইনুল হোসেন কর্তৃক প্রণীত মূল সৌধ ব্যতীত) মাস্টার প্লানসহ আনুষ্ঠানিক সুবিধাদি, মুজিব নগর স্মৃতি সৌধ এবং ৬৪ জেলায় মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতি স্মারক নির্মাণ কাজ, ইত্যাদি।

বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য সকল সরকারি মেডিকেল কলেজ, বিভিন্ন শয্যার হাসপাতাল নির্মাণের স্থাপত্য নকশা ও পরিকল্পনা প্রণয়নসহ দেশের প্রশাসনিক, সাংস্কৃতিক ও বিচার সংক্রান্ত কাঠামোর নকশা, দেশের শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, পুলিশ ও র‍্যাভ এর যাবতীয় স্থাপনার স্থাপত্য নকশাসহ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহিত যাবতীয় উন্নয়ন প্রকল্পের ভবন/স্থাপনাদি নির্মাণের ভৌত অবকাঠামো ও স্থাপত্য নকশা এ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত হয়। অধিকন্তু, বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড এর আহবায়ক হিসেবে একে যুগোপযোগীকরণসহ ও ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগর ইমারত (নির্মাণ, উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও অপসারণ) বিধিমালা প্রণয়ন ও যুগোপযোগী করার সাথে প্রধান স্থপতি ও স্থাপত্য অধিদপ্তর সরাসরি সম্পৃক্ত।

এখানে উল্লেখ্য যে, স্থাপত্য অধিদপ্তরের প্রধান স্থপতি ইমারত নির্মাণ আইন, ১৯৫২ (পরবর্তী সংশোধনসহ) অনুযায়ী গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িত সকল ইমারত প্রকল্পের “এক্স অফিসিও অথরাইজড অফিসার”। বাংলাদেশে ইমারত নির্মাণে প্রযোজ্য সকল আইন ও প্রচলিত বিধিমালা যথাযথ অনুসরণপূর্বক অত্র অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্পসমূহের ভৌত অবকাঠামো পরিকল্পনা ও স্থাপত্য নকশা করা হয়।

স্থাপত্য অধিদপ্তরের কার্যপরিধি :

গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ স্থাপত্য অধিদপ্তর বিভিন্ন সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পে স্থাপত্য বিষয়ক সেবা প্রদানের জন্য বিদ্যমান একমাত্র সরকারি প্রতিষ্ঠান। গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়িত বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও তদ-অধীনস্থ দপ্তরাদির প্রকল্পসমূহের স্থাপত্য ও পরিকল্পনাগত ডিজাইন ও নকশা প্রণয়নের দায়িত্ব স্থাপত্য অধিদপ্তরের উপর ন্যস্ত।

স্থাপত্য অধিদপ্তর সরাসরি জনসাধারণের জন্য কোন সেবা সুবিধা প্রদান করে না। বিভিন্ন প্রত্যাশী সংস্থা যথা : মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, কর্তৃপক্ষ, ব্যুরো এর আওতাধীন প্রকল্পসমূহের মহাপরিকল্পনা, অবকাঠামো পরিকল্পনা, প্রকল্প প্রণয়ন, অফিস-আদালত, হাসপাতাল, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মিলনায়তন, শিল্পকলা কেন্দ্র, স্মৃতি-সৌধ, আবাসন, চিত্তবিনোদন সুবিধা, পার্ক, ঐতিহ্যমণ্ডিত ভবন সংরক্ষণ, সার্কিট হাউজ, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র ইত্যাদি ডিজাইন-এর মাধ্যমে স্থাপত্য সেবা সুবিধা জনগণের নিকট উপস্থাপন করা হয়।

স্থাপত্য অধিদপ্তরের সংক্ষিপ্ত কার্যপরিধি নিম্নরূপ

- ০১। প্রাথমিক স্থাপত্য পরিসেবাদি (basic architectural services) যার মধ্যে রয়েছে প্রকল্পস্থান নির্বাচন (site selection) এবং নির্মাণ প্রকল্পসমূহের পরিকল্পনা ও ডিজাইন এর পূর্বে প্রকল্পস্থানসমূহের প্রারম্ভিক সরেজমিন পরিদর্শন ও আপাতঃ জরিপকাজ।
- ০২। প্রত্যাশী কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুসারে প্রকল্পের বিস্তারিত ভৌত চাহিদা নিরূপন এবং প্রয়োজন ক্ষেত্রে সম্ভাব্য জমি নির্বাচনে সহায়তা প্রদান।
- ০৩। প্রকল্পের মহাপরিকল্পনা, প্রাথমিক স্থাপত্য নকশা, বিশদ স্থাপত্য নকশা, নিঃসর্গ পরিকল্পনা নকশা, প্রকৌশল সহায়ক নকশা, ভবনের নির্মাণ কাঠামোর রূপরেখা এবং নির্মাণ উপকরণের স্পেসিফিকেশন প্রণয়ন।
- ০৪। অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তদারকী এবং সমন্বয় সাধন।
- ০৫। সরকারি দপ্তর ও আবাসনসমূহের জন্য Space standards নির্ধারণ সংক্রান্ত সমীক্ষা ও প্রস্তাবাদি প্রণয়ন এবং বিভিন্ন নির্মাণ প্রকল্পের ভূমি-চাহিদা নিরূপন।
- ০৬। মানব-বসতি ও ভূমি-ব্যবহার পরিকল্পনা সংক্রান্ত নীতিমালা সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শ প্রদান।
- ০৭। বিভিন্ন সরকারি/আধাসরকারি সংস্থাকে তাদের নির্মাণ প্রকল্পাদির ভূমি-চাহিদা নিরূপণসহ সেগুলি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ডিজাইন সহায়তা দান।

স্থাপত্যসেবা কার্যক্রমের সার্কেল ভিত্তিক ন্যস্তকৃত মন্ত্রণালয় ও প্রকল্পের বিভাজন ও দায়িত্ব বন্টন :

সার্কেল	বিভাগ	ন্যস্তকৃত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরের প্রকল্প
১	১	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (বিভাগীয় জেলা, উপজেলা সদর দপ্তর, বিপিএটিসি, বিজি প্রেস এবং মন্ত্রণালয়ভূক্ত অন্যান্য প্রকল্প), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, তেজগাঁও, মতিঝিল, গুলিস্তান, দত্তপাড়া, নওয়াবপুর, আছাবাদ, বায়েজিদ বোস্তামী, পাঁচলাইশ এর সাইট এন্ড সার্ভিস প্রকল্পসমূহ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
	২	আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় (জেলা জজ আদালত, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, রেজিস্ট্রেশন দপ্তরসহ), সুপ্রিম কোর্ট কমপ্লেক্স, পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়, দুর্নীতি দমন কমিশন, জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন, জুডিশিয়াল এডমিনিস্ট্রিটিভ ট্রেনিং সেন্টার।
	৩	অর্থ মন্ত্রণালয় (জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, কর, শুল্ক ও ভ্যাট, অডিট ও হিসাব দপ্তরাদিসহ সংশ্লিষ্ট স্থাপনা), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, অফিসার্স ক্লাব ঢাকা।
২	৪	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, নির্বাচন কমিশন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় (আবহাওয়া, সার্ভে অব বাংলাদেশ, স্পারসো সহ), পাবলিক সার্ভিস কমিশন, বি.আর.টি.এ।
	৫	শেরেবাংলা নগর সার্বিক পরিকল্পনা, জাতীয় সংসদ ভবন, জাতীয় সচিবালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, নৌপরিবহন ও বন্দর বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
	৬	বঙ্গভবন, গণভবন-প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সংশ্লিষ্ট প্রকল্প সমূহঃ দপ্তর ও বাসভবন, এসএসএফ, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, বিনিয়োগ বোর্ড, রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ কর্তৃপক্ষ, মৎস ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, খিলগাঁও/বাসাবো সাইট এন্ড সার্ভিস প্রকল্প, স্থানীয় সরকার, পলী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়।
৩	৭	সরকারি আবাসন (বিভিন্ন দপ্তরের প্রকল্পভূক্ত আবাসন বাদে), জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, এইচবিআরআই, উদ্যান ও নিঃসর্গ পরিকল্পনা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
	৮	ভূমি মন্ত্রণালয় (ডিএলআর প্রভৃতিসহ), কৃষি মন্ত্রণালয়, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।
	৯	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বাধীনতা স্তম্ভ, জাতীয় স্মৃতিসৌধ সাভার, বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়,।
৪	১০	মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজ ও হাসপাতাল, টিচিং হাসপাতাল।
	১১	সাধারণ ও বিশেষায়িত হাসপাতাল, স্বাস্থ্য প্রশাসন দপ্তরাদি।
	১২	স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ বিষয়ক ইনস্টিটিউট, নার্সিং কলেজ/ইনস্টিটিউট, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বহির্ভূত হাসপাতাল, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
	১৩	
৫	১৪	পুলিশ, বিএনসিসি, কোস্ট গার্ড।
	১৫	বেসামরিক প্রতিরক্ষা ও অগ্নি-নির্বাপক দপ্তর, পাসপোর্ট ও ইমিগ্রেশন, র‍্যাভ।
	১৬	কারাগার, মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।
সমন্বয়	সার্ভিস	অন্যান্য সার্কেলের প্রকল্পের এবং দাপ্তরিক সার্বিক সমন্বয়।

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ রাজউক ভবন, ঢাকা।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের বিগত ৫ বছরের অর্থাৎ জানুয়ারি, ২০০৯ থেকে সরকারের গৃহিত কার্যক্রম সম্পর্কে প্রতিবেদন সংগ্রহ ও প্রকাশনার জন্য রাজউকের হালনাগাদ তথ্য :-

প্রশাসন ও অর্থ উইং

এই উইংএর নিয়ন্ত্রণে প্রশাসন, অর্থ, নিরীক্ষা ও আইন শাখার কার্যক্রম পরিচালিত হয়। প্রশাসন শাখাটি রাজউকের সংস্থাপন সংক্রান্ত কার্যবলী সম্পাদন করে থাকে। রাজউকের জনবল নিয়োগ, পদোন্নতি, পদায়ন, প্রশিক্ষণ, জনবল বৃদ্ধি, শাস্তি, বিভিন্ন অফিস / ব্যক্তির সাথে পত্রালাপ, বিধিবিধানের আলোকে কাজ করার নিশ্চয়তা নিশ্চিত করে থাকে। রাজউকের সাধারণ সভায় সাচিবিক সহায়তা প্রদান এই উইং এর দায়িত্ব।

সাংগঠনিক কাঠামো

রাজউক তার সেবা নগরবাসীর দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে সম্প্রতি জনবল ১০৮৭ হতে ১৯৮০ তে উল্লীর্ণ করে ৮টি জোনাল অফিস স্থাপন পূর্বক সাংগঠনিক কাঠামো প্রণীত হয়েছে এবং নতুন ১৯৮০ জনবল সম্বলিত সাংগঠনিক কাঠামোর বিন্যাস অনুযায়ী কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

জোনাল অফিস

সেবা প্রার্থীদের সুবিধার্থে রাজউক-এর ৮টি জোনাল অফিস স্থাপনের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করেছে। ইতোমধ্যে জোনাল পরিচালকসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল নিয়োগ/পদায়ন করা হয়েছে।

জনবল নিয়োগ ও পদোন্নতি

বিভিন্ন পর্যায়ে ৩৭ জনকে নিয়োগ করা হয়েছে, ১৭২ জনকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১৯৮০ জনবল সম্বলিত সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় ৩৫টি ক্যাটাগরীর ৩৩৮ টি শূন্যপদে সরাসরি জনবল নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। রাজউকের চলমান ৩টি আবাসিক প্রকল্পে নিয়োজিত ৩৭২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্য থেকে বিধি মোতাবেক রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের কাজ এগিয়ে চলছে।

বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ

শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণে ১৯ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বিভিন্ন ধরনের শাস্তি প্রদান করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ

গত ৫ বছরে রাজউক এর ৪১৭ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী দেশ ও বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। আরো বৈদেশিক/স্থানীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

আইন শাখা

সরকার অথবা রাজউককে বিবাদী করে মহামান্য সুপ্রিমকোর্ট, জজকোর্ট ও আরবিট্রেশন আদালতে যে সমস্ত মামলা দায়ের হয় সেগুলো চেয়ারম্যান রাজউকের পক্ষে আইন শাখা কর্তৃক তদারকি করা হয়। মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সরকারের অনুমোদন নিয়ে গত ০৪/০৯/১৩ তারিখ হতে ০১ (এক) জন পরিচালক (আইন) পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। উক্ত পদে সরকারের উপ-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা কে পদায়ন করা হয়েছে। তাঁর নির্দেশনা মোতাবেক আইন শাখার সকল কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। মামলা পরিচালনার জন্য এবং আইনগত মতামতের জন্য প্যানেল আইনজীবী, আইন উপদেষ্টা ও আইন পরামর্শক নিয়োজিত আছে। গুরুত্বপূর্ণ মামলা বিশেষ করে সরকারের/রাজউকের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলোর রায় পক্ষে নেওয়ার জন্য প্যানেল বহির্ভূত আইনজীবী হিসেবে মহামান্য সুপ্রিমকোর্টের বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী নিয়োগ দেওয়া হয়। এ ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ মামলার ক্ষেত্রে মাননীয় এটর্নি জেনারেল মহোদয়ও রাজউকের গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলো পরিচালনায় সহযোগিতা করেন। তাঁর সহযোগিতায় অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ মামলায় রাজউকের পক্ষে রায় পাওয়া যাচ্ছে। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মামলার মধ্যে কুড়িল ফ্লাইওভার নির্মাণ সংক্রান্ত মামলা, পূর্বাচল জিন্দাপার্ক মামলা, ঝিলমিলের আরবিট্রেশন মামলা, হাতিরঝিল উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত মামলা, গুলশান বনানী আবাসিক এলাকার বিতর্কিত

মালিকানা সংক্রান্ত মামলা, উত্তরা ওয় পর্বের ব্রিজ নির্মাণ সংক্রান্ত মামলা, মধুমতি মডেল টাউন, বিজিইএমই ভবন গুলশান, বনানী ও বারিধারা লেক উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত মামলাসহ বেশকিছু মামলায় রাজউকের পক্ষে রায় পাওয়া গেছে। অনুমোদিত নকশা বহির্ভূত নির্মাণ সংক্রান্ত প্রায় সকল মামলায় রাজউকের পক্ষে রায় পাওয়া যাচ্ছে। রাজউকের মোট মামলা ও মামলা পরিচালনায় সহায়তাকারী বিজ্ঞ আইনজীবী ও আইন পরামর্শকগণের

সংখ্যা নিম্নরূপ :

মহামান্য সুপ্রিমকোর্টের মামলার সংখ্যা (মহামান্য এপিলেট ডিভিশন ও হাইকোর্ট ডিভিশন)	:	৩০০৪ টি।
দেওয়ানী (জেলা জজের আদালত) মামলার সংখ্যা	:	১০৩৬ টি।
আরবিট্রেশন (জমি অধিগ্রহণের মূল্য সংক্রান্ত) মামলার সংখ্যা	:	৯৮০ টি।
রাজউকে প্যানেলভুক্ত আইনজীবী সংখ্যা	:	১০৩ জন।
আইন উপদেষ্টা	:	০৪ জন (পূর্বে ছিল ২ জন)।
আইন পরামর্শক	:	০১ জন (পূর্বে ছিল না)।
মোবাইল কোর্ট/উচ্ছেদের জন্য বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট কাজের জন্য ০১ জন বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট ছিল। বর্তমান সরকারের সময় ০৮ জন বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।	:	০৮ জন (পূর্বে শুধুমাত্র উচ্ছেদ

ডিজিটাল কার্যক্রমের আওতায় মহামান্য সুপ্রিমকোর্ট, জেলা জজ আদালত ও আরবিট্রেশন কোর্টের মামলাগুলো একটি সফটওয়্যারের মাধ্যমে ডাটা এন্ট্রির কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। উক্ত কার্যক্রমের ফলে জনগণ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে মামলার হালনাগাদ তথ্য অতি সহজে পাবে। এছাড়াও উল্লেখ্য যে, চলমান মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য চেয়ারম্যান রাজউক মহোদয়ের সভাপতিত্বে প্রতি মাসে আইন শাখার কার্যক্রম নিয়ে মতবিনিময় সভা হচ্ছে।

উন্নয়ন উইং

এই উইংটি রাজউকের সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে। এটি রাজউকের একটি উল্লেখযোগ্য উইং। এটির কাজ হচ্ছে ডিপিপি/আরডিপিপি প্রণয়ন এবং প্রকল্প প্রস্তুত করা, টেন্ডার আহ্বান, নির্মাণ কাজ তদারকি করা, আবাসিক, বানিজ্যিক, শিল্প প্লট প্রস্তুত, রাস্তা, উড়াল সেতু, পার্ক, লেক, ইত্যাদি মাস্টার প্লান অনুযায়ী নির্মাণ করা। ইতোমধ্যে সম্পাদিত এবং অচিরেই সম্পাদিত হবে এমন কর্মকান্ডের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্প

রাজধানী ঢাকার নিকটবর্তী অনুন্নত এলাকায় পরিকল্পিত নগরায়নের মাধ্যমে নতুন শহর সৃষ্টিকল্পে এবং ঢাকা শহরের প্রকট আবাসন সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) কর্তৃক ১৯৯৫-৯৬ সালে 'পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্প' বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ঢাকার অদূরে শীতলক্ষ্যা ও বালু নদীর তীর সংলগ্ন মধ্যবর্তী স্থানে নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার ৪,৫০০ একর, গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার ১,৫০০ একর এবং ঢাকা জেলার খিলক্ষেত থানার ১৫০ একর জমি সর্বমোট ৬১৫০ একর জমি নিয়ে পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পটি অবস্থিত।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, কালীগঞ্জ অংশে হুকুম দখলের বিরুদ্ধে কয়েকজন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি রিট মামলা দায়ের করলে হুকুমদখল প্রক্রিয়া স্থবির হয়ে পড়ে এবং উক্ত অংশে প্রকল্প বাস্তবায়ন অনিশ্চিত হয়ে যায়। রাজউক কর্তৃপক্ষের তৎপরতায় সর্বোচ্চ আদালতে মামলাটি খারিজ হয় এবং ২৫/১০/২০০৯ জেলা প্রশাসক, গাজীপুর কর্তৃক রাজউককে উক্ত এলাকায় ভূমির দখল বুঝিয়ে দেয়া হয় এবং ২৯/১২/২০০৯ তারিখে চূড়ান্ত গেজেট নোটিফিকেশন প্রকাশিত হয়। কালীগঞ্জ উপজেলার বড়কাউ এবং পারাবর্তা মৌজার সমগ্র এলাকা রাজউকের নিয়োজিত Consultant এর সহায়তায় ২৩/১১/২০১০ থেকে ২৮/১২/২০১০ ইং তারিখে জরিপ কাজ সম্পন্ন করা হয় এবং লে-আউট প্ল্যান চূড়ান্ত করা হয়। উক্ত জরিপের ভিত্তিতে ভূমি উন্নয়ন কাজের প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয় এবং যথাযথ নিয়মে দরপত্র প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ঠিকাদার নিয়োগের মাধ্যমে ২০১২ সালের ডিসেম্বর মাসে

ভূমি উন্নয়ন কাজ আরম্ভ করা হয়। ইতোমধ্যে প্রকল্পের ২৪,০০০ আবাসিক প্লট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বরাদ্দ করা প্লটের মধ্যে ২০০৯ সালে দ্বিতীয় পর্যায়ে বর্তমান সরকারের আমলে গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার অধিগ্রহণকৃত জমিতে বিভিন্ন আকারের ৬০০০ টি আবাসিক প্লট এবং মূল অধিবাসী ও সাধারণ ক্ষতিগ্রস্থদের মধ্যে প্রায় ১৮০০ টি পুনর্বাসন প্লট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পের রূপগঞ্জ অংশে ভূমি উন্নয়ন, সড়ক ও ড্রেন নির্মাণ, সেতু নির্মাণ, ও প্লট হস্তান্তরের কার্যক্রম চলমান তবে পরিবেশবাদীদের দায়ের করা রিট মামলার প্রেক্ষিতে মহামান্য আদালত স্থগিতাদেশ দেয়ায় কালিগঞ্জ অংশে উন্নয়ন কাজ বর্তমানে বন্ধ আছে।

প্রকল্প বিষয়ক তথ্য:

সংস্থার নাম	ঃ রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	ঃ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ ক) ঢাকার নিকটবর্তী অনুল্লত এলাকা শহর সৃষ্টির মাধ্যমে ঢাকা শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধসহ নাগরিক সুবিধাদির উপর চাপ কমানো। খ) নতুন/নবায়ন এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধির সুবিধা সৃষ্টি করে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। গ) আবাসন সমস্যার তীব্রতা হ্রাস।
প্রকল্পের অবস্থান	ঃ ঢাকা শহরের কেন্দ্র থেকে ১৬ কিঃমিঃ দূরে যাহা নারায়নগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ ও গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জ থানার অন্তর্গত। এলাকাটির পশ্চিমে এবং পূর্বে যথাক্রমে বালু ও শীতলক্ষ্যা নদী বিদ্যমান।
প্রকল্পের আয়তন	ঃ ৬,১৫০ একর।
প্রাক্কলিত ব্যয়	ঃ সংশোধিত টাঃ ৭৭৮-২১৪.৫৭ লক্ষ
আর.ডি.পি.পি. অনুমোদনের তারিখ	ঃ ১৪/০৯/২০১০
প্রকল্পের অর্থায়ন	ঃ রাজউকের নিজস্ব তহবিল।
বাস্তবায়নকাল	ঃ ১৯৯৫-২০১০ পর্যন্ত। সংশোধিত ১৯৯৫-২০১৫ পর্যন্ত।
প্লট বিন্যাস	ঃ ক) আবাসিক প্লট : ২৫,০১৬ টি <ul style="list-style-type: none"> • ০৩ কাঠা প্লট-১০,০১২ টি • ০৫ কাঠা প্লট-১০,৩৬১ টি • ৭.৫ কাঠা প্লট-২,৬১৮ টি • ১০ কাঠা প্লট-২,০২৫ টি খ) প্রশাসনিক প্লট : ৪৭৩ টি গ) বাণিজ্যিক প্লট : ১,০৩৩ টি ঘ) প্রাতিষ্ঠানিক প্লট : ৪২৩ টি। ঙ) ডিপ্লোম্যাটিক প্লট : ৬৩ টি।

ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা :

প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার	সংরক্ষিত জমির পরিমাণ (%)	আন্তর্জাতিক মান (%)
প্রশাসনিক, বাণিজ্যিক, শিল্প, কূটনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক প্লট	৭.১১	৫-১০
আবাসিক	৩৮.৬০	৩৫-৪০
সড়ক ও ফুটপাথ	২৬.১৫	২৫
বনাঞ্চল, ইকো পার্ক ও সবুজ বেস্টনি	৬.৪২	৫-৬
ক্রীড়া সুবিধাদি ও ভৌত অবকাঠামো	৪.৭৮	২-৩
লেক ও খাল	৭.৬০	৫-৬
স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সামাজিক অবকাঠামো, ইউটিলিটি ও অন্যান্য	৯.৩৬	৫-১০

প্রকল্পে সম্পাদিত উন্নয়ন কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ক্রঃ নং	দফা	পরিমাণ	বর্তমান সরকারের আমলে অগ্রগতি
১)	ভূমি উন্নয়ন		
	মাটি ভরাট কাজ	ঃ ৩৭৪.২৯ লক্ষ ঘন মি.	রূপগঞ্জ অংশে ১৫০০ একর ভূমি উন্নয়ন কাজ পূর্বেই সমাপ্ত। রূপগঞ্জ অংশে অবশিষ্ট ৩০০০ একর উঁচু-নিচু ভূমি উন্নয়ন কাজ চলমান এবং অগ্রগতি ৭৫%। কালিগঞ্জ অংশে ভূমি উন্নয়ন কাজে ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়েছে। কাজ চলমান এবং অগ্রগতি ৪০%। স্বার্থাশেষী মহলের চক্রান্তে বিভ্রান্ত হয়ে পরিবেশবাদীরা উক্ত এলাকায় উন্নয়ন কাজ বন্ধ করার জন্য হাই-কোর্টে রিট মামলা দায়ের করে এবং উন্নয়ন কাজের স্থগিতাদেশ জারি হওয়ায় কালিগঞ্জ অংশে উন্নয়ন কাজ বন্ধ রয়েছে।
	মাটি কাটার কাজ	ঃ ৬০.৯১ লক্ষ ঘন মি.	
	মাটি পরিবহণ কাজ	ঃ ১৩.৫০ লক্ষ ঘন মি.	
২)	অভ্যন্তরীণ সড়ক নির্মাণ	ঃ ৩১৯.২৮ কি.মি.	ইতোমধ্যে প্রায় ১০০ কি.মি. সড়ক নির্মিত হয়েছে। আরও প্রায় ১০০ কি.মি. সড়ক নির্মাণাধীন আছে।
৩)	অভ্যন্তরীণ সেতু নির্মাণ কাজ	ঃ ৫৮টি (রূপগঞ্জ অংশে ৪০টি, কালিগঞ্জ অংশে ১৮টি)	রূপগঞ্জ অংশে ৪০টি অভ্যন্তরীণ সেতুর মধ্যে ০৪টির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত। ১৮টি সেতুর নির্মাণ কাজ বর্তমানে চলমান। আরও ০৯টি সেতু নির্মাণ কাজ ঠিকাদারের মৃত্যু জনিত কারণে বন্ধ হয়ে যায়। চুক্তি বাতিলের পর নতুন টেন্ডারের মাধ্যমে অবশিষ্ট কাজ সমাপ্ত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
৪)	পূর্বাচল সংযোগ সড়ক নির্মাণ	ঃ ১৩.৩৩ কি.মি.	২০০৯-২০১১ সালের মধ্যবর্তী সময়ে উক্ত সড়কের ১৩.৩৩ কিঃ মিঃ Embankment নির্মিত হয়। পরবর্তীতে উক্ত সড়কে বালু নদীর উপর বিজসহ আরও ৫টি ব্রীজ ও ৬টি আন্ডারপাস এবং ১টি স্লুইসগেট নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। সড়কের Pavement নির্মাণ কাজ চলমান।
৫)	বালু ব্রীজ	ঃ	পূর্বাচল সংযোগ সড়কে বালু নদীর উপর 'বালু ব্রীজ' নির্মাণ শেষে বিগত ০৪/০৮/২০১৩ ইং তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনের পর যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। ব্রিজের নির্মাণ ব্যয় ৩২ কোটি টাকা। ব্রীজটির দৈর্ঘ্য ১০৮ কি.মি. এবং প্রস্থ ১৭.৭০ মি.। নির্মাণ ব্যয় ৩২ কোটি টাকা।
৬)	নদী তীর সংরক্ষণ কাজ	ঃ ৫.২০ কি.মি.	প্রকল্পের রূপগঞ্জ অংশে ৫.০০ কি.মি. নদী তীর সংরক্ষণ কাজ সমাপ্ত।
৭)	বিদ্যুতায়ন	ঃ	ঢাকা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কোং লিঃ (ডেসকো) এর মাধ্যমে ০১, ০৩, ০৪, ০৫, ১১, ১৩, ১৪ ও ১৭ নং সেক্টরে বিদ্যুতের খুঁটি স্থাপন সম্পন্ন। ০৪ নং সেক্টরে সাবস্টেশন নির্মাণকাজ আরম্ভ হয়েছে।

১৪.০ প্রকল্পের প্লট হস্তান্তর : ২০১০ সাল হতে প্রকল্পের ১, ৩, ৪, ৫, ১১, ১৩, ১৪ ও ১৭ নং সেক্টরে আবাসিক প্লট হস্তান্তরের কাজ চলমান আছে। হস্তান্তরিত প্লট সংখ্যা ৬০০০। অবিলম্বে ৭, ৮, ৯, ১৮, ২০, ২২, ২৩ এবং ২৯ নং সেক্টরের প্লট হস্তান্তরের কাজ আরম্ভ করা হবে।

৫)	কুড়িল ফ্লাই ওভার নির্মাণ	ঃ ৩.১ কি.মি.	মূল নির্মাণ কাজ সম্পন্ন। ০৪-০৮-২০১৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনের পর যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে।
----	---------------------------	--------------	--

নগর পরিকল্পনা উইং

প্রকল্পের নাম : পুরান ঢাকা এলাকায় Urban Renewal-এর মাধ্যমে শহর উন্নয়ন প্রকল্প।

রাজধানীর প্রাচীনতম মূল অংশই মূলত পুরান ঢাকা হিসেবে পরিচিত। চারশ বছর পূর্বে সুবা বাংলায় মোগল রাজধানী হিসেবে প্রতিষ্ঠার সাথে সাথেই ঢাকার নগরকেন্দ্রিক উত্থানের সূচনা হয়। ফলে পুরান ঢাকার রয়েছে প্রাচীন গৌরবময় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও স্থাপত্য। কিন্তু বর্তমানে রাজধানী সম্প্রসারণের ফলে জরাজীর্ণ ও কিছূক্ষণে ব্যুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে রাজধানীর প্রাচীন এ অংশ। সমন্বিত নগর পরিকল্পনার মাধ্যমে একই সাথে ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নত পরিবেশ সৃষ্টি, পর্যটন সুবিধা সম্প্রসারণ ও পুরান ঢাকাবাসীর জন্য উন্নত নাগরিক সুবিধা সম্পন্ন শহর সৃষ্টির লক্ষ্যেই এ প্রকল্প গ্রহণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রকল্প এলাকা

প্রাথমিক পর্যায়ে বুড়িগঙ্গা দ্বিতীয় সেতু হতে ইংলিশ রোড বরাবর ধোলাইখাল পর্যন্ত বুড়িগঙ্গা নদীর উত্তর পার্শ্ব সূত্রাপুর এবং নয়াবাজার আংশিক এলাকায় প্রকল্পের প্রাথমিক সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

ক) পুরান ঢাকা এলাকায় নাগরিক সুবিধাদি সম্প্রসারণ।

খ) পুরান ঢাকার প্রাচীন ঐতিহ্য ও পুরাকীর্তি সংরক্ষণ।

গ) পর্যটন সুবিধা সম্প্রসারণ।

ঘ) পরিকল্পিত নগরায়নের মাধ্যমে উন্নত পরিবেশ সৃষ্টি।

প্রকল্প এলাকা রাজউকের Detailed Area Plan (DAP) পরিকল্পনায় মূলত মিশ্র ভূমি ব্যবহার Mixed Use Zone (Residential-Commercial) হিসাবে চিহ্নিত রয়েছে। প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে রাজউকের নগর পরিকল্পনা শাখা কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

উত্তরা আবাসিক এলাকার Revised Landuse Plan প্রণয়নের প্রকল্প

১।	প্রকল্পের নাম	:	উত্তরা আবাসিক এলাকার জন্য Revised Land use Plan প্রণয়ন।
২।	(ক) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	:	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
	(খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
৩।	বাস্তবায়ন কাল	:	জুলাই ২০১৪ হতে ডিসেম্বর ২০১৪
৪।	প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১৯০.৪১ লক্ষ টাকা।
৫।	আঙ্গিক বিবরণ	:	রাজউকের আওতাধীন পরিকল্পিত আবাসিক এলাকা উত্তরা আবাসিক এলাকার প্লট গুলোকে আবাসিক, বাণিজ্যিক ও প্রাতিষ্ঠানিক এই তিন শ্রেণিতে পরবর্তী ২০ বছরের জন্য পুনরায় শ্রেণি বিন্যাস পূর্বক Revised Land use Plan প্রণয়ন এবং উত্তরা, তেজগাঁও শিল্প এলাকা ও শ্যামপুর কদমতলী এলাকার ডিটেইলড সার্ভে ম্যাপ প্রস্তুতকরণ।
৬।	প্রকল্প এলাকা	:	উত্তরা আবাসিক এলাকা, বনানী আবাসিক এলাকা এবং বারিধারা আবাসিক এলাকা।
৭।	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	<ul style="list-style-type: none">রাজউকের মাস্টার প্ল্যানের আলোকে গুলশান, বনানী ও বারিধারা প্লটগুলোকে আবাসিক, বাণিজ্যিক ও প্রাতিষ্ঠানিক এই তিন শ্রেণিতে পুনরায় শ্রেণী বিন্যাস করা।উত্তরা এলাকার বর্তমান Development Trend সমূহের ভিত্তিতে বিদ্যমান Revised Land use Planটি যথাযথ বিশ্লেষণ পূর্বক ডিএমডিপি ও ডিটেইলড এরিয়া প্ল্যান এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে আগামী ২০ বছরের জন্য একটি Revised Land use Plan প্রণয়ন।উত্তরা এলাকার জন্য ডিটেইলড সার্ভে ম্যাপ প্রস্তুতকরণ।রাজউকের রাজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য একটি সুসময়োচিত পরিকল্পনা প্রণয়ন।
৮।	প্রকল্পের পটভূমি	:	স্বাধীনতা উত্তর পূর্বকালে ঢাকা শহরের উচ্চ বিত্ত ও মধ্যম শ্রেণির আয়ের মানুষের আবাসন সমস্যা নিরসনকল্পে তৎকালীন ডিআইটি কর্তৃক উত্তরা আবাসিক এলাকার লেগুআউট প্ল্যান প্রণয়ন পূর্বক বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষের মাঝে বরাদ্দ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের মধ্যে দিয়ে ঢাকা শহর এ দেশের রাজধানী হিসেবে আবির্ভূত হয় এবং এ শহরে বাণিজ্যিক এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে এরই চাহিদা মোতাবেক উত্তরা আবাসিক এলাকার অংশবিশেষ এলাকা বাণিজ্যিক, প্রশাসনিক কার্যক্রম বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং উক্ত এলাকার আবাসিক ভবন/প্লট সমূহের মধ্যে বাণিজ্যিক ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। যার ফলশ্রুতিতে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অনুশাসন এর প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষের সাধারণ সভার সিদ্ধান্তের আলোকে উত্তরা আবাসিক এলাকার দুই পার্শ্বের প্লট সমূহকে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ফিস জমাদান সাপেক্ষে অ-আবাসিক/বাণিজ্যিক ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত এলাকা সমূহ অণুআবাসিক/বাণিজ্যিক ব্যবহারের ফলে আবাসিক পরিবেশ, ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা এবং নাগরিক সুবিধাদির উপর Impact পড়েছে। এমতাবস্থায় বাস্তবতার নিরিখে বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে পরিবেশগত ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির বিষয়াদি বিবেচনায় নিয়ে অতীতে প্রণীত উত্তরা আবাসিক এলাকার জন্য পরবর্তী ২০ (বিশ) বছরের জন্য একটি Revised Landuse Plan

গুলশান-বনানী-বারিধারা এলাকার Revised Landuse Plan প্রণয়নের প্রকল্প

- ১। প্রকল্পের নাম : গুলশান বনানী বারিধারা এলাকার জন্য Revised Land use Plan প্রণয়ন।
- ২। (ক) উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
(খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা : রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
- ৩। বাস্তবায়ন কাল : জুলাই ২০১৪ হতে ডিসেম্বর ২০১৪
- ৪। প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৯০.৪১ লক্ষ টাকা।
- ৫। আঙ্গিক বিবরণ : রাজউকের আওতাধীন পরিকল্পিত আবাসিক এলাকা গুলশান বনানী, বারিধারা এলাকার প্লট গুলোকে আবাসিক, বাণিজ্যিক ও প্রতিষ্ঠানিক এই তিন শ্রেণিতে পরবর্তী ২০ বছরের জন্য পুনরায় শ্রেণি বিন্যাস পূর্বক Revised Land use Plan প্রণয়ন এবং উত্তরা, তেজগাঁও শিল্প এলাকা ও শ্যামপুর কদমতলী এলাকার ডিটেইলড সার্ভে ম্যাপ প্রস্তুতকরণ।
- ৬। প্রকল্প এলাকা : গুলশান আবাসিক এলাকা, বনানী আবাসিক এলাকা এবং বারিধারা আবাসিক এলাকা।
- ৭। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :
 - রাজউকের মাস্টার প্ল্যানের আলোকে গুলশান, বনানী ও বারিধারা প্লটগুলোকে আবাসিক, বাণিজ্যিক ও প্রতিষ্ঠানিক এই তিন শ্রেণিতে পুনরায় শ্রেণি বিন্যাস করা।
 - গুলশান বনানী, বারিধারা এলাকার বর্তমান Development Trend সমূহের ভিত্তিতে বিদ্যমান Revised Land use Planটি যথাযথ বিশ্লেষণ পূর্বক ডিএমডিপি ও ডিটেনলড এরিয়া প্ল্যান এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে আগামী ২০ বছরের জন্য একটি Revised Land use Plan প্রণয়ন।
 - উত্তরা, তেজগাঁও শিল্প এলাকা ও শ্যামপুর কদমতলী এলাকার জন্য ডিটেনলড সার্ভে ম্যাপ প্রস্তুতকরণ।
 - রাজউকের রাজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য একটি সু-সময়োচিত পরিকল্পনা প্রণয়ন।
- ৮। প্রকল্পের পটভূমি : স্বাধীনতা উত্তর পূর্বকালে ঢাকা শহরের উচ্চ বিত্ত ও মধ্যম শ্রেণির আয়ের মানুষের আবাসন সমস্যা নিরসনকল্পে তৎকালীন ডিআইটি কর্তৃক গুলশান, বনানী, বারিধারা আবাসিক এলাকার লে-আউট প্ল্যান প্রণয়ন পূর্বক বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের মাঝে বরাদ্দ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের মধ্যে দিয়ে ঢাকা শহর এ দেশের রাজধানী হিসেবে আবির্ভূত হয় এবং এ শহরে বাণিজ্যিক এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে এরই চাহিদা মোতাবেক গুলশান, বনানী ও বারিধারা আবাসিক এলাকার অংশবিশেষ এলাকা বাণিজ্যিক, প্রশাসনিক কার্যক্রম বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং উক্ত এলাকার আবাসিক ভবন/প্লট সমূহের মধ্যে বাণিজ্যিক ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। যার ফলশ্রুতিতে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অনুশাসন এর প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষের সাধারণ সভার সিদ্ধান্তের আলোকে বনানী এলাকায় কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ, বনানী ১১ নং সড়ক ও গুলশান এভিনিউ এলাকার দুই পার্শ্বের প্লট সমূহকে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ফিস জমাদান সাপেক্ষে অ-আবাসিক/বাণিজ্যিক ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত এলাকা সমূহ অ-আবাসিক/বাণিজ্যিক ব্যবহারের ফলে আবাসিক পরিবেশ, ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা এবং নাগরিক সুবিধাদির উপর Impact পড়েছে। এমতাবস্থায় বাস্তবতার নিরিখে বর্তমান আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে পরিবেশগত ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির বিষয়াদি বিবেচনায় নিয়ে অতীতে প্রণীত গুলশান, বনানী, বারিধারা এলাকার জন্য পরবর্তী ২০ (বিশ) বছরের জন্য একটি Revised Landuse Plan প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।
- ৯। সংক্ষিপ্ত বিবরণ :
 - ক) রাজউকের মাস্টার প্ল্যানের আলোকে গুলশান, বনানী, উত্তরা, বারিধারা ও নিকুঞ্জের প্লটগুলোকে আবাসিক, বাণিজ্যিক ও প্রতিষ্ঠানিক এই তিন শ্রেণিতে পুনরায় শ্রেণিবিন্যাস করা;
 - খ) গুলশান, বনানী, উত্তরা, বারিধারা ও নিকুঞ্জ এলাকায় রাজউক কর্তৃক ঘোষিত অ-আবাসিক/বাণিজ্যিক সড়কগুলোতে যারা এখনও তাদের প্লটের শ্রেণি পরিবর্তন না

উন্নয়নের সাম্প্রতিক প্রোফাইল

ডিটেইলড এরিয়া প্ল্যান (ড্যাপ) এর প্ল্যান ও ম্যাপসহ তথ্যাদি রাজউকের ওয়েবসাইটে আপলোড করা।

পরিকল্পিত, পরিবেশ বান্ধব ও বাসযোগ্য ঢাকা মহানগরী গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার রাজউকের ঢাকা মহানগরীর ডিটেইলড এরিয়া প্ল্যান (ড্যাপ) প্রণয়ন করে বিগত ২২ জুন ২০১০ গেজেট আকারে প্রকাশ করে তা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করে। ১৯৯৫ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ২০ (বিশ) বছর মেয়াদের জন্য প্রণয়নকৃত ডিটেইলড এরিয়া প্ল্যান (ডিএমডিপি) মর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ ও ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অন্যতম মাইলফলক। রাজউক কর্তৃক প্রণীত ডিটেইলড এরিয়া প্ল্যানের (১৯৯৫ও২০১৫) সকল তথ্যাদি রাজউকের ওয়েব সাইট rajukdhaka.gov.bd পাওয়া যাচ্ছে। রাজউকের ওয়েব সাইটের Service নামীয় Sub theme এর আওতায় DAP: GIS Based online planning Map এ প্রতিটি প্লটের ভূমি ব্যবহার দেয়া আছে। যেকোনো তার নিজস্ব দাগ/প্লটের তথ্য জানতে এবং প্রিন্ট করতে পারবে।

ইষ্টার্ণ বারিধারা মডেল টাউন প্রকল্প

প্রকল্পের প্রেক্ষাপট

বিশ্বের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ শহর হিসেবে ঢাকা শহরে নানাবিধ সমস্যার পাশাপাশি আবাসন সংকট তীব্রতম আকার ধারণ করেছে, যা নিম্ন ও মধ্যবিত্তের ক্ষেত্রে প্রকটতম। দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে কর্মসংস্থানসহ অন্যান্য সুবিধাদির আকর্ষণে উচ্চ অভিবাসন হার ঢাকার নাগরিক জীবনযাত্রার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। ফলে নগরায়নের উচ্চ হারের কারণে আবাসন সংকট নিরসনে নতুন উপশহর গড়ে তোলা জরুরি হয়ে পড়েছে। উপ-শহর হচ্ছে আবাসন, কর্মসংস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ স্বয়ংসম্পূর্ণ অত্যাধুনিক নাগরিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত শহর। প্রস্তাবিত Eastern Baridhara এলাকায় উপ-শহর প্রকল্প কমবেশি ২৭৪০.৬৪ একর জমিতে অবস্থিত। প্রকল্পের বর্তমান ভূমি ব্যবহার মূলত কৃষিজমি, নিচু এলাকা ও গ্রামীণ বসতি। বালু নদী সংলগ্ন প্রকল্প এলাকায় কয়েকটি প্রাকৃতিক খালও বিদ্যমান। প্রকল্পের উত্তর ও পূর্ব অংশ উচু, মধ্যবর্তী অংশ মাঝারি উচু এবং পশ্চিমাংশ তুলনামূলকভাবে নিচু। ডিটেইলড এরিয়া প্লানে প্রকল্প এলাকা মূলত শহরে আবাসিক এলাকা ও জলাধার হিসেবে প্রদর্শিত। ফলে উপ-শহর প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে উক্ত জলাধার সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সকল দিক বিবেচনা করে প্রকল্পটির বিস্তারিত সমীক্ষা জরুরি।

প্রকল্প অবস্থান

প্রস্তাবিত Eastern Baridhara উপশহর প্রকল্প এলাকা ভাটারা (আংশিক), বড় কাঠালদিয়া (আংশিক), সাতারকুল (আংশিক), সুতিভোলা, বড় বেড়াইদ (আংশিক), (আংশিক), ছোট বেড়াইদ (পূর্ণ), পশ্চিম হারাদিয়া (আংশিক), নিগুড় আপাইদ (আংশিক), পূর্ব হারাদিয়া (আংশিক), ডুমনী ও গজারিয়া মৌজা সমূহের অন্তর্ভুক্ত। প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকার জমির পরিমাণ কমবেশি ২৭৪০.৬৪ একর।

যোগাযোগ ব্যবস্থা

প্রকল্প এলাকার পশ্চিম যোগাযোগ ব্যবস্থা

প্রকল্প এলাকার পশ্চিমে প্রগতি সরণি অবস্থিত যা ১০০ ফুট প্রশস্ত মাদানী এভিনিউ এর মাধ্যমে সংযোগকৃত STP (Strategic Transport Plan) ও ড্যাপ প্রস্তাবিত ২০০ ফুট পূর্বাঞ্চলীয় বাইপাস (Eastern Bypass) প্রস্তাবিত প্রকল্প এ এলাকার মধ্য দিয়ে এবং পূর্বাঞ্চলীয় বেড়ীবাধ (Eastern Embankment) পূর্ব পাশে মূল ঢাকার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবে।

ডিটেইলড এরিয়া প্ল্যান প্রস্তাবনা

ড্যাপ প্রস্তাবনায় প্রকল্প এলাকার অধিকাংশ এলাকা আবাসিক এলাকা (Urban Residential Zone) হিসেবে প্রদর্শন করা হয়েছে। এছাড়া অবশিষ্ট এলাকাসমূহ জলাধার (Water Retention Area) উন্মুক্ত স্থান (Open Space) ও জলাশয় (Water bod) হিসেবে প্রস্তাব করা হয়েছে।

রাজউক প্রকল্প এলাকায় বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিফোন লাইন স্থাপনে সংশ্লিষ্ট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় সেবা প্রদান নিশ্চিত করবে। এছাড়া প্রকল্প এলাকায় নিজস্ব পানি সরবরাহ ও স্যুরারেজ লাইনসহ স্বয়ংসম্পূর্ণ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা থাকবে।

ডিটেইলড এরিয়া প্লানে প্রকল্প এলাকার আওতাভুক্ত জমির ভূমি ব্যবহার প্রস্তাবনা :

ভূমি ব্যবহার	এলাকার পরিমাণ (একর)
আবাসিক এলাকা (শহর)	১৬১৯.৪৩৬
মিশ্র ভূমি ব্যবহার (আবাসিকগুণবাণিজ্যিক)	১.০৯৬
উন্মুক্ত স্থান	৭২.০০৩
বর্তমান রাস্তা	৭.৯০৪
প্রস্তাবিত রাস্তা	২৬৪.৭৫৫
উন্যা প্রবাহ এলাকা	০.০৫৫
জলাশয়	৯.২৫৭
জলাধার	৭৬৬.১৩৪
মোট এলাকা	২৭৪০.৬৪

কুড়িল ফ্লাইওভারের প্রকল্প

কুড়িল ইন্টারসেকশনে নিরবিচ্ছিন্নভাবে যানবাহন চলাচলের জন্য গত ২ রা মে, ২০১০ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা আলোচ্য প্রকল্পটির শুভ সূচনা করেন। প্রারম্ভিক পর্যায়ে জমি অধিগ্রহণ, উচ্ছেদ ও মামলা সংক্রান্ত জটিলতার কারণে পুরোদমে কাজ শুরু করা সম্ভব হয়নি। উপর্যুক্ত সমস্যা সমূহ সমাধান করে ২০১০ সালের ডিসেম্বর থেকে পুরোদমে কুড়িল ফ্লাইওভার নির্মাণ কাজ শুরু হয়। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের রাতদিন নিরলস পরিশ্রম ও চেয়ারম্যান রাজউক মহোদয়ের রাজউকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদেরকে নিয়ে প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে একবার প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের কারণে আলোচ্য প্রকল্পের প্রায় ৯০% অগ্রগতি সম্পন্ন হয়েছে। আলোচ্য ফ্লাইওভারটি গত ৪ আগস্ট, ২০১৩ তারিখ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে ফলে এয়ারপোর্ট রোড ও প্রগতি সরণীর সংযোগস্থলে কুড়িল ইন্টারসেকশনে যানজট নিরসন হয়েছে। বর্তমানে আভ্যন্তরীণ সড়ক, দৃষ্টিনন্দন লেক ও ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণ কাজ চলমান আছে। আশা করা যাচ্ছে খুব দ্রুত অবশিষ্ট নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হবে।

প্রকল্পের নাম

Computerization and Management Information System (MIS) in RAJUK

প্রকল্পের ইতিহাস

রাজউক-এর বিভিন্ন বিভাগের কার্যক্রমকে কম্পিউটারাইজেশন করার লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি গত ২৩-১০-২০০৮ তারিখে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০০৭ থেকে জুন ২০১৫ পর্যন্ত এবং প্রাক্কলিত মূল্য টাকা ১৪৭৬.৬৯ লক্ষ। প্রকল্প অনুমোদন প্রাপ্তির পর জুন/২০০৯ পর্যন্ত ১০৮.১৯ লক্ষ, জুন/২০১০ পর্যন্ত ২০৯.৮১ লক্ষ, জুন/২০১১ পর্যন্ত ৩৮৯.৫৪ লক্ষ এবং জুন/২০১২ পর্যন্ত ৫০৪.৩৮ লক্ষ, জুন/২০১৩ পর্যন্ত ৬২৪.১৩ লক্ষ এবং ফেব্রুয়ারি/১৪ পর্যন্ত মোট ৬৪৭.৮০ লক্ষ টাকার কার্যক্রম সম্পন্ন হয়।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- To prevent files/documents missing.
- To increase the transparency in different stages of process.
- To ensure network connectivity among different local offices of RAJUK.
- To preserve digital storage of different kinds of maps, lay-out plan and files.
- To ensure availability of organization's various information at a glance.
- Implement e-governance activity in RAJUK

প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি

আর্থিক :	৪৪%
বাস্তব :	৭০%

প্রকল্পের আওতায় অঙ্গভিত্তিক কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ

হিউম্যান রিসোর্স, ফার্নিচার, ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্ক, সিভিল ওয়ার্ক, কনসালটেন্সি সার্ভিসেস এন্ড কাস্টমাইজড সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, অপারেটিং সিস্টেম, ডাটাবেইজ ও এন্টি ভাইরাস সফটওয়্যার ক্রয়করণ, প্রশিক্ষণ, নেটওয়ার্ক ইকুইপমেন্টস ইন্সটলেশন, কম্পিউটার হার্ডওয়্যার এন্ড মেশিনারীজ, ডাটা সেন্টার রক্ষণাবেক্ষণ, যানবাহন, অন্যান্য।

এমআইএস কর্তৃক গৃহিত ও চলমান কার্যক্রম

রাজউকের এমআইএস প্রকল্পের উদ্যোগে গুলশান, বনানী, বারিধারা আবাসিক এলাকার ৩৯৫৮টি নথির প্রায় ৮ লক্ষ পৃষ্ঠা ও ৭০০০ ম্যাপ ডিজিটাল আর্কাইভিং সমাপ্ত হয়েছে। উত্তরা, নিকুঞ্জ ও পূর্বাচল প্রভৃতি এলাকার প্লট/ফ্ল্যাটের নথিসমূহের আরো ২৭ লক্ষ পৃষ্ঠার ডিজিটাল আর্কাইভিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে। নগর পরিকল্পনা শাখা এবং নকশা অনুমোদন শাখার নথিসমূহের ডিজিটাল আর্কাইভিং ও ডাটা এন্ট্রি কাজের আওতায় ম্যাপসহ প্রায় ২০ লক্ষ পৃষ্ঠার আর্কাইভিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

রাজউকের লোকাল অফিসসমূহ একই নেটওয়ার্কে আওতায় আনয়নের জন্য LAN Connectivity চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদানসহ দৈনন্দিন কার্যক্রমসমূহ অনেক বেশি গতিশীল ও স্বচ্ছ হবে।

রাজউকের বিভিন্ন প্রকল্পের প্লট/ফ্ল্যাট সমূহের তথ্যাদি Plot based land record system-এ অন্তর্ভুক্ত করার চলমান কাজটি বৃদ্ধি পাওয়ায় অতিরিক্ত কাজসহ কাজটি জুন/১৩ তে সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে রক্ষণাবেক্ষণ কাজ চলমান রয়েছে। এর ফলে প্লটের বরাদ্দ গ্রহিতাগণ ওয়েব সাইটের মাধ্যমে প্লটের তথ্যাদি ঘরে বসে জানতে পারছেন। ইতিমধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে প্লট/ফ্ল্যাটের তথ্যাদি রাজউকের ওয়েব সাইটে প্রকাশিত হয়েছে।

২০০৯-২০১০ সালে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় লটারীর মাধ্যমে পূর্বাচল ও উত্তরা ৩য় পর্ব প্রকল্প এবং ২০১২ সালে ঝিলমিল আবাসিক প্রকল্প এলাকার বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে আবেদনকারীদের মধ্যে প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়। উত্তরা এপার্টমেন্ট প্রকল্পের 'এ' ক্যাটাগরির ফ্ল্যাটের আবেদনপত্র এমআইএস শাখার মাধ্যমে ডাটা এন্ট্রি হওয়ার পর বরাদ্দ প্রাপকদের নামের তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। এমআইএস শাখার তত্ত্বাবধানে রাজউকের নতুন জনবল নিয়োগের আবেদনপত্র সমূহের ডাটা এন্ট্রি ও উপযুক্ত প্রার্থীদের বরাবরে লিখিত পরীক্ষার প্রবেশপত্র ইস্যু করা হয়েছে।

বিভিন্ন প্রকল্পের বরাদ্দ গ্রহিতাদের প্লট/ফ্ল্যাট নম্বর প্রদানের লটারি বর্তমানে এমআইএস এর নিজস্ব জনবল দ্বারা সফটওয়্যারের মাধ্যমে সম্পাদন করা সম্ভব হচ্ছে, ফলে প্রচুর অর্থ সাশ্রয়ের পাশাপাশি স্বচ্ছতা আনয়ন সম্ভব হয়েছে।

বিষয় শাখার নথি সমূহ ডিজিটলাইজেশন চলমান এবং এর ফলে একাধিক প্লট এর বরাদ্দ গ্রহিতাদের সনাক্তকরণ এবং আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

রাজউকের ডাটা সেন্টার স্থাপনের জন্য নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানকে ৬/২/১৪ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান ডাটা সেন্টার স্থাপনের কাজ শুরু করেছে। কার্যাদেশের শর্তানুযায়ী ০২ মাসের মধ্যে কাজটি সম্পাদিত হবে। রাজউকের ওয়েব সাইট www.rajukdhaka.gov.bd-এর ২০১০ সালের নভেম্বর মাস থেকে অনুমোদিত নকশার তথ্যাদি যেমন নথি নম্বর, অনুমোদনের তারিখ, মালিক/আবেদনকারীর নাম, মৌজা, হোল্ডিং নম্বর, জমির পরিমাণ, রাস্তার প্রশস্ততা, কত তলার অনুমোদন দেয়া হয়েছে, বেজমেন্ট আছে কি-না, সেট ব্যাক ইত্যাদি বিস্তারিত তথ্য জানা যাচ্ছে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে নিম্নোক্ত সুবিধাসমূহ পাওয়া যাবে

- রাজউকের দৈনন্দিন কার্যক্রমসমূহ পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি গতিশীল, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক হবে।
- পুরনো নথির তথ্যাদি ডাটাবেজে সংরক্ষণ করা যাবে।
- রাজউকের বিভিন্ন প্রকল্পের লে-আউট প্লান, ম্যাপ, অনুমোদিত নকশাসমূহ ইত্যাদি সংরক্ষণ করা যাবে।
- ই-গভর্নেন্স কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ওয়েব সাইটের মাধ্যমে গ্রাহকদের সেবা কার্যক্রম যেমন- নথির বর্তমান অবস্থা, কোন দপ্তরে প্রক্রিয়াধীন ইত্যাদি তথ্যসমূহ খুব সহজে প্রদান করা যাবে।
- রাজউকের লোকাল অফিসসমূহ একই নেটওয়ার্কের আওতায় আনয়নের মাধ্যমে দৈনন্দিন কার্যক্রমসমূহ অনেক বেশী গতিশীল ও স্বচ্ছ হবে।

পরিচালক (উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ) উইং কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি

বর্তমান সরকার কর্তৃক বিগত ০৫ (পাঁচ) বছরে রাজউকের ইমারত নির্মাণের ক্ষেত্রে নতুন বিধি বিধান সংযোজন করে পরিবেশ বান্ধব ইমারত নির্মাণের জন্য নকশা অনুমোদন প্রক্রিয়াকে নতুন আইনের আলোকে পুনর্গঠন করা হয়েছে। ইমারতের নকশা প্রণয়নের ক্ষেত্রে Floor Area Ratio (FAR) এর প্রয়োগের ফলে প্রতিটি বাড়ির বহিসীমানার অভ্যন্তরে Green Space তৈরি হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে যার ফলে ঢাকা মহানগরীর দীর্ঘদিনের সমস্যা Ground Water Recharge বন্ধ হয়ে পানির স্তর নেমে যাওয়ার সমস্যা সমাধানে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। FAR নীতিমালা বাস্তবায়নের ফলে প্রতিটি প্লটের সামনের রাস্তার জন্য জমি ছেড়ে দেয়ার জন্য ওহপবহঃরাব প্রবর্তনের ফলে ঢাকার জীর্ণ সড়ক রাস্তা ও গলিসমূহ প্রশস্ত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। FAR এর সুবিধা গ্রহণের জন্য ছোট প্লটসমূহ একত্রিত হয়ে বড় প্লট তৈরি হচ্ছে এবং পরিকল্পিতভাবে Highrise ভবন তৈরির মাধ্যমে ঢাকার আবাসন সমস্যা সমাধানে যা ভূমিকা রাখছে। রিয়েল এস্টেট সেক্টরে বিদ্যমান গ্রাহক হয়রানি প্রতিকারের লক্ষ্যে উক্ত খাতকে সঠিকভাবে Regulating কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার কর্তৃক রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ এবং উক্ত আইনের প্রয়োগার্থে রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত বিধিমালার আলোকে রিয়েল এস্টেট উদ্যোক্তাগণের নিবন্ধন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অননুমোদিত ও অনুমোদনের ব্যত্যয় করে নির্মিত স্থাপনাসমূহ দ্রুত অপসারণের লক্ষ্যে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য সকল আইনী কার্যক্রম গ্রহণ করে মোবাইল কোর্টকে কার্যকর করা হয়েছে। ইমারত নির্মাণের নতুন বিধিমালা অনুযায়ী বিগত সরকারের আমলে ঢাকা মহানগরীতে ২৫,০০০ নতুন ভবনের নকশা অনুমোদন করা হয়েছে যা ঢাকা মহানগরীর আবাসন সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি পরিকল্পিত নগরায়নের বিকাশকে ত্বরান্বিত করবে। এছাড়া রাজউক এর সেবা জনগণের দোড়গোড়ায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে রাজউক আওতাভুক্ত ১৫২৮ বর্গকিলোমিটার এলাকা ৮টি জোনে বিভক্ত করে ৮জন পরিচালকের মাধ্যমে উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

নিরীক্ষা

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে ১৯৭৪ খ্রীঃ হতে ২০১০ খ্রিঃ পর্যন্ত মোট ৩৭ টি অর্থ বছরে ১৩৬৯ টি অডিট আপত্তি প্রদান করা হয়েছিল। এর মধ্যে অগ্রিম অডিট আপত্তির সংখ্যা ৭০৭ টি, সাধারণ অডিট আপত্তির সংখ্যা ৫১৪ টি এবং অডিট রিপোর্টভুক্ত আপত্তির সংখ্যা ১৪৮ টি। এ পর্যন্ত নিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ৫৬২টি এবং অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ৮২৭ টি। উল্লেখ্য যে, দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় অডিট সভার মাধ্যমে অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তি করা হয়ে থাকে। বিগত ৫(পাঁচ) বছরে ৪৮টি সাধারণ অডিট আপত্তি এবং ৪ টি অগ্রিম অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এছাড়া ৩৯ টি আপত্তি জারীপত্রের অপেক্ষায় আছে।

Finance wing :

Rajdhani Unnayan Karttripakkha a service oriented statutory body under the Ministry of Housing and Public works, Govt. of Bangladesh was created as per provision of the Town Improvement Act of 1953 (as amended up to June 1991). At present it's area of jurisdiction is 1528 sq.km. Rajuk is involved with the task of planning, development and development control for the area of it's jurisdiction.

Until 1994-95, Rajuk had been following single entry cash basis accounting in line with the Government accounting system. To confirm it with modern accounting system, after a concerted and strenuous effort, RAJUK has successfully transformed its accounting system into double entry accrual basis in 1995-96. From 2008-2009 RAJUK has been maintaining its accounts in computerized system through accounting software by using Tally ERP-9. RAJUK maintains two current accounts with Bangladesh Bank viz (i) Revenue Account and (ii) Capital Account; as per provision of the T.I. Act. Moreover RAJUK maintains 15 nos. of foreign currencies and 147 nos. of SND (Short Notice Deposit) accounts with various government and private bank for collection purpose.

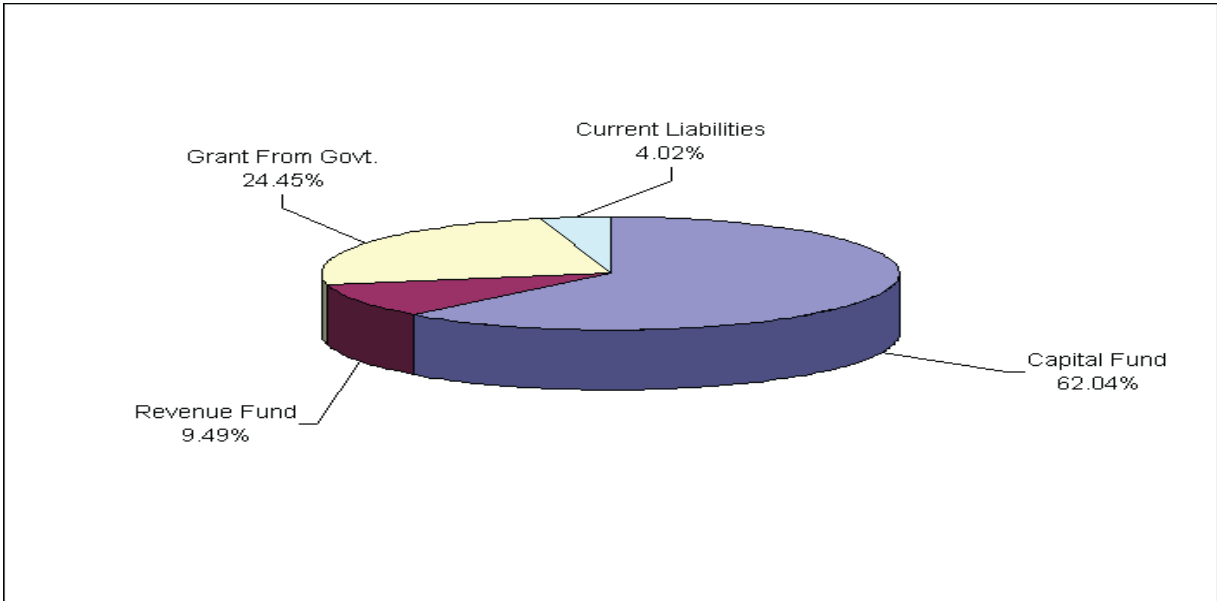
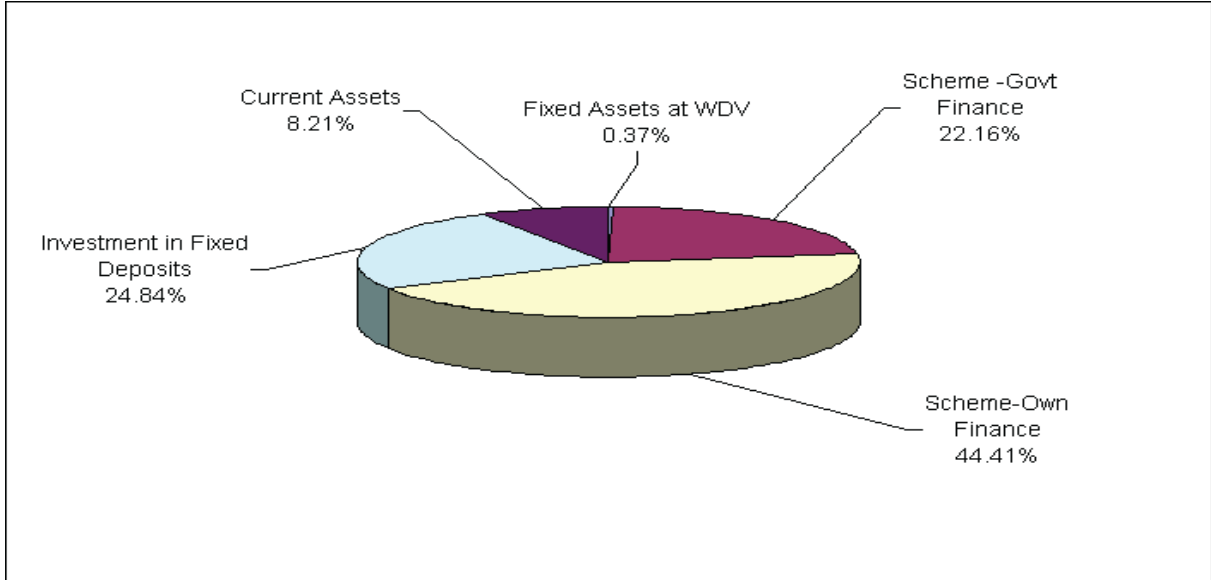
RAJUK earns revenue through its operation (stated in income statement) as well as investing surplus funds in fixed deposit accounts. In 2012-13 it earned a revenue income of TK. 185.64 crore and incurred an expenditure of TK. 42.34 crore and thereby made a surplus of TK. 143.30 crore which was 10.68 % more than that of the previous year. During the period, earnings in capital account was TK. 163.46 crore against expenditure of TK. 15.84 crore. Surplus in the account stood at TK. 147.62 crore. Total surplus in 2012-13 was TK. 290.92 crore. On the other hand it was TK. 247.65 crore. in 2011-12

In 2012-13 total value of assets held by RAJUK was Tk. 9189.35 crore, which include capital lease of TK. 6118.22 crore. of the total assets, fixed assets accounts for .37%, Investment 24.84%, Capital lease 66.58 % and current assets 8.21 %. Capital fund of TK. 8820.02 crore is 95.98 % of the total fund. Current liability represents only 4.02 % of the total fund.

In 2012-13 RAJUK contributes to national exchequer 19.14 crore taka as corporate tax and Tk. 2.00 crore as non revenue tax. Moreover, it has been contributing in the national economy by implementing different projects of socio-economic importance from its own resource. In addition, RAJUK has the credit of not having any debt service liability to the government or any other financial institutions.

In the year to come, RAJUK is hopeful to be able to discharge its duties and responsibilities to the society and the nation as a whole in a wider way. Main portion of un-audited financial statements for the year 2011-2012 and 2012-2013 and most important financial information for the year 2008-09 to 2012-13 showing through bar chart in the next pages.



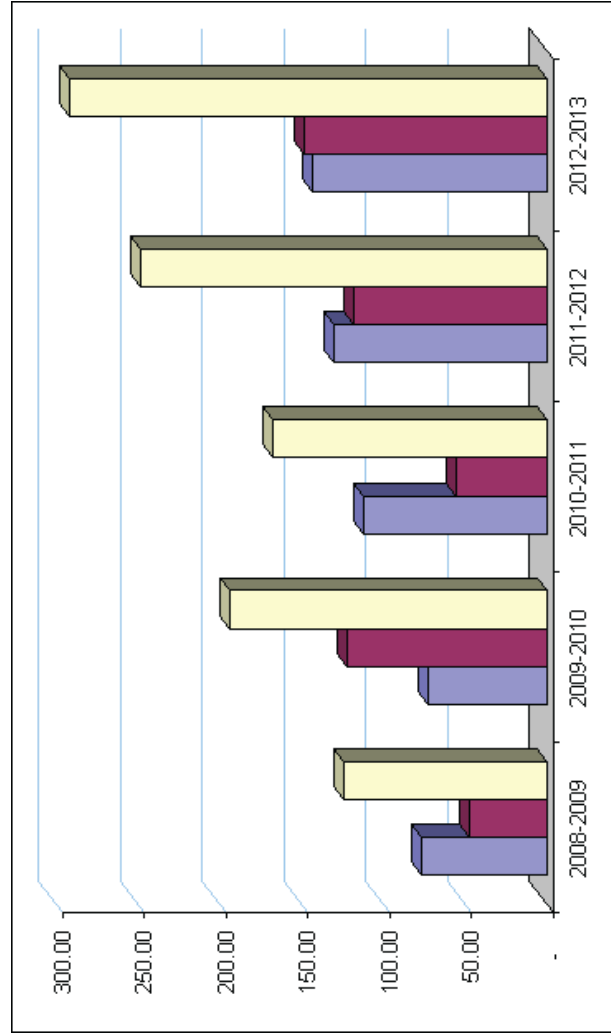


Rajdhani Unnayan Kartripakkha Summary of Yearly Income Statement

Year	Particulars of Income			Particulars of Expenses			Excess of Income Over Expenses		
	Revenue income	Capital Income	Total Income	Revenue Expenses	Capital Expenses	Total Expenses	Revenue	Capital	Total
2008-09	1,091,021,072.38	506,386,671.71	1,597,407,744.09	327,373,839.71	35,609,447.30	362,983,287.01	763,647,232.67	470,777,224.41	1,234,424,457.08
2009-10	1,168,670,168.55	1,268,427,138.82	2,437,097,307.37	445,589,696.38	53,675,470.64	499,265,167.02	723,080,472.17	1,214,751,668.18	1,937,832,140.35
2010-11	1,623,760,454.32	642,765,067.12	2,266,525,521.44	507,678,145.54	91,187,345.89	598,865,491.43	1,116,082,308.78	551,577,721.23	1,667,660,030.01
2011-12	1,882,197,889.30	1,262,510,638.84	3,144,708,528.14	587,489,840.61	80,746,007.81	668,235,848.42	1,294,708,048.69	1,181,764,631.03	2,476,472,679.72
2012-13	1,856,391,629.36	1,634,591,357.65	3,490,982,987.01	423,384,880.51	158,378,636.37	581,763,516.88	1,433,006,748.85	1,476,212,721.28	2,909,219,470.13

Tk. In Crore

Year	Revenue Surplus	Capital Surplus	Total Surplus
2008-2009	76.36	47.08	123.44
2009-2010	72.31	121.48	193.78
2010-2011	111.61	55.16	166.77
2011-2012	129.47	118.18	247.65
2012-2013	143.30	147.62	290.92



Revenue Surplus
Capital Surplus
Total Surplus

**Rajdhani Unnayan Kartripakkha
Balance Sheet
For The Year 2012-2013**

Application of Funds :	2012-2013	2011-2012
Fixed Assets at WDV	343,520,578.90	323,419,517.45
Fixed Assets at Cost	711,589,926.69	667,074,636.69
Accumulated Depreciation	(368,069,347.79)	(343,655,119.24)
Capital Leases	61,182,195,263.63	53,625,734,734.45
Scheme-Govt Finance	20,367,858,594.75	17,634,700,642.26
Scheme-Own Finance	40,814,336,668.88	35,991,034,092.19
Investment in Fixed Deposits	22,825,500,000.00	17,946,500,000.00
FDR at Govt. Bank-Cap.	13,390,000,000.00	9,800,000,000.00
FDR at Govt. Bank-Rev.	4,920,000,000.00	4,240,000,000.00
FDR at Pvt. Bank-Cap.	3,240,700,000.00	2,691,100,000.00
FDR at Pvt. Bank-Rev.	1,263,244,000.00	1,203,844,000.00
Investment in Share-Cap.	7,500,000.00	7,500,000.00
Investment in Share-Rev.	4,056,000.00	4,056,000.00
Current Assets	7,542,263,773.68	3,701,027,809.27
Advances	429,388,465.42	117,995,167.08
AIT & Tax Deducted at Source	588,724,919.17	-
Bank Accounts	1,344,832,934.32	1,537,973,593.71
Income Tax Deduction at Source	384,198,397.97	562,477,799.18
Interest on FDR Receivable	358,574,877.86	358,923,626.86
Receivable From Others-Cap	4,417,499,707.51	1,104,613,151.01
Rent Receivable	19,044,471.43	19,044,471.43
Total	91,893,479,616.21	75,596,682,061.17
Sources of Funds :		
Capital Account	77,976,674,719.29	64,452,916,081.64
Capital Fund	32,526,054,060.54	29,808,627,661.21
Grant From Govt.	22,320,307,551.83	19,055,349,966.83
Grant From Govt.	150,948,000.00	150,948,000.00
Premium Against Flat	2,705,944,537.37	-
Premium Against Plot	16,883,127,497.05	12,036,662,624.63
Revenue Fund	3,390,293,072.50	3,401,327,828.97

**Rajdhani Unnayan Kartripakkha
Income & Expenditure Accounts - Revenue Fund
For The Year 2012-2013**

Particulars	2012-2013	2011-2012
Total Incomes:	1,856,391,629.36	1,882,197,889.30
Application Form Sale	5,491,874.13	57,820,240.00
Conversion Fees	40,073.00	140,000.00
Documentation Fees	38,741,716.00	42,617,049.40
Electricity Charges Received	1,314,332.92	1,782,980.38
Eviction Charge Realised	1,299,698.83	60,450.00
Fine for Unauthorised Construction	167,342,531.06	204,646,376.00
Gas Charges Deduction	1,419,900.00	1,401,250.00
Ground Rent / Service Charges	4,649,610.39	4,780,230.00
House Rent Deduct	2,056,129.82	1,929,147.75
Interest Income	646,904,107.68	458,261,327.57
Misc. Income	14,417,207.41	12,668,063.33
Mutation Fees	31,413,534.00	27,065,349.00
Overhead Income	139,181,719.94	66,262,743.59
Plan/Land Use/ NOC Fees	74,156,530.56	99,326,558.00
Power of Attorney Fees	20,648,485.00	24,055,436.00
Project Approval Fees	1,894,145.00	-
Rental Income	5,232,574.16	9,875,346.81
Tender Schedule Sale	2,039,733.63	3,786,304.00
Transfer Fees	697,786,761.00	865,363,360.00
Vehicle Rent Deduct From Salary	192,764.83	190,177.47
Water Bill Deduct	168,200.00	165,500.00
Total Expenses:	423,384,880.51	587,489,840.61
Advertisement & Publicity	8,925,912.00	7,557,803.00
Arbitration Case Exp. Against Closed Projects	17,698,346.33	-
Audit Fees	193,333.00	21,000.00
Bank Charges & VAT	59,079.62	43,696.76
Bank Charges (EM Refund PO)	-	547,800.00
Books & Periodicals	105,686.00	80,194.00
Consultancy Fees	1,154,450.00	1,020,800.00
Contribution to CPF	293,140.10	222,871.32
Corporate Tax	-	235,559,200.00
Depreciation	24,414,228.55	25,894,529.45

Design Approval & Clearance Exp.	1,495,000.00	658,000.00
Donation & Subscription	225,000.00	160,000.00
Earn Leave Pay (Officer)	112,810.00	77,280.00
Earn Leave Pay (Staff)	73,877.00	41,920.00
Electricity Bill	5,601,995.37	4,677,625.94
Entertainment	1,101,969.00	1,267,127.00
Eviction Charges	4,748,390.00	7,112,086.00
Excise Duty	1,057,773.00	889,481.50
Festival Allownce (Officer)	5,359,090.00	5,444,806.00
Festival Allownce (Staff)	6,975,026.00	6,685,595.00
Fuel & Lubricant	12,397,931.00	9,386,219.00
Gas Bill	938,855.00	5,669,474.00
Gratuity	113,921.00	-
Group Insurance Premium	244,800.00	248,160.00
Honorium	941,492.00	1,175,256.00
Land Dev. Tax	11,158,706.00	13,386,967.75
Leave Left Over	387,986.00	1,385,105.77
Legal Expenses	8,501,440.00	12,191,327.00
Lighting for Festival	663,599.00	582,942.00
Membership Fee	-	185,387.75
Misc. Exp.	119,994.00	138,246.00
Municipal Tax	200,000.00	-
Non Tax Revenue	20,000,000.00	20,000,000.00
Overtime	3,996,151.00	3,995,878.00
Pension Expenses	18,310,635.62	25,087,222.71
Printing & Stationary	5,735,731.00	5,451,565.00
Rajuk Wealth Guarding Expenses	2,756,503.00	-
Recreation Allownce	-	553,200.00
Repairing & Maint.	39,769,457.00	38,263,694.50
Salary & Allownces	115,573,067.19	114,147,281.62
Scheme Expenses-Revenue Fund	79,353,330.56	19,308,481.81
Survey & Feasibility Study	219,550.00	25,000.00
Telephone, Telegraph & Postage	856,636.04	1,128,898.29
Training Expenses	15,614,721.00	-
Traning Expenses	-	13,901,325.44
Traveling Exp.	71,650.00	52,299.00
Uniform & Liveries	218,997.00	-
Wasa Bill	4,827,472.00	3,204,093.00
Welfare & Recrational Expenses	817,149.13	60,000.00
Excess of Income over Expenditure :	<u>1,433,006,748.85</u>	<u>1,294,708,048.69</u>

**Rajdhani Unnayan Kartripakkha
Income & Expenditure Accounts - Capital Fund
For The Year 2012-2013**

Particulars	2012-2013	2011-2012
Total Incomes:	1,634,591,357.65	1,262,510,638.84
Application Form Sale	443,750.26	6,342,915.76
Encashment of Performance Gurantee(PG)	4,076,300.00	-
Forfeighted Income	2,457,779.83	1,000,000.00
Gain for FC Rate Fluctuation	82,438,926.30	52,684,796.38
Hire Charge	2,000,352.00	2,840,901.09
Interest Income	1,540,495,323.76	1,198,420,006.43
Misc. Income	1,405,229.00	94,087.90
Penalty for Delay of Work	-	26,922.00
Royalty on Earth/sand	1,273,696.50	1,101,009.28
Total Expenses:	158,378,636.37	80,746,007.81
Bank Charges & VAT	246,711.27	51,307.48
Bank Charges(EM Refund PO)	578,660.00	3,831,066.75
Excise Duty	2,155,959.00	2,178,378.00
Loss for FC Rate Fluctuation	16,050,736.16	8,422,511.99
Misc. Exp.	164,850.00	-
Overhead Charge	139,181,719.94	66,262,743.59
Excess of Income over Expenditure :	1,476,212,721.28	1,181,764,631.03

সংস্থাঃ রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।
(বায়ঃ লক্ষ টাকায়)

জানুয়ারি ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত জিওবি অর্ধাংশে গৃহীত প্রকল্প ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রমের তথ্যাদি :

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রাক্কলিত ব্যয়	মূল কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (ক্রেমপঞ্জিত আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতিসহ অন্যান্য বাস্তব অগ্রগতি)	মন্তব্য
(০১)	(০২)	(০৩)	(০৪)	(০৫)
০১.	বিজয় সরণি থেকে পূর্ব দিকে তেজগাঁও শিল্প এলাকা পর্যন্ত সংযোগ সড়ক সম্প্রসারণ প্রকল্প। অনুমোদিত মূল প্রকল্প ব্যয়-১২২০২.৬৭ লক্ষ। সংশোধিত অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়-১১৩৯০.০০ লক্ষ। (সেপ্টেম্বর, ২০০৭ হতে জুন, ২০১০ পর্যন্ত)	ভূমি অধিগ্রহণ, রাস্তা নির্মাণ, রেলওয়ে ওভারপাস নির্মাণ।	অংশ ভিত্তিক অগ্রগতি :- রেলওয়ে ওভার পাস-১০০% রাস্তা-১০০% ভূমি অধিগ্রহণ-১০০% সার্বিক ভৌত অগ্রগতি-১০০% সার্বিক আর্থিক অগ্রগতি-১০০%	সমাপ্ত জুন, ২০১০
০২.	বেগুনবাড়ি খালসহ হাতিরিঝিল এলাকার সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্প। অনুমোদিত মূল প্রকল্প ব্যয়-১৪৭৩৫৮.৬২ লক্ষ। ১ম সংশোধিত অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়-১৪৮০৯৮.৭৪ লক্ষ। ২য় সংশোধিত অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়-১৯৭১৩০.৪৮৫ লক্ষ। ৩য় সংশোধিত অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়-২২৩৬০২.০০০ লক্ষ। (জুলাই, ২০০৭ হতে জুলাই, ২০১৪ পর্যন্ত)	বেগুনবাড়ি খালসহ হাতিরিঝিল এলাকার সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্পের বিভিন্ন অংশের যেমন-ভূমি অধিগ্রহণ, রাস্তা, ব্রীজ, ওভারপাস, ভায়াডাক্ট, মেইন ডাইভারশন সূয়ার, লোকাল ডাইভারশন সূয়ার, ফুটপাথ, স্লাজ অপসারণ, মাটি কাটার কাজ ইত্যাদি।	অংশ ভিত্তিক অগ্রগতি :- ভূমি অধিগ্রহণ-৯৮.৯৯% মেইন ও লোকাল ডাইভারশন-৯৮% রাস্তা-১০০% ব্রীজ-১০০% ওভারপাস-১০০% ভায়াডাক্ট-১০০% ফুটপাথ-১০০% মাটি কাটা ও স্লাজ অপসারণ-১০০% ইউভূপ নির্মাণ-৫০% সার্বিক ভৌত অগ্রগতি-৯৮% সার্বিক আর্থিক অগ্রগতি-৯৫%	গত ০২ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্পটি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়।
০৩.	মাদানী এভিনিউ এর পূর্বমুখী সম্প্রসারণ (প্রগতি সরণী ইন্টার সেকশন হতে বালু নদী পর্যন্ত) প্রকল্প। মূল অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়-২২৫১১.৮১ লক্ষ। সংশোধিত অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়-৪২১৫৯.৫৭ লক্ষ। (এপ্রিল, ২০১০ হতে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত)	মাদানী এভিনিউ এর পূর্বমুখী সম্প্রসারণ প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ, রাস্তা নির্মাণ, ভূমি উন্নয়ন, ব্রিজ নির্মাণ।	অংশ ভিত্তিক অগ্রগতি :- ভূমি অধিগ্রহণ-১০০% ভূমি উন্নয়ন-১০০% রাস্তা নির্মাণ-৬০% ব্রীজ নির্মাণ-৩০% সার্বিক ভৌত অগ্রগতি-৯৪% সার্বিক আর্থিক অগ্রগতি-৮৮%	
০৪.	গুলশান-বনানী-বারিধারা লেক উন্নয়ন প্রকল্প। অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়-৪১০২৫.৫২ লক্ষ। জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত	গুলশান-বনানী-বারিধারা লেক উন্নয়ন প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ, ওয়াকওয়ে নির্মাণ ও লেক সংরক্ষণ।	অংশ ভিত্তিক অগ্রগতি :- ভূমি অধিগ্রহণ-২৭% ওয়াকওয়ে-৮০% সার্বিক ভৌত অগ্রগতি-৩৫% সার্বিক আর্থিক অগ্রগতি-২০%	

জানুয়ারী ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে গৃহীত প্রকল্প ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রমের তথ্যাদিঃ

সংস্থাঃ রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।
(ব্যয়ঃ লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রাক্কলিত ব্যয়	মূল কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতিসহ অন্যান্য বাস্তব অগ্রগতি)	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
০১.	পূর্বচল নতুন শহর (ইউসুফগঞ্জ) প্রকল্প। মূল অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়-৩৩১১৭৪.৫০ লক্ষ। সংশোধিত অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়-৭৭৮২১৪.৫৭ লক্ষ। (জুলাই, ১৯৯৫ হতে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত)	পূর্বচল নতুন শহর (ইউসুফগঞ্জ) প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন, রাস্তা ও ব্রিজ নির্মাণ।	অংশ ভিত্তিক অগ্রগতি :- ভূমি অধিগ্রহণ-১০০% ভূমি উন্নয়ন-৭৫% অভ্যন্তরীণ রাস্তা-৪৫% ব্রিজ-২০% ৩০০ লিৎক রোড-২২% নদী তীর সংরক্ষণ-৯০% পুট বরাদ্দ-২৩.০২০টি পুট হস্তান্তর-২৫০০ টি সার্বিক ভৌত অগ্রগতি-৩৭% সার্বিক আর্থিক অগ্রগতি-৩২%	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ৪ আগস্ট ২০১৩ তারিখে পূর্বচল প্রকল্পের আওতায় নির্মিত কুড়ুল ফ্লাইওভারটি উদ্বোধন করেন।
০২.	উত্তরা আদর্শ শহর (৩য় পর্ব) প্রকল্প। মূল অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়-২০৪৪০৮.১১ লক্ষ। সংশোধিত অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়-২৩৪০২১.৫২ লক্ষ। (জুলাই, ১৯৯৯ হতে ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত)	উত্তরা আদর্শ শহর (৩য় পর্ব) প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন, রাস্তা ও ব্রিজ নির্মাণ।	অংশ ভিত্তিক অগ্রগতি :- ভূমি অধিগ্রহণ-১০০% ভূমি উন্নয়ন-৯২% রাস্তা-৪০% ব্রিজ-৩৫% লেক উন্নয়ন-২৫% পুট বরাদ্দ-১,১৭৭টি পুট হস্তান্তর-৩,৯৩২টি সার্বিক ভৌত অগ্রগতি-৭৬% সার্বিক আর্থিক অগ্রগতি-৭২%	
০৩.	ঢাকা-মাওয়া রোডের পার্শ্ব স্লল ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য আবাসিক শহর (বিলম্বিত) নির্মাণ। মূল অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়-১৩৬১৭.১০ লক্ষ। সংশোধিত অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়-৩৩৫৭৩.০৭ লক্ষ। (জুলাই, ১৯৯৭ হতে ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত)	বিলম্বিত আবাসিক শহর নির্মাণ প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন, রাস্তা ও ব্রিজ নির্মাণ।	অংশ ভিত্তিক অগ্রগতি :- ভূমি অধিগ্রহণ-১০০% ভূমি উন্নয়ন-১০০% রাস্তা-২৫% পুট বরাদ্দ-১,১৯০টি সার্বিক ভৌত অগ্রগতি-৭৬% সার্বিক আর্থিক অগ্রগতি-৭০%	পুট হস্তান্তর প্রক্রিয়াধীন

৪.	রাজউক নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকার বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা (ডিভেইন্ড এরিয়া প্লান) প্রণয়ন, ১৯৯৫-২০১৫ মেয়াদে। অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়-২৪৯৪.৬৬ লক্ষ। (আগষ্ট, ২০০৪ হতে ডিসেম্বর, ২০১০ পর্যন্ত)	ডাঃ উপেন্দ্র কুমার বিশ্বাস উত্তর এপার্টমেন্ট প্রকল্প। (অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়-৯০০০৭.৮৭ লক্ষ।) (নভেম্বর, ২০১১ হতে জুন, ২০১৬ পর্যন্ত)	ডাঃ উপেন্দ্র কুমার বিশ্বাস উত্তর এপার্টমেন্ট প্রকল্প। (অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়-৯০০০৭.৮৭ লক্ষ।) (নভেম্বর, ২০১১ হতে জুন, ২০১৬ পর্যন্ত)	ডাঃ উপেন্দ্র কুমার বিশ্বাস উত্তর এপার্টমেন্ট প্রকল্প। (অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়-৯০০০৭.৮৭ লক্ষ।) (নভেম্বর, ২০১১ হতে জুন, ২০১৬ পর্যন্ত)	১. বিগত ২২/০৬/২০১০ তারিখে ডাঃ গাজেট আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। ২. ডিসেম্বর ২০১০ সালে প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। সার্বিক ভৌত অগ্রগতি-১০০% সার্বিক আর্থিক অগ্রগতি-৯৮% সার্বিক ভৌত অগ্রগতি-৬% সার্বিক আর্থিক অগ্রগতি-৫%	সমাপ্ত ডিসেম্বর, ২০১০
০৫.	উত্তর ১৮ নং সেক্টরে স্বল্প ও মধ্যম আয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকা পরিকল্পনা (ডিভেইন্ড এরিয়া প্লান) প্রণয়ন, ১৯৯৫-২০১৫ মেয়াদে। অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়-২৪৯৪.৬৬ লক্ষ। (আগষ্ট, ২০০৪ হতে ডিসেম্বর, ২০১০ পর্যন্ত)	ডাঃ উপেন্দ্র কুমার বিশ্বাস উত্তর এপার্টমেন্ট প্রকল্প। (অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়-৯০০০৭.৮৭ লক্ষ।) (নভেম্বর, ২০১১ হতে জুন, ২০১৬ পর্যন্ত)	ডাঃ উপেন্দ্র কুমার বিশ্বাস উত্তর এপার্টমেন্ট প্রকল্প। (অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়-৯০০০৭.৮৭ লক্ষ।) (নভেম্বর, ২০১১ হতে জুন, ২০১৬ পর্যন্ত)	ডাঃ উপেন্দ্র কুমার বিশ্বাস উত্তর এপার্টমেন্ট প্রকল্প। (অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়-৯০০০৭.৮৭ লক্ষ।) (নভেম্বর, ২০১১ হতে জুন, ২০১৬ পর্যন্ত)	১. বিগত ২২/০৬/২০১০ তারিখে ডাঃ গাজেট আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। ২. ডিসেম্বর ২০১০ সালে প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। সার্বিক ভৌত অগ্রগতি-১০০% সার্বিক আর্থিক অগ্রগতি-৯৮% সার্বিক ভৌত অগ্রগতি-৬% সার্বিক আর্থিক অগ্রগতি-৫%	সমাপ্ত ডিসেম্বর, ২০১০
০৬.	Computerization and Management Information System (MIS) in Rajuk. (অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়-১৪৭৬.৬৯ লক্ষ।) (জুলাই, ২০০৭ হতে ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত)	ডাঃ উপেন্দ্র কুমার বিশ্বাস উত্তর এপার্টমেন্ট প্রকল্প। (অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়-৯০০০৭.৮৭ লক্ষ।) (নভেম্বর, ২০১১ হতে জুন, ২০১৬ পর্যন্ত)	ডাঃ উপেন্দ্র কুমার বিশ্বাস উত্তর এপার্টমেন্ট প্রকল্প। (অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়-৯০০০৭.৮৭ লক্ষ।) (নভেম্বর, ২০১১ হতে জুন, ২০১৬ পর্যন্ত)	ডাঃ উপেন্দ্র কুমার বিশ্বাস উত্তর এপার্টমেন্ট প্রকল্প। (অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়-৯০০০৭.৮৭ লক্ষ।) (নভেম্বর, ২০১১ হতে জুন, ২০১৬ পর্যন্ত)	সার্বিক ভৌত অগ্রগতি-৫৭% সার্বিক আর্থিক অগ্রগতি-৪৫%	
০৭.	রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আওতাধীন গুলশান এলাকায় বহুতল কার পার্কিং কম-অফিস বিল্ডিং নির্মাণ প্রকল্প (ফেইজ-১)। (অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়-৩৯২.০৬ লক্ষ।) (ডিসেম্বর, ২০০৭ হতে ডিসেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত)	ডাঃ উপেন্দ্র কুমার বিশ্বাস উত্তর এপার্টমেন্ট প্রকল্প। (অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়-৯০০০৭.৮৭ লক্ষ।) (নভেম্বর, ২০১১ হতে জুন, ২০১৬ পর্যন্ত)	ডাঃ উপেন্দ্র কুমার বিশ্বাস উত্তর এপার্টমেন্ট প্রকল্প। (অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়-৯০০০৭.৮৭ লক্ষ।) (নভেম্বর, ২০১১ হতে জুন, ২০১৬ পর্যন্ত)	ডাঃ উপেন্দ্র কুমার বিশ্বাস উত্তর এপার্টমেন্ট প্রকল্প। (অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়-৯০০০৭.৮৭ লক্ষ।) (নভেম্বর, ২০১১ হতে জুন, ২০১৬ পর্যন্ত)	অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি : পরামর্শক নিয়োগ-৯৫% মূল ভবন নির্মাণ-১০০% লিফট ও জেনারেটর-১০০% বৈদ্যুতিক কাজ-১০০% সার্বিক ভৌত অগ্রগতি-৯৮% সার্বিক আর্থিক অগ্রগতি-৮০%	২১ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখ মাননীয় গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী এ প্রকল্পটি উদ্বোধন করেন।
০৮.	বেঙ্গলবাড়ি খালসহ হাতিরবিলা এলাকার সমন্বিত উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্তের আবাসিক ভবন মালিকদের পুনর্বাসন ও বিক্রয়ের জন্য এপার্টমেন্ট নির্মাণ প্রকল্প। (অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়-৫১৭২.২৫ লক্ষ।) (অক্টোবর, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত)	ডাঃ উপেন্দ্র কুমার বিশ্বাস উত্তর এপার্টমেন্ট প্রকল্প। (অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়-৯০০০৭.৮৭ লক্ষ।) (নভেম্বর, ২০১১ হতে জুন, ২০১৬ পর্যন্ত)	ডাঃ উপেন্দ্র কুমার বিশ্বাস উত্তর এপার্টমেন্ট প্রকল্প। (অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়-৯০০০৭.৮৭ লক্ষ।) (নভেম্বর, ২০১১ হতে জুন, ২০১৬ পর্যন্ত)	ডাঃ উপেন্দ্র কুমার বিশ্বাস উত্তর এপার্টমেন্ট প্রকল্প। (অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়-৯০০০৭.৮৭ লক্ষ।) (নভেম্বর, ২০১১ হতে জুন, ২০১৬ পর্যন্ত)	সার্বিক ভৌত অগ্রগতি-৪৫% সার্বিক আর্থিক অগ্রগতি-২৫%	

জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ

গৃহায়ন ভবন

সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

www.nha.gov.bd

বিষয় : বিগত পাঁচ বছরে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ এর মাধ্যমে সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের প্রতিবেদন।

জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্প।

ক্রমিক নং (১)	কর্মকান্ডের বিষয় (২)	পাঁচ বছরের অর্জন (৩)		(৪) সাফল্যের হার	
		পরিমাণগত	গুণগত		
১	চট্টগ্রাম বন্দর নগরী হালিশহর হাউজিং এন্ডেটে সীমিত আয়ের লোকদের নিকট বরাদ্দের জন্য ১০-তলা ৩ টি ভবনে ১২২৪.০০ বর্গফুট আয়তনের ১০৮ টি ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্প।	১০৮টি ফ্ল্যাট	বহুতল ভবন নির্মাণের মাধ্যমে আবাসিক সমস্যা সমাধান।	ভবনের কাজ ১০০% সমাপ্ত হয়েছে। বরাদ্দ প্রাপকগণ ফ্ল্যাটের দখল বুকে নিয়ে বসবাস শুরু করছেন।	
২	ঢাকাস্থ মিরপুরের ২ নং সেকশনের “আই” ব্লকে সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য ১৬-তলা ৬ টি ভবনে ১৩৩৬ বর্গফুট আয়তনের ৩৬০ টি ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্প।	৩৬০ টি ফ্ল্যাট	বহুতল ভবন নির্মাণের মাধ্যমে আবাসিক সমস্যা সমাধান।	৬টি ১৬ তলা আবাসিক ভবন ও ১টি সাত তলা কমিউনিটি ভবন।	অগ্রগতি ৯৫%
৩	ঢাকাস্থ লালমাটিয়ায় সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য ১২৫০ (১০৪ টি) ও ১০৬০ (৭৮ টি) বর্গফুট আয়তনের (নিচ তলায় কার-পার্কিংসহ ১৪-তলা ২ টি ভবন) ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্প।	১৮২ টি ফ্ল্যাট	বহুতল ভবন নির্মাণের মাধ্যমে আবাসিক সমস্যা সমাধান।	২টি ১৪ তলা আবাসিক ভবন।	অগ্রগতি ১০০%
৪	মোহাম্মদপুরস্থ “এফ” ব্লকের নিচ তলায় কার-পার্কিংসহ ১৬-তলা ১৭ টি ভবনে ১০০০ বর্গফুট (৫৪০ টি) ও ৮০০ বর্গফুট (৪৮০ টি) আয়তনের ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্প।	১০২০ টি ফ্ল্যাট	বহুতল ভবন নির্মাণের মাধ্যমে আবাসিক সমস্যা সমাধান।	১৭টি ১৬ তলা আবাসিক ভবন।	অগ্রগতি ২৫%

(১) ক্রমিক নং	(২) কর্মকান্ডের বিষয়	(৩) চার বছরের অর্জন			(৪) সাফল্যের হার
		পরিমাণগত	গুণগত	কাঠামোগত	
৫	২১-শে আগস্ট গ্রেনেড হামলায় নিহত ও আহত লোকদের পরিবারদের পূর্নবাসনকল্পে (১৪-তলা ১ টি ভবনে ১৫০০.০০ বর্গফুট আয়তনের ১০০ টি) আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্প।	১০০ টি ফ্ল্যাট	বহুতল ভবন নির্মাণের মাধ্যমে আবাসিক সমস্যা সমাধান।	১টি ১৪ তলা আবাসিক ভবন।	ফাউন্ডেশন নির্মাণের কাজ চলছে।
৬	মিরপুর ১৬ নং সেকশনে আনন্দনগর আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্প ১৪-তলা ২৮ টি ভবনে ১২৩০ বর্গফুট আয়তনের ১৪৫৬ টি ফ্ল্যাট	১৪৫৬ টি ফ্ল্যাট	বহুতল ভবন নির্মাণের মাধ্যমে আবাসিক সমস্যা সমাধান।	২৮ টি ১৪ তলা আবাসিক ভবন।	জমি অবৈধ দখলে থাকায় কাজ শুরু করা সম্ভব হয়নি। অবৈধ দখলদার মুক্ত করা হয়েছে। পুনঃ দরপত্র আহ্বান করতে হবে।
৭	দোহার উপজেলায় সীমিত আয়ের লোকদের জন্য (নিচ তলায় কার-পার্কিংসহ ১৫-তলা ৩ টি ভবনে ১২৯৮.০০ বর্গফুট আয়তনের ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্প।	১৬৮ টি ফ্ল্যাট	বহুতল ভবন নির্মাণের মাধ্যমে আবাসিক সমস্যা সমাধান।	৩টি ১৫ তলা আবাসিক ভবন।	প্রকল্পটি Viable হবে কিনা তা যাচাইয়ের কাজ চলছে।
৮	ঢাকার মিরপুর ১৫ নং সেকশনে 'জয়নগর নামে' ১২৩০.০০ বর্গফুট আয়তনের আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্প।	৫২০ টি ফ্ল্যাট	বহুতল ভবন নির্মাণের মাধ্যমে আবাসিক সমস্যা সমাধান।	৫ টি ১৪ তলা আবাসিক ভবন।	ফাউন্ডেশনের কাজ চলমান।
৯	চট্টগ্রাম বন্দরনগরীর হালিশহর হাউজিং এন্ডস্টেটে সীমিত আয়ের লোকদের জন্য ১০০০ বর্গফুট (১৪৪ টি) ও ৮০০ বর্গফুট (৭২ টি) আয়তনের (১০-তলা ৬ টি ভবনে সর্বমোট ২১৬ টি ফ্ল্যাট) নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)	২১৬টি ফ্ল্যাট	বহুতল ভবন নির্মাণের মাধ্যমে আবাসিক সমস্যা সমাধান।	৬টি ১০ তলা আবাসিক ভবন।	অগ্রগতি ৬০%

(১) ক্রমিক নং	(২) কর্মকান্ডের বিষয়	(৩) চার বছরের অর্জন			(৪) সাফল্যের হার
		পরিমাণগত	গুণগত	কাঠামোগত	
১০	চট্টগ্রাম রাউজান থানার গহিরায় সীমিত আয়ের লোকদের নিকট বিক্রয়ের জন্য (১৫-তলা ৬ টি ভবনে ১০০০.০০ বর্গফুট আয়তনের ৩৩৬ টি) ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্প।	২১৬ টি ফ্ল্যাট	বহুতল ভবন নির্মাণের মাধ্যমে আবাসিক সমস্যা সমাধান।	৬টি ১৫ তলা আবাসিক ভবন।	জমি হস্তান্তর প্রক্রিয়াধীন।
১১	চট্টগ্রাম রাউজান উপজেলায় নোয়াপাড়ায় সীমিত আয়ের লোকদের জন্য (১৫-তলা ৬ টি ভবনে ১২২৪.০০ বর্গফুট আয়তনের ৩৩৬ টি) ফ্ল্যাট আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্প।	২১৬ টি ফ্ল্যাট	বহুতল ভবন নির্মাণের মাধ্যমে আবাসিক সমস্যা সমাধান।	৬ টি ১৫ তলা আবাসিক ভবন।	জমি হস্তান্তর প্রক্রিয়াধীন।
১২	নোয়াখালীর মাইজদীতে (৯-তলা ২ টি ভবনে ১২২৪.০০ বর্গফুট আয়তনের ৬৪ টি) ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্প।	৬৪টি ফ্ল্যাট	বহুতল ভবন নির্মাণের মাধ্যমে আবাসিক সমস্যা সমাধান।	২টি ৯ তলা আবাসিক ভবন।	অগ্রগতি ৪০%
১৩	সিলেট জেলার শাহজালাল হাউজিং এস্টেটে (৯-তলা ৩ টি ভবনে ১৫০০.০০ বর্গফুট আয়তনের ৮৮ টি) ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্প।	৮৮টি ফ্ল্যাট	বহুতল ভবন নির্মাণের মাধ্যমে আবাসিক সমস্যা সমাধান।	৩টি ৯ তলা আবাসিক ভবন।	অগ্রগতি ৪০%
১৪	বগুড়া হাউজিং এস্টেট স্কল ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য ১০-তলা বিশিষ্ট আবাসিক ফ্ল্যাট (১৫-৬৫ বর্গফুটের ৪৫ টি, ১৩৪১ বর্গফুটের ৫৪ টি এবং ১২২৪ বর্গফুটের ৩৬ টি ফ্ল্যাট সর্বমোট ১৩৫ টি) নির্মাণ প্রকল্প।	১৩৫টি ফ্ল্যাট	বহুতল ভবন নির্মাণের মাধ্যমে আবাসিক সমস্যা সমাধান।	৩টি ১০ তলা আবাসিক ভবন।	অগ্রগতি ৯০%
১৫	দিনাজপুর হাউজিং এস্টেটে ১০-তলা আবাসিক কাম বাণিজ্যিক ভবন (১২৯৮.০০ বর্গফুট আয়তনের ৭২টি ফ্ল্যাট) নির্মাণ প্রকল্প।	৭২টি ফ্ল্যাট	বহুতল ভবন নির্মাণের মাধ্যমে আবাসিক সমস্যা সমাধান।	২টি ১০ তলা আবাসিক ভবন এবং ১টি বাণিজ্যিক ভবন।	অগ্রগতি ৩০%
১৬	যশোর জেলায় মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ।	১৪৪টি ফ্ল্যাট	বহুতল ভবন নির্মাণের মাধ্যমে আবাসিক সমস্যা সমাধান।	৪টি ১০ তলা আবাসিক ভবন।	অগ্রগতি ৩০%
১৭	বরিশাল জেলার রূপাতলীতে ৫ তলা বিশিষ্ট আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ।	৯০টি ফ্ল্যাট	বহুতল ভবন নির্মাণের মাধ্যমে আবাসিক সমস্যা সমাধান।	৯টি ৫ তলা আবাসিক ভবন।	কাজ শুরু করার পর্যায়ে রয়েছে।
১৮	রাজশাহীর ছোট গ্রামে বহুতলা আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ।	৩৬০টি ফ্ল্যাট	বহুতল ভবন নির্মাণের মাধ্যমে আবাসিক সমস্যা সমাধান।	১০টি ১০ তলা আবাসিক ভবন।	আদালতের স্থগিতাদেশ থাকায় কাজ শুরু করা যায়নি।
১৯	ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জে বহুতলা আবাসিক কাম বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ।	৩৯০টি ফ্ল্যাট	বহুতল ভবন নির্মাণের মাধ্যমে আবাসিক সমস্যা সমাধান।	১টি ১২ তলা আবাসিক ভবন।	দরপত্র কার্যক্রম চলছে।
২০	কক্সবাজার জেলায় গণপূর্ত অধিদপ্তরের ২৭টি অবরোধকৃত পুন্ডের জায়গায় ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্প।	৪৯০টি ফ্ল্যাট	বহুতল ভবন নির্মাণের মাধ্যমে আবাসিক সমস্যা সমাধান।	১০টি ৮ তলা আবাসিক ভবন।	প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে।

জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের চলমান পুট উন্নয়ন প্রকল্প।

(১) ক্রমিক নং	(২) কর্মকাণ্ডের বিষয়	(৩) পাঁচ বছরের অর্জন		(৪) সাফল্যের হার
		পরিমাণগত	কাঠামোগত	
১	কুষ্টিয়ায় স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য সাইট এন্ড সার্ভিসেস আবাসিক পুট উন্নয়ন প্রকল্প।	১০৫৮ টি পুট	পরিকল্পিত ভাবে আবাসিক সমস্যা সমাধান।	অগ্রগতি ১০০%
২	পাবনায় স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য সাইট এন্ড সার্ভিসেস আবাসিক পুট উন্নয়ন প্রকল্প।	৩৪ টি পুট	পরিকল্পিত ভাবে আবাসিক সমস্যা সমাধান।	অগ্রগতি ১০০%
৩	মাদারীপুর জেলার শিবচরে স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য সাইট এন্ড সার্ভিসেস আবাসিক পুট উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়)।	১৭৭টি পুট	পরিকল্পিত ভাবে আবাসিক সমস্যা সমাধান।	অগ্রগতি ১০০%
৪	মাদারীপুর জেলার শিবচরে স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য সাইট এন্ড সার্ভিসেস আবাসিক পুট উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)।	১৭৬টি পুট	পরিকল্পিত ভাবে আবাসিক সমস্যা সমাধান।	অগ্রগতি ১০০%
৫	গোপালগঞ্জ জেলায় স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য সাইট এন্ড সার্ভিসেস আবাসিক পুট উন্নয়ন প্রকল্প।	২৪৩টি পুট	পরিকল্পিত ভাবে আবাসিক সমস্যা সমাধান।	অগ্রগতি ১০০%
৬	মাগুরা জেলার শিবচরে স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য সাইট এন্ড সার্ভিসেস আবাসিক পুট উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)।	২৭৩ টি পুট	পরিকল্পিত ভাবে আবাসিক সমস্যা সমাধান।	অগ্রগতি ১০০%
৭	মাদারীপুর জেলার শিবচরে স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য সাইট এন্ড সার্ভিসেস আবাসিক পুট উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)।	১৮০ টি পুট	পরিকল্পিত ভাবে আবাসিক সমস্যা সমাধান।	অগ্রগতি ১০০%
৮	রাজশাহী জেলার ছোটবনগ্রামে শিবচরে স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য সাইট এন্ড সার্ভিসেস আবাসিক পুট উন্নয়ন প্রকল্প।	৫৮ টি পুট	পরিকল্পিত ভাবে আবাসিক সমস্যা সমাধান।	অগ্রগতি ২০%
৯	মাদারীপুর জেলায় স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য সাইট এন্ড সার্ভিসেস আবাসিক পুট উন্নয়ন প্রকল্প।	২০৪ টি পুট	পরিকল্পিত ভাবে আবাসিক সমস্যা সমাধান।	অগ্রগতি ৮৫%
১০	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য সাইট এন্ড সার্ভিসেস আবাসিক পুট উন্নয়ন প্রকল্প।	২২০ টি পুট	পরিকল্পিত ভাবে আবাসিক সমস্যা সমাধান।	অগ্রগতি ১০০%
১১	মৌলভী বাজার স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য সাইট এন্ড সার্ভিসেস আবাসিক পুট উন্নয়ন প্রকল্প।	৩৭৪টি পুট	পরিকল্পিত ভাবে আবাসিক সমস্যা সমাধান।	অগ্রগতি ৯০%

(১) ক্রমিক নং	(২) কর্মকাণ্ডের বিষয়	(৩) পাঁচ বছরের অর্জন			(৪) সাফল্যের হার
		পরিমাণগত	গুণগত	কঠামোগত	
১২	শরিয়তপুর জেলা শহরে স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য সাইট এন্ড সার্ভিসেস আবাসিক প্লট উন্নয়ন প্রকল্প।	১৬৬টি প্লট	পরিকল্পিত ভাবে আবাসিক সমস্যা সমাধান।	---	অগ্রগতি ৯৫%
১৩	নোয়াখালীর মাইজদীতে স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য সাইট এন্ড সার্ভিসেস আবাসিক প্লট উন্নয়ন প্রকল্প।	২৩৩ টি প্লট	পরিকল্পিত ভাবে আবাসিক সমস্যা সমাধান।	---	অগ্রগতি ৭৫%
১৪	চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলায় চট্টগ্রাম-রাসামাটি মহাসড়কের পার্শ্বে স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য সাইটস এন্ড সার্ভিসেস আবাসিক প্লট উন্নয়ন প্রকল্প।	২৬৬ টি প্লট	পরিকল্পিত ভাবে আবাসিক সমস্যা সমাধান।	---	অগ্রগতি ৭৫%
১৫	চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলায় চট্টগ্রাম-কাগুই মহাসড়কের পাশে স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য সাইটস এন্ড সার্ভিসেস আবাসিক প্লট উন্নয়ন প্রকল্প।	২৩০টি প্লট	পরিকল্পিত ভাবে আবাসিক সমস্যা সমাধান।	---	অগ্রগতি ৩০%
১৬	মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলায় দাদাভাই উপশহর প্লট উন্নয়ন প্রকল্প।	২৭২টি প্লট	পরিকল্পিত ভাবে আবাসন সমস্যার সমাধান	----	অগ্রগতি ৪০%
১৭	রাজশাহী জেলার বাগমারায় স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য সাইট এন্ড সার্ভিসেস আবাসিক প্লট উন্নয়ন প্রকল্প।	২১৭টি প্লট	পরিকল্পিত ভাবে আবাসন সমস্যার সমাধান	---	জমি অধিগ্রহণে কোর্টের স্থগিতাদেশ থাকায় কাজ শুরু সম্ভবপর হয়নি।
১৮	বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলায় স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য সাইট এন্ড সার্ভিসেস আবাসিক প্লট উন্নয়ন প্রকল্প।	২৫৭টি প্লট	পরিকল্পিত ভাবে আবাসন সমস্যার সমাধান	----	জমি অধিগ্রহণ সম্ভবপর হয়নি।
১৯	টাঙ্গাইল জেলার মিজাপুর উপজেলায় সাইট এন্ড সার্ভিসেস আবাসিক প্লট উন্নয়ন প্রকল্প।	২৩২টি প্লট	পরিকল্পিত ভাবে আবাসন সমস্যার সমাধান	----	জমি অধিগ্রহণ সম্ভবপর হয়নি।
২০	খুলনা বরয়ার স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য আবাসিক প্লট উন্নয়ন প্রকল্প।	১৫৩টি প্লট	পরিকল্পিত ভাবে আবাসন সমস্যার সমাধান	----	অগ্রগতি ৯০%
২১	সুনামগঞ্জ জেলায় সাইট এন্ড সার্ভিসেস আবাসিক প্লট উন্নয়ন প্রকল্প।	২৩টি প্লট	পরিকল্পিত ভাবে আবাসন সমস্যার সমাধান	----	জমি অধিগ্রহণ সম্ভবপর হয়নি।
২২	ঢাকা জেলার দোহারে সাইট এন্ড সার্ভিসেস আবাসিক প্লট উন্নয়ন প্রকল্প।	১৪৮টি প্লট	পরিকল্পিত ভাবে আবাসন সমস্যার সমাধান	----	জমি অধিগ্রহণ সম্ভবপর হয়নি।
২৩	যশোর জেলার অভয়নগরে স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য আবাসিক প্লট উন্নয়ন প্রকল্প।	১৮৮ টি প্লট	পরিকল্পিত ভাবে আবাসন সমস্যার সমাধান	----	জমি অধিগ্রহণ সম্ভবপর হয়নি।
২৪	খুলনার ফুলতলায় স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য আবাসিক প্লট উন্নয়ন প্রকল্প।	১৫৩টি প্লট	পরিকল্পিত ভাবে আবাসন সমস্যার সমাধান	----	জমি অধিগ্রহণ সম্ভবপর হয়নি।
২৫	নড়াইল জেলায় স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য আবাসিক প্লট উন্নয়ন প্রকল্প।	১৭৯ টি প্লট	পরিকল্পিত ভাবে আবাসন সমস্যার সমাধান	----	জমি অধিগ্রহণ সম্ভবপর হয়নি।
২৬	খিনাইদাহ জেলায় স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য আবাসিক প্লট উন্নয়ন প্রকল্প।	১৮৯ টি প্লট	পরিকল্পিত ভাবে আবাসন সমস্যার সমাধান	----	জমি অধিগ্রহণ সম্ভবপর হয়নি।
২৭	রাজবাড়ী জেলায় স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য আবাসিক প্লট উন্নয়ন প্রকল্প।	১৮৫ টি প্লট	পরিকল্পিত ভাবে আবাসন সমস্যার সমাধান	----	জমি অধিগ্রহণ সম্ভবপর হয়নি।



চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম।

বর্তমান সরকারের বিগত পাঁচ (২০০৯ ও ২০১৩) বছরে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের উন্নয়ন মূলক কর্মকাণ্ড/অর্জিত সাফল্যস্বরূপ চট্টগ্রাম কর্তৃক সমাপ্ত, চলমান ও ভবিষ্যৎ প্রকল্পসমূহের তথ্যাবলী নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

শ্রেণীভিত্তিক প্রকল্প সমূহের তালিকা

চলমান প্রকল্পসমূহ

১. কাপাসগোলা রোডের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন
২. ডিসি রোডের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন
৩. কদমতলী জংশনে ফ্লাইওভার নির্মাণ
৪. ডেভেলপমেন্ট অব রোড নেটওয়ার্ক এট মোহরা
৫. কাজীর দেউড়ী কাঁচা বাজার ও এপার্টমেন্ট কমপেণ্ড নির্মাণ
৬. বিপনী বিতানের আধুনিকায়ন ও সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিকরণ (এ বছর)
৭. চট্টগ্রাম কলেজের অবকাঠামোগত উন্নয়ন
৮. মহসিন কলেজের অবকাঠামোগত উন্নয়ন
৯. অনন্যা আবাসিক এলাকার উন্নয়ন
১০. প্যারেড ময়দানের সংস্কার ও উন্নয়ন
১১. সল্টগোলা কর্মজীবী নারীদের জন্য ডরমেটরি ও বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ
১২. মেহেদীবাগ আবাসিক এলাকায় সিডিএ অফিসার্স কোয়ার্টার নির্মাণ
১৩. কনস্ট্রাকশন অফ সিডিএ স্কয়ার এট নাসিরাবাদ, চিটাগাং
১৪. ডেভেলপমেন্ট অব সিলিমপুর রেসিডেন্টসিয়াল এরিয়া এট সিলিমপুর
১৫. কনস্ট্রাকশন অব ১০ স্টোরিড এপার্টমেন্ট কমপেণ্ড এট দেওয়ানহাট

অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ

১. চিটাগাং সিটি আউটার রিং রোড
২. বায়েজিদ বোস্তামী রোড হতে ফৌজদারহাট পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ (বাইপাস রোড)
৩. মুরাদপুর, ২নং গেইট ও জিইসি জংশনে ফ্লাইওভার নির্মাণ
৪. কনস্ট্রাকশন অব লুপ রোড টু ফেসিলিটেড কমুনিক্যাশন অব এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন এট চিটাগাং
৫. মুরাদপুর, ২নং গেইট ও জিইসি জংশনে ফ্লাইওভার নির্মাণ

প্রক্রিয়াধীন প্রকল্পসমূহ

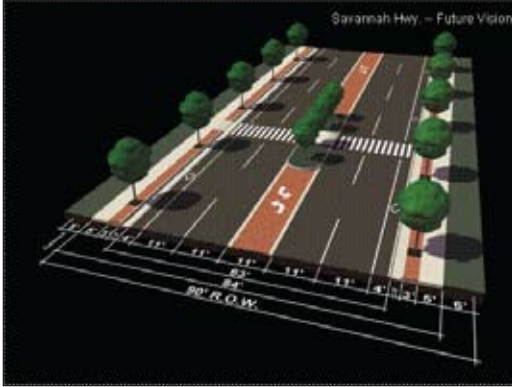
১. সিরাজউদ্দৌলা রোড হতে শাহুআমানত ব্রিজ পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ
২. বজ্রি হাট হতে চাক্কাই সড়কের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন
৩. কোতোয়ালী-ফিশারীঘাট হয়ে শাহু আমানত ব্রিজ পর্যন্ত রোডের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন
৪. বহুদারহাট থেকে অনন্যা আবাসিক এলাকা পর্যন্ত সড়কের (চাঁদ মিয়া সওদাগর রোড) সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন
৫. আখ্য়াবাদ এক্সেস রোড হতে বায়েজিদ-ফৌজদারহাট সংযোগ সড়ক পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ (নর্থসাইড রোড)
৬. এয়ারপোর্ট রোডের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন
৭. এয়ারপোর্ট হতে শাহু আমানত ব্রিজ পর্যন্ত ফ্লাইওভার নির্মাণ

৮. ডিসি হিল পার্কের সংস্কার ও উন্নয়ন
৯. ডেভেলপমেন্ট অব ফতেয়াবাদ নিউ টাউন
১০. উত্তর চট্টগ্রামের জন্য বালুছড়া এলাকায় বাস টার্মিনাল নির্মাণ
১১. ফৌজদারহাট এলাকায় আস্তঃ জেলা বাস টার্মিনাল নির্মাণ
১২. দক্ষিণ চট্টগ্রামের অপার সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণ
১৩. সিআরবি এলাকার সংস্কার ও উন্নয়ন
১৪. সি-ফ্রন্ট ডেভেলপমেন্ট (সি ভিউ আবাসিক প্রকল্প)
১৫. কর্ণফুলী রিভার ফ্রন্ট ডেভেলপমেন্ট
১৬. সি স্াইড শিল্প প্রকল্প

ক) চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জিওবি'র অর্থায়নে বাস্তবায়িত সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের তালিকা :

ক্রঃ নং	প্রকল্প নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	মূল কার্যক্রম	অগ্রগতি / মন্তব্য
০১	প্রকল্পের নাম : সাগারিকা রোডের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন (পোর্ট কানেকটিং জংশন থেকে জহুর আহমদ চৌধুরী স্টেডিয়াম পর্যন্ত)। বাস্তবায়ন কাল : জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০১১ প্রাক্কলিত ব্যয় : ৭৩৯.১২ লক্ষ টাকা	২০১১ সালে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ ক্রিকেটের একটি ভেন্যু হিসেবে ব্যবহৃত চট্টগ্রাম জহুর আহমদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে সরাসরি প্রবেশের জন্য পোর্ট কানেকটিং জংশন থেকে জহুর আহমদ চৌধুরী স্টেডিয়াম পর্যন্ত ১.৫ কি:মি: দৈর্ঘ্যের রাস্তা নির্মাণ।	প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০১০ সালে অনুমোদিত হয়ে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ ক্রিকেট- ২০১১ শুরু হবার পূর্বে সম্পন্ন হয়। প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ৩০/০৬/২০১১

প্রকল্প চিত্র



চিত্র-১: সাগারিকা রোডের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন (3D Vision)



চিত্র-২: সাগারিকা রোডের সাগারিকা রোডের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন (Location Map)



চিত্র-৩: সাগারিকা রোডের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন (বর্তমান অবস্থা)

ক্রঃ নং	প্রকল্প নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	মূল কার্যক্রম	অগ্রগতি / মন্তব্য
০২	প্রকল্পের নাম : সদরঘাট ও ফিরিঙ্গী বাজার রোডের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন। বাস্তবায়ন কাল : ২০০৮-০৯ হইতে ২০০৯-১০ পর্যন্ত। প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৪৪৬.০০ লক্ষ টাকা	চট্টগ্রাম মহানগরীর নিউমার্কেট, রেলস্টেশন, কোতোয়ালী, লালদিঘী, ফিরিঙ্গী বাজার ও সদরঘাট এলাকায় সৃষ্ট যানজট নিরসন এবং যাতায়াতের দূরত্ব ও সময় হ্রাস করণের লক্ষ্যে ৩.০০ কি:মি: দৈর্ঘ্যের রাস্তা নির্মাণ।	প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ৩০/০৬/২০১০

প্রকল্প চিত্র



চিত্র-১: সদরঘাট ও ফিরিঙ্গী বাজার রোডের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন (Location Map)



চিত্র-৩: সদরঘাট রোডের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন (বর্তমান অবস্থা)



চিত্র-৪: ফিরিঙ্গী বাজার রোডের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন (বর্তমান অবস্থা)

ক্রঃ নং	প্রকল্প নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	মূল কার্যক্রম	অগ্রগতি / মন্তব্য
০৩	<p>প্রকল্পের নাম : সিরাজউদ্দৌলা রোডের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন (আন্দরকিলা জংশন থেকে চকবাজার পর্যন্ত)।</p> <p>বাস্তবায়ন কাল : ২০০৭-২০০৮ হতে ২০০৮-২০০৯ পর্যন্ত</p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৪২৯.৪৭ লক্ষ টাকা</p>	<p>চট্টগ্রাম শহরের বহাদুরহাট, মুরাদপুর, চকবাজার, আন্দরকিলা, আছাদগঞ্জ-খাতুনগঞ্জ এবং কোতোয়ালী এলাকার মধ্যে যানজট সমস্যা নিরসন এবং সহজতর ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করা, ভ্রমণ দূরত্ব কমানো ও ভ্রমণ সময় লাঘব করার লক্ষ্যে আন্দরকিলা জংশন থেকে চকবাজার পর্যন্ত ১.৮৬ কি:মি: দৈর্ঘ্যের রাস্তা নির্মাণ।</p>	<p>প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ৩০/০৬/২০০৯</p>

প্রকল্প চিত্র



চিত্র-১: সিরাজউদ্দৌলা রোডের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন (Location Map)



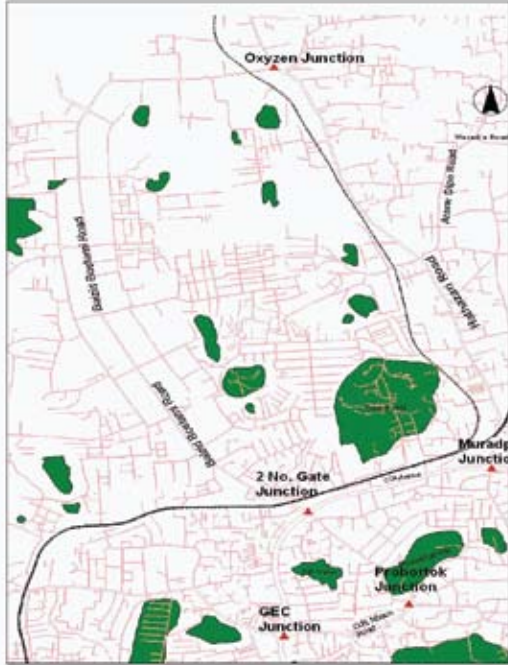
চিত্র-২: সিরাজউদ্দৌলা রোডের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন



চিত্র-৩: সিরাজউদ্দৌলা রোডের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন

ক্রঃ নং	প্রকল্প নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	মূল কার্যক্রম	অগ্রগতি / মন্তব্য
০৪	প্রকল্পের নাম : বায়েজীদ বোস্তামী রোডের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন (প্রবর্তক মোড় থেকে অক্সিজেন জংশন পর্যন্ত) বাস্তবায়নকাল : ২০০৮-০৯ হতে ২০০৯-১০ পর্যন্ত। প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৪৯৩.৭৬ লক্ষ টাকা	চট্টগ্রাম মেডিকেল, চকবাজার, মুরাদপুর, জিইসি জংশন, নাসিরাবাদ আ/এ, ক্যান্টনমেন্ট, বায়েজীদ, অক্সিজেন এবং হাটহাজারীর মধ্যে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা সৃষ্টি করা, চট্টগ্রাম শহর এবং উত্তর চট্টগ্রামের মধ্যে যোগাযোগ সহজতর করা এবং সর্বোপরি যানজট নিরসনের লক্ষ্যে প্রবর্তক মোড় থেকে অক্সিজেন জংশন পর্যন্ত ৫.৫০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের রাস্তা নির্মাণ।	প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ৩০/০৬/২০১০

প্রকল্প চিত্র



চিত্র-১: বায়েজীদ বোস্তামী রোডের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন (Location Map)



চিত্র-৩: বায়েজীদ বোস্তামী রোডের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন (বর্তমান অবস্থা)



চিত্র-৪: বায়েজীদ বোস্তামী রোডের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন (বর্তমান অবস্থা)

ক্রঃ নং	প্রকল্প নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	মূল কার্যক্রম	অগ্রগতি / মন্তব্য
০৫	প্রকল্পের নাম : ঢাকা ট্রাংক রোড থেকে বায়েজিদ বোস্তামী রোড পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ। বাস্তবায়নকালঃ ১৯৯৮-৯৯ হতে ডিসেম্বর '২০১০ পর্যন্ত। প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩৭৬২.৩৮ লক্ষ টাকা।	চট্টগ্রাম শহরের আউটার রিং রোডের সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে ঢাকা ট্রাংক রোড থেকে বায়েজিদ বোস্তামী রোড পর্যন্ত ৬.০ কি:মি: দৈর্ঘ্যের সংযোগ সড়ক নির্মাণ।	প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ৩০/১২/২০১০

প্রকল্প চিত্র



চিত্র-১: ঢাকা ট্রাংক রোড হতে বায়েজিদ বোস্তামী রোড পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ (পূর্বের অবস্থা)



চিত্র-২: ঢাকা ট্রাংক রোড হতে বায়েজিদ বোস্তামী রোড পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ (বর্তমান অবস্থা)



চিত্র-৩: ঢাকা ট্রাংক রোড হতে বায়েজিদ বোস্তামী রোড পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ (বর্তমান অবস্থা)

ক্রঃ নং	প্রকল্প নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	মূল কার্যক্রম	অগ্রগতি / মন্তব্য
০৬	<p>প্রকল্পের নাম : লাল দীঘির পাড় রোডের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন (আন্দরকিলা জংশন থেকে লাল দীঘির পাড় পর্যন্ত)।</p> <p>বাস্তবায়ন কাল : মে, ২০১১ থেকে ডিসেম্বর, ২০১১ পর্যন্ত।</p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয় : ৫০০.০০ লক্ষ টাকা।</p>	<p>আন্দরকিলা জংশন হতে লালদীঘির পাড় পর্যন্ত ২৪৩.৮৩ মিটার দৈর্ঘ্যের অপ্রশস্ত সংযোগ সড়কটি প্রশস্তকরণ।</p>	<p>প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ৩১/১২/২০১১</p>

প্রকল্প চিত্র



চিত্র-১: আন্দর জংশন হতে লালদীঘি জংশন পর্যন্ত রোড সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন (Location Map)



চিত্র-২: আন্দর জংশন হতে লালদীঘি জংশন পর্যন্ত রোড সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন (পূর্বের অবস্থা)



চিত্র-৩: আন্দর জংশন হতে লালদীঘি জংশন পর্যন্ত রোড সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন (বর্তমান অবস্থা)

প্রকল্পের নাম : দেওয়ানহাট জংশনে ওভারপাস নির্মাণ (সমাপ্ত)



প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য :
ফ্লাইওভারের দৈর্ঘ্য : ৫৬০ মিটার
ফ্লাইওভারের প্রস্থ : ৮ মিটার
প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩০০০ লক্ষ টাকা
অর্থায়নের উৎস : চউকের নিজস্ব অর্থ

চিত্র-১: দেওয়ানহাট জংশনে ওভারপাস নির্মাণ (বর্তমান অবস্থা)

প্রকল্পের নাম : সিডিএ গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, মোহরা, চট্টগ্রাম (সমাপ্ত)

প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য :
প্রকল্প ব্যয় : টাঃ ১০ কোটি
বাস্তবায়নকাল : ২০১১-২০১২
ও ২০১২-২০১৩



চিত্র-১: সিডিএ গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, মোহরা, চট্টগ্রাম।

প্রকল্পের নাম : সিডিএ পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ চান্দগাঁও আবাসিক এলাকা, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম (সমাপ্ত)



প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য :

প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ টাঃ ১,৪৩,২৩,৫০০/০০

টেন্ডার মূল্যঃ টাঃ ১,৩৬,০৭,৩২৫/০০

বাস্তবায়নকাল : ২০১০-২০১১

সম্পাদিত : জুন-২০১১

চিত্র-১: সিডিএ পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, চান্দগাঁও আবাসিক এলাকা

প্রকল্পের নাম : বিসিক শিল্প এলাকার রাস্তার উন্নয়ন (সমাপ্ত)



প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য :

প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ টাঃ ৪,০০,০০,০০০/০০

অর্থায়নের উৎস : জিওবিঃ

চিত্র-১: বিসিক শিল্প এলাকার রাস্তার উন্নয়ন (বর্তমান অবস্থা)

রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বিগত পাঁচ বছরে অর্জিত সাফল্যসমূহ



আরডিএ ভবন, রাজশাহী-৬২০৩।
তারিখঃ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪

ভূমিকা

পদ্মা নদীর উত্তর পাড়ে অবস্থিত ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত উত্তর বঙ্গের প্রাণকেন্দ্র বিভাগীয় শহর রাজশাহীকে একটি পরিকল্পিত নগরী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৭৬ সালের ২১ শে অক্টোবর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ৭৮ নং অধ্যাদেশ বলে রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠিত হয়। সময়ের আবর্তণে পরবর্তীতে এটি রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। বাংলাদেশ সরকারের গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, ২টি পৌরসভা এবং ১২টি ইউনিয়ন পরিষদসহ প্রায় ৩৬৫ বর্গকিলোমিটার এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, ভূমি ব্যবহারসহ অবকাঠামোগত উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন এর সংবিধিবদ্ধ সংস্থা।

রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের গঠন

রাজশাহী টাউন ডেভেলপমেন্ট অধ্যাদেশ ১৯৭৬ অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠিতঃ

১. চেয়ারম্যান (সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত)।
২. চেয়ারম্যান, রাজশাহী পৌরসভা, রাজশাহী (বর্তমানে মাননীয় মেয়র, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের প্রতিনিধি)।
৩. ডেপুটি কমিশনার, রাজশাহী।
৪. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, রাজশাহী।
৫. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, রাজশাহী।
৬. পরিচালক, টি.এন্ড.টি বোর্ড, রাজশাহী।
৭. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর, রাজশাহী।
৮. পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, রাজশাহী।
৯. সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ০৩ (তিন) জন নন-অফিসিয়াল সদস্য।

কার্য পরিধি

রাজশাহী শহরকে পরিবেশ বান্ধব, নিরাপদ ও আধুনিক শহর হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে রাজশাহী টাউন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ অনুযায়ী প্রধানত নিম্ন বর্ণিত কার্যাদি সম্পন্ন করে থাকেঃ

- i. মহানগরীর বর্তমান সেবা সুবিধা, পাবলিক ইউটিলিটিজসহ জনগুরুত্বপূর্ণ তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণ বা ডাটা ব্যাংক তৈরি করা।
- ii. রাজশাহী মহানগরী ও এর সন্নিহিত এলাকার পরিকল্পিত উন্নয়নের লক্ষ্যে মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।
- iii. প্রণীত মহাপরিকল্পনার আওতায় ভূমি ব্যবহার নীতিমালা (Land-use zoning) প্রণয়ন করে ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত কর।
- iv. পরিকল্পিত, নিরাপদ ও সুবিন্যস্ত ইমারত নির্মাণের জন্য ইমারত নির্মাণ আইন ও বাংলাদেশ বিল্ডিং কোডের সঠিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

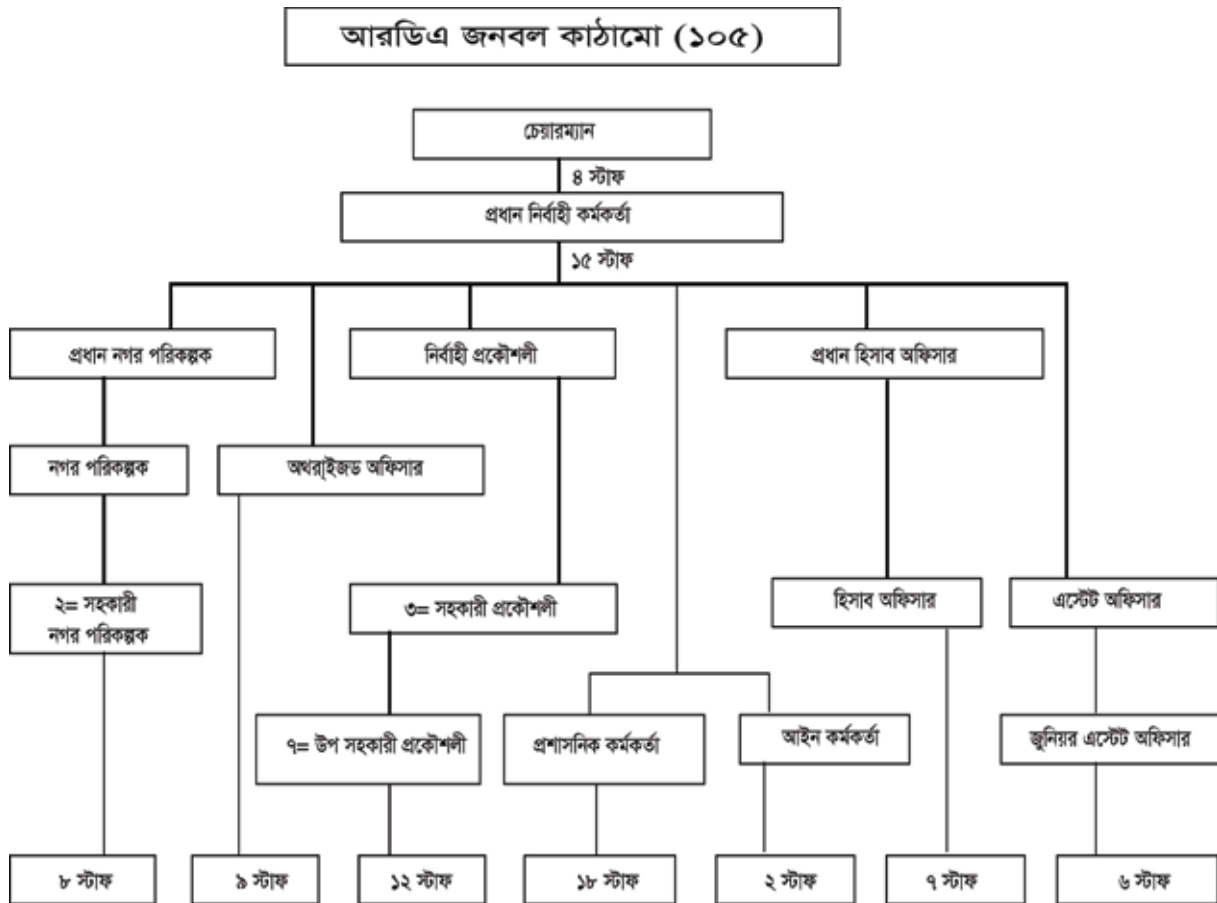
রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত জনবলের সংখ্যা

কারিগরি ও সাধারণ মিলিয়ে রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মোট জনবলের সংখ্যা ১০৫ জন, যা কর্মপরিধির তুলনায় খুবই কম। তবে ২০১৩ সালে এই কর্তৃপক্ষের অনুকূলে অতিরিক্ত আরো ৫৩ টি পদ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সৃষ্টি করা হয়েছে। বর্তমানে বিষয়টি অর্থ মন্ত্রণালয়ে বিবেচনাধীন রয়েছে।

কম। তবে ২০১৩ সালে এই কর্তৃপক্ষের অনুকূলে অতিরিক্ত আরো ৫৩ টি পদ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সৃষ্টি করা হয়েছে। বর্তমানে বিষয়টি অর্থ মন্ত্রণালয়ে বিবেচনাধীন রয়েছে।

শ্রেণি	জনবলের সংখ্যা		
	কারিগরি	সাধারণ	মোট
প্রথম শ্রেণি	০৮	০৬	১৪
দ্বিতীয় শ্রেণি	০৭	০৩	১০
তৃতীয় শ্রেণি	১৪	৩০	৪৪
চতুর্থ শ্রেণি	-	-	৩৭
মোট	২৯	৩৯	১০৫

সাংগঠনিক কাঠামো

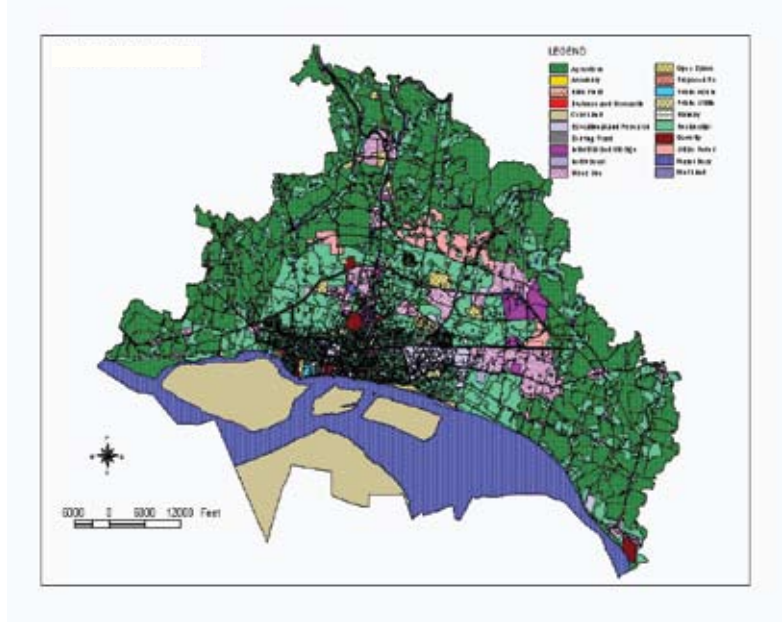


বিগত পাঁচ বছরে রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অর্জিত সাফল্যের বিবরণ

রাজশাহীকে একটি পরিকল্পিত ও নান্দনিক নগরী গঠনসহ পার্শ্ববর্তী এলাকার উন্নয়ন কেন্দ্রের সঙ্গে মহানগরীর সংযোগ নিশ্চিত করে অধিকতর বসবাস উপযোগী শহরাঞ্চল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিগত পাঁচ বছরে কর্তৃপক্ষের পরিচালিত কার্যক্রম, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও নাগরিক সুবিধাদি প্রদানে অর্জিত সাফল্যসমূহ নিম্নরূপ

ভূমি ব্যবহার ও কাঠামোগত উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ

‘রাজশাহী মেট্রোপলিটান ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান (২০০৪-২০২৪)’ এর আলোকে রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আওতাধীন এলাকার সব ধরনের ভূমির ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হয়। এই মহাপরিকল্পনায় আর.এস মৌজার পেপার ম্যাপকে ডিজিটাল ম্যাপে রূপান্তরিত করে স্যাটেলাইটের সাহায্যে কৃত জরিপের সাথে সমন্বিত করার ফলে প্লট টু প্লট প্রতিটি ইঞ্চি জমির ভূমি ব্যবহার নির্দিষ্ট করা সম্ভব যা, মহাপরিকল্পনা উদ্দেশ্য বাস্তবে রূপান্তরে অত্যন্ত সহায়ক। ফলে যথেষ্ট ভূমি ব্যবহার রোধ করে পরিকল্পিতভাবে ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা হচ্ছে। ২০০৮-২০১২ সাল পর্যন্ত ৫৯১০ জন ভূমি ব্যবহারকারীকে ভূমি ব্যবহার তথ্যপত্র প্রদান করে ভূমির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।



‘রাজশাহী মেট্রোপলিটান ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান (২০০৪-২০২৪)’ এর আলোকে এবং বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড অনুসরণে কর্তৃপক্ষের অধিক্ষেত্রের মধ্যে সব ধরনের ইমারতের নকশা অনুমোদন প্রদান করা হয়ে থাকে এবং অনুমোদন অনুসরণে নির্মাণ পর্যবেক্ষণ করা হয়ে থাকে। ২০০৮-২০১২ সাল পর্যন্ত ৪৪৪৫ জন ভূমির মালিককে বিল্ডিং কোড অনুসরণে নির্মিতব্য ইমারতের নকশা অনুমোদন করা হয়েছে এবং অনুমোদিত নকশা অনুসরণে নির্মাণে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।



উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে সেবা প্রদান

১. সরকারি অনুদানে বাস্তবায়িত ও চলমান প্রকল্পসমূহ

১.১ রাজশাহী গ্রেটার রোড হতে বাইপাস রোড পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্পঃ

রাস্তাটি রাজশাহী শহরের রেলস্টেশনের পূর্ব দিকে গ্রেটার রোডস্থ স্মৃতি অঙ্গন মোড় হতে শুরু হয়ে আন্তঃজেলা বাসটার্মিনাল সংলগ্ন বাইপাস রাস্তার সঙ্গে সংযুক্ত। ৪.১০ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং ২৪.৪০ মিটার প্রশস্ত রাস্তাটি ২০০৯ সালে ২২.৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে আন্তঃজেলা গমনকারী সব ধরনের যানবাহন মূল শহরে না প্রবেশ করে এই রাস্তায় চলাচল করে। ফলে, শহরের যানজট হ্রাস পেয়েছে এবং আন্তঃজেলা বাস টার্মিনাল ব্যবহার সহজ হয়েছে ও সড়ক দুর্ঘটনাও বহুলাংশে কম হচ্ছে। এ ছাড়া, রাস্তাটি নির্মাণের ফলে, রাস্তার উভয় পাশের বিশাল জনগোষ্ঠী ও ভূমি ব্যবহারকারীগণের আর্থিক, অর্থনৈতিক এবং অবকাঠামোগত সুবিধা সহ জীবন যাত্রার মান বহুলাংশে উন্নীত হয়েছে।



১.২ সাহেব বাজার হতে গৌরহাঙ্গা মোড় পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ প্রকল্প

রাস্তাটি রাজশাহী শহরের গৌরহাঙ্গাস্থ রেলগেট হতে শুরু হয়ে সাহেব বাজার জিরো পয়েন্ট প্রধান রাস্তার সঙ্গে সংযুক্ত। ১.২০ কিলোমিটার দীর্ঘ ও ১৮.৩০ মিটার প্রশস্ত রাস্তাটি ২০০৯ সালে ৪৫.৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়ন কাজ চলছে এবং প্রকল্প কাজের প্রায় ৯৭.১৫% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আগামী জুন ২০১৪ এর মধ্যে রাস্তার কাজ সম্পন্ন হবে এবং চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হবে। প্রায় শতাধিক পুরাতন বাড়ী অপসারণ করে শহরের প্রাণকেন্দ্রের আঁকা-বাঁকা পুরাতন সরু রাস্তাটি সম্প্রসারণ ও সরলীকরণ করা হচ্ছে। এই রাস্তা বাস্তবায়ন করে নগরীর বাণিজ্যিক এলাকার চলাচল সহজ করার দীর্ঘদিনের নাগরিক দাবিপূরণ হতে চলেছে। এই রাস্তাটি বাস্তবায়িত হলে শহরের মূল বাণিজ্যিক প্রাণকেন্দ্র সাহেব বাজার ও নিউমার্কেট এলাকার অসহনীয় ও নিরবিচ্ছিন্ন যানজট নিরশন সম্ভব হবে।

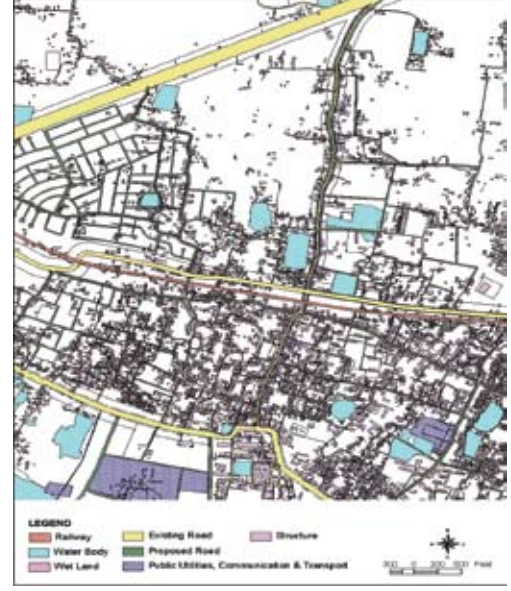


এছাড়া এই রাস্তাটি নগরীর ক্রম বর্ধিত উত্তরাঞ্চলের সাথে নগরীর পুরাতন অংশের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নীত করবে যার ফলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আরো গতিশীল হবে। এ রাস্তাটি নির্মাণের ফলে রাস্তার উভয় পাশের বিশাল জনগোষ্ঠী ও ভূমি ব্যবহারকারীগণের আর্থিক, অর্থনৈতিক এবং অবকাঠামোগত সুবিধা সহ জীবন যাত্রার মান কয়েকগুণ উন্নীত হবে।

১.৩ কোর্ট হতে রাজশাহী বাইপাস পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ

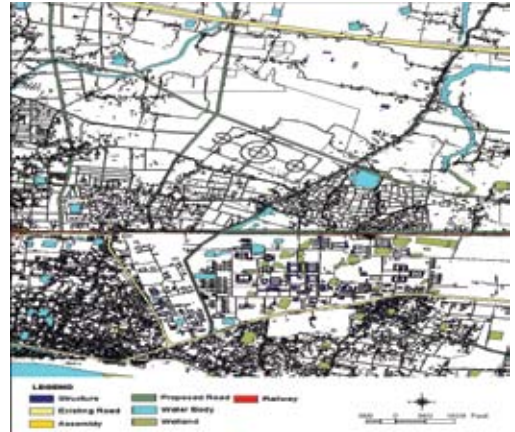
এপ্রিল, ২০১৩-এর একনেক সভায় ৭৪৩১.৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। বর্তমানে প্রকল্পটির ভূমি অধিগ্রহণের কাজ চলছে। এর পাশাপাশি প্রকল্পের জন্য অনুমোদিত ক্রয়যোগ্য সরঞ্জাম যেমন, যানবাহন, এক্স্যাভেটর, ইত্যাদি ক্রয়ের কার্যক্রম চলছে এবং প্রকল্প কাজের প্রায় ২৫.১৪% কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

২.২৫ কিগমিঃ দৈর্ঘ্যের ও ১৯.৫০ মিটার প্রশস্তের এই সড়কটি বাস্তবায়িত হলে নগরীর যানজট নিরসনসহ অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হবে এবং মহাপরিকল্পনায় নির্দেশিত নগরীর নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ গ্রোথ সেন্টার দারুসা হাটের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ ও উন্নত হবে।



১.৪ নাটোর রোড (রয়েট) হতে রাজশাহী বাইপাস রোড পর্যন্ত রাস্তা প্রশস্তকরণ

২০১৩ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ৮৭৩৬.১২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। বর্তমানে প্রকল্পটির ভূমি অধিগ্রহণের কাজ চলছে। এর পাশাপাশি প্রকল্পের জন্য অনুমোদিত ক্রয়যোগ্য সরঞ্জাম যেমন, যানবাহন, ভাইব্রেটর, রোলার ইত্যাদি ক্রয়ের কার্যক্রম চলছে এবং প্রকল্প কাজের প্রায় ২৫.১২% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৫ কিগমিঃ দৈর্ঘ্যের ও ১৫.৪৮ মিটার প্রশস্তের এই সড়কটি বাস্তবায়িত হলে নগরীর যানজট নিরসনসহ অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের পাশাপাশি নগরীর পার্শ্ববর্তী ক্রমবর্ধমান শহরগুলির সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যপক উন্নয়ন হবে।



২.০ কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থে বাস্তবায়িত ও চলমান প্রকল্প

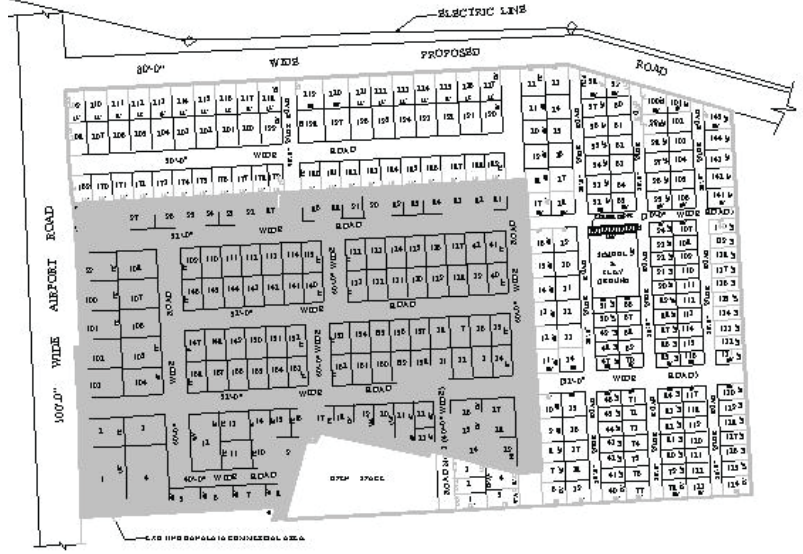
২.১ মহানন্দা আবাসিক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প

কর্তৃপক্ষের পদ্মা আবাসিক এলাকার পাশে আধুনিক সকল সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রেখে ৮.৪০ একর জায়গায় ২০১০ সালে প্রায় ১৫.২০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১১০টি আবাসিক প্লট উন্নয়ন করা হয়েছে। সবগুলো প্লট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং বরাদ্দ গ্রহীতাগণ বাড়ি নির্মাণ কাজ শুরু করেছেন। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে জনগণের পরিকল্পিত আবাসিক প্লটের চাহিদা মেটানো সম্ভব হয়েছে এবং নাগরিকগণের মধ্যে পরিবেশ বান্ধব ইমারত নির্মাণের উৎসাহ বৃদ্ধি পেয়েছে।



২.২ বনলতা বাণিজ্যিক এলাকা সম্প্রসারণ ও আবাসিক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প

কর্তৃপক্ষের অফিস ভবনের পাশে বনলতা বাণিজ্যিক এলাকার উত্তর ও পূর্ব দিকে আধুনিক সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রেখে ২০.৭১ একর জায়গায় প্রায় ৬১.৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে বনলতা বাণিজ্যিক এলাকা সম্প্রসারণ ও আবাসিক এলাকা উন্নয়ন শীর্ষক ২৬৯ টি আবাসিক প্লট উন্নয়ন কাজ চলমান। ইতোমধ্যে প্রকল্পের প্লট বরাদ্দ প্রদানের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে এবং প্রকল্প কাজের প্রায় ৯.৭৬% কাজ সম্পন্ন হয়েছে।



প্রকল্পটিতে ৭২ জন ক্ষতিগ্রস্ত ভূমি মালিকের জন্য ১টি করে পূনর্বাসন

প্লটের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রকল্প এলাকার পরিবেশ ভারসাম্য রক্ষার্থে কমিউনিটি পার্ক ও খেলার মাঠের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এছাড়াও ভূমির সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে তিনটি এপার্টমেন্ট নির্মাণের স্থান রাখা হয়েছে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ আগামী জুন ২০১৫ এর মধ্যে সম্পন্ন হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে জনগণের পরিকল্পিত আবাসিক প্লটের চাহিদা বহুলাংশে মেটানো সম্ভব হবে।

২.৩ ঢাকাস্থ লিয়াজোঁ অফিস কাম-রেস্ট হাউজ নির্মাণ প্রকল্প

ঢাকার নিকুঞ্জ কর্তৃপক্ষের লিয়াজোঁ অফিস কাম-রেস্ট হাউজ নির্মাণ কাজ চলছে। রাজউক কর্তৃক বরাদ্দকৃত ৫.১২৫ কাঠা প্লটে ৯তলা বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্প ব্যয় ৭.২৪ কোটি টাকা। কর্তৃপক্ষের মূল অফিস রাজশাহীতে হলেও বিভিন্ন দাপ্তরিক কাজ ও বিভিন্ন প্রকার সভায় যোগদানের জন্য কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে প্রায়শঃ মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করতে হয়। মূলত এই উদ্দেশ্যে এই ভবন নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রত্যেক তলার ক্ষেত্র প্রায় ২৭০ বর্গমিটার। ভবনটির একাংশ লিয়াজোঁ অফিস কাম রেস্টহাউস হিসাবে ব্যবহৃত হবে এবং অবশিষ্টাংশ বাণিজ্যিক হিসেবে ভাড়া প্রদান করেও কর্তৃপক্ষের আয় বৃদ্ধি পাবে। আগামী মার্চ, ২০১৪ এর মধ্যে প্রকল্প কাজ সম্পন্ন হবে।



২.৪ বারনই আবাসিক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প

বড়বনগ্রাম এলাকায় বাইপাস সংযোগ সড়কের পূর্ব পাশে আধুনিক সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রেখে ১৮.৫০ একর জায়গায় প্রায় ৪১.৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে বারনই আবাসিক এলাকা উন্নয়ন শীর্ষক ২০১ টি আবাসিক প্লট উন্নয়ন কাজ চলমান। প্লটের আকার কমবেশী ৩ কাঠা হতে ৫ কাঠা পর্যন্ত। সকলের জন্য এককালীন অথবা চার বছরে ৪ কিস্তিতে প্লট প্রাপ্তির সুযোগ রয়েছে। প্রকল্পটিতে ক্ষতিগ্রস্ত ভূমি মালিকের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্লটের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পটির ভূমি অধিগ্রহণের কাজ চলছে এবং খুব শীঘ্রই প্লট বরাদ্দ প্রদানের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ আগামী জুন, ২০১৬ এর মধ্যে সম্পন্ন হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে জনগণের পরিকল্পিত আবাসিক প্লটের চাহিদা বহুলাংশে মেটানো সম্ভব হবে।

২.৫ প্রান্তিক আবাসিক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প

কাশিয়াডাঙ্গা এলাকায় বাইপাস সংযোগ সড়কের দক্ষিণ পাশে আধুনিক সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রেখে ১৬.৫০ একর জায়গায় প্রায় ৩৮.৭৭ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রান্তিক আবাসিক এলাকা উন্নয়ন শীর্ষক ১৯২ টি আবাসিক প্লট উন্নয়ন কাজ চলমান। প্লটের আকার কমবেশি ৩ কাঠা হতে ৫ কাঠা পর্যন্ত।



সকলের জন্য এককালীন অথবা চার বছরে ৪ কিস্তিতে প্লট প্রাপ্তির সুযোগ রয়েছে। প্রকল্পটিতে ক্ষতিগ্রস্ত ভূমি মালিকের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্লটের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পটির ভূমি অধিগ্রহণের কাজ চলছে এবং খুব শীঘ্রই প্লট বরাদ্দ প্রদানের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ আগামী জুন, ২০১৬ এর মধ্যে সম্পন্ন হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে জনগণের পরিকল্পিত আবাসিক প্লটের চাহিদা বহুলাংশে মেটানো সম্ভব হবে।

৩.০ পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ পদ্ধতি অনুসরণে বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাত্মক প্রকল্পসমূহ

৩.১ পূর্বালী বহুতল মার্কেট নির্মাণ

শহীদ কামারুজ্জামান বাস টার্মিনালের পূর্ব দিকে বাণিজ্যিক স্পেস/ দোকান এর ব্যবস্থা রেখে চার তলা বিশিষ্ট মার্কেট ২০১০ সালে একাংশ নির্মাণ করা হয়েছে এবং সম্প্রসারণ কাজ চলছে। মার্কেটটি নির্মাণের ফলে প্রায় ৫০০ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর ব্যবসায়িক কর্মসংস্থান হয়েছে।



৩.২ গোধুলী বহুতল মার্কেট নির্মাণ

শিরোইলস্থ ঢাকা টিকেট কাউন্টারের পশ্চিমে বাণিজ্যিক স্পেস/ দোকান এর ব্যবস্থা রেখে চার তলা বিশিষ্ট মার্কেট ২০১০ সালে একাংশ নির্মাণ করা হয়েছে এবং সম্প্রসারণ কাজ চলছে। মার্কেটটি নির্মাণের ফলে প্রায় ৫০০ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর ব্যবসায়িক কর্মসংস্থান হয়েছে।



৩.৩ মহানন্দা বহুতল সুপার মার্কেট নির্মাণ

মহানন্দা আবাসিক এলাকার বাণিজ্যিক স্পেসে ৬ তলা বিশিষ্ট বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজ চলছে। আগামী জুন ২০১৪ এর মধ্যে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে চন্দ্রিমা আবাসিক এলাকা, মহানন্দা আবাসিক এলাকাসহ আশেপাশের জনগণের বাণিজ্যিক চাহিদা পূরণে সহায়ক হবে।



৩.৪ সাহেব বাজারে অবস্থিত আরডিএ মার্কেটের দক্ষিণ

প্রাজা নির্মাণ

রাজশাহী শহরের প্রাণকেন্দ্র সাহেব বাজার এলাকায় ৭ তলা বিশিষ্ট বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজ চলছে। আগামী ডিসেম্বর, ২০১৩ এর মধ্যে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে প্রায় ১০০০ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর ব্যবসায়িক কর্মসংস্থান হবে এবং বাণিজ্যিক এলাকার পরিবেশ নিশ্চিত হবে। শহরবাসী পণ্য-সামগ্রী ক্রয় ও বিক্রয়ে পরিচ্ছন্ন সুযোগ পাবেন।

৪.০ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সংস্থার কার্যক্রম

- এই উদ্দেশ্যে আনয়নে ও রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ তার সেবা জনগণের দোর গোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি website তৈরি করেছে (www.rdaraj.org.bd)। যেখানে নগরীর জন্য প্রনয়নকৃত ২০ বছর মেয়াদী মহাপরিকল্পনাসহ কর্তৃপক্ষের কাজের পরিধি, বর্তমান ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা/ প্রকল্প, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জনগণের সেবা প্রদানের ব্যাপ্তি, ইত্যাদি তথ্যাদি প্রদান করা হয়েছে। এতে করে জনগণ ঘরে বসে তথ্য গ্রহণ করতে পারছে, পাশাপাশি ওয়েবসাইটে প্রদত্ত তথ্যবহির্ভূত অন্য কোন তথ্য পেতে ওয়েব সাইটে নির্দেশিত কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার ঠিকানায় ই-মেইল করে লিখিত আকারে তথ্য জেনে নিতে পারছেন।



- রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত সকল নীতিমালা যা কর্তৃপক্ষের কার্যক্রমের সাথে ও জনস্বার্থে সংশ্লিষ্ট যেমন সিটিজেন চার্টার, আবাসন নীতিমালা, ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, ইত্যাদি তার নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেছে এবং এই বিষয়ে ওয়েব সাইটে নির্দেশিত কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার ঠিকানায় ই-মেইল করে লিখিত আকারে তার মতামত প্রদানের সুযোগ রেখেছে।



- কর্তৃপক্ষ তার নিজস্ব ওয়েব সাইটে উন্মুক্ত দরপত্রসহ সকল প্রকার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে থাকে, যা সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ।

- কম্পিউটার কাজে দক্ষতা অর্জনের জন্য কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন শ্রেণির কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে কম্পিউটার অপারেশন, ইন্টারনেট ব্যবহার, ওয়েবসাইট ডিজাইন, আপডেট ও মেইনটেনেন্স, ডাটাবেজ সংরক্ষণ, ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত আছে।
- এছাড়াও কর্তৃপক্ষের যে সকল Wings সরাসরি পাবলিক সার্ভিস দিয়ে থাকে সে সকল শাখাকে ইতোমধ্যে Computerized করা হয়েছে যাতে করে জনগণ কম সময়ে বা বাসায় বসে ফোনে তাদের চাহিত সেবা পেতে পারে। বর্তমানে Accountability and Transparency ও আরও দ্রুত সেবার নিশ্চয়তার স্বার্থে কর্তৃপক্ষের সকল শাখার মধ্যে Computer Networking অচিরেই চালু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের রাজস্ব আয় ও ব্যয়

রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কোন লাভ প্রত্যাশি প্রতিষ্ঠান নয়। তাই মুনাফা লাভের আশায় এটি তার কার্যক্রম পরিচালনা করে না। তবে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে সেবা গ্রহণকারীদের নিকট থেকে কিছু ফি আদায় করে থাকে। এসব ফি-ই এ প্রতিষ্ঠানের আয়ের প্রধান উৎস। যেসব খাত থেকে বিভিন্ন ফি আদায় করে থাকে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো :

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ফি
০১.	প্লটের লিজ ডিড সম্পাদন ও রেজিস্ট্রিকরণ	প্রতি সেট লিজ ডিড এর ফরমের মূল্য ২,৫০০/- টাকা
০২.	প্লট হস্তান্তর ফি	আবাসিক জমির প্লট প্রতি ১ লক্ষ টাকা বাণিজ্যিক জমির প্লট প্রতি ১২ লক্ষ টাকা
০৩.	আবাসিক ও বাণিজ্যিক প্লটের নামজারি ফি	আবাসিক প্রতি প্লটের ক্ষেত্রে ৫,০০০/- টাকা বাণিজ্যিক প্রতি প্লটের ক্ষেত্রে ১০,০০০/- টাকা
০৪.	আমমোজার নিয়োগ ও বাতিল ফি	১০,০০০/- টাকা
০৫.	প্রকল্পের প্লটের উপর ব্যাংক ঋণের এনওসি ফি	২০,০০০/- টাকা।
০৬.	দোকান হস্তান্তরের খারিজ ফি	নিচ তলা প্রতি বর্গ ফুট ৬০/- টাকা ১ম তলা প্রতি বর্গ ফুট ৫৫/- টাকা ২য় তলা প্রতি বর্গ ফুট ৫০/- টাকা ৩য় তলা প্রতি বর্গ ফুট ৪৫/- টাকা
০৭.	প্লট খারিজের প্রতিটি ফরমের মূল্য	৫০০/- টাকা
০৮.	বিভিন্ন মার্কেটে দোকানের ভাড়া পরিমাণ	১) আর.ডি.এ মার্কেট নিচ তলা প্রতি বর্গ ফুট ৩.৪৫ টাকা ১ম তলা প্রতি বর্গ ফুট ২.৮৮ টাকা ২য় তলা প্রতি বর্গ ফুট ৩.০০ টাকা ২) গোখুলী মার্কেট নিচ তলা প্রতি বর্গ ফুট ৪.৪০ টাকা ১ম তলা প্রতি বর্গ ফুট ৩.৫০ টাকা ২য় তলা প্রতি বর্গ ফুট ৩.০০ টাকা ৩) পূবালী মার্কেট নিচ তলা প্রতি বর্গ ফুট ৪.৪০ টাকা ৪) আন্তঃজেলা বাসটার্মিনাল নিচ তলা প্রতি বর্গ ফুট ৪.৪০ টাকা

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ফি
০৯.	ইমারতের নকশা অনুমোদনের আবেদন পত্রের মূল্য	৫০০/- টাকা।
১০.	ইমারতের নকশা অনুমোদন ফি ২০০-৩০০০০ বঃ মিঃ অধিক	১০০০/- টাকা হতে ৪,৫০,০০০/- টাকা
১১.	ইমারত নির্মাণ অনুমোদনপত্র নবায়ন ফি	মূল অনুমোদন ফি এর এক তৃতীয়াংশ
১২.	ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্রের আবেদনপত্রের মূল্য	৫০০/- টাকা
১৩.	আবাসিক জোনের ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্রের আবেদন ফি	৫০০/- টাকা হতে ২,০০০/- টাকা
১৪.	বাণিজ্যিক, মিশ্র, শিক্ষা, এ্যাসেম্বলী, কৃষি, পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ইনিস্টিটিউশন, ওপেন স্পেস, সিকিউরিটি, পাবলিক ইউটিলিটি, সড়ক এর জন্য ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্রের আবেদন ফি	২,০০০/- টাকা
১৫.	শিল্প জোনের ভূমি ব্যবহার তথ্যপত্রের ছাড়পত্রের আবেদন ফি	৫০০০/- টাকা
১৬.	ইটভাটা ভূমি ব্যবহার তথ্যপত্রের ছাড়পত্রের আবেদন ফি	৮,০০০/-টাকা (এক চিমনি) ১০,০০০/- টাকা (দুই/ অটো চিমনী)
১৭.	রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন প্রকল্পের সাইট নকশা কাগজের ম্যাপ	টাকা/ সিট
১৮.	A1 (২৩" x ৩৪") A2 (১৬.৫৪" x ২৩.৩৯") A3 (১১" x ১৭") A4 (৮.৫" x ১১") রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পের নির্ধারিত এলাকায় বেটারমেন্ট ফি/ উৎকর্ষ ফি গ্রহণ প্রসঙ্গে। ০ হতে ১০০ ফুটের মধ্যে ১০,০০০/- টাকা ১০১ ফুট হতে ২০০ ফুটের মধ্যে ৭,০০০/- টাকা ২০১ ফুট হতে ৩০০ ফুটের মধ্যে ৩,০০০/- টাকা	৮০০.০০ ৭০০.০০ ৬০০.০০ ৫০০.০০

রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আর্থিক অবস্থা

অর্থ বছর	আয়	ব্যয়	স্থিতি
২০০৭-২০০৮	২,৭৩,৬৭,২৪৮.০০	১,৬৮,২১,০৩৯.০০	১,০৫,৪৬,২০৯.০০
২০০৮-২০০৯	২,৮৩,৬২,১৮১.০০	২,১২,৪৫,৮৪২.০০	৭১,১৬,৩৩৯.০০
২০০৯-২০১০	২,৮৬,৭৬,৩৩৪.০০	২,৮৩,৫৮,২৮৩.০০	৩,১৮,০৫১.০০
২০১০-২০১১	৩,১৯,২৮,৫৪৬.০০	২,৬৮,৭৬,৮১২.০০	৫০,৫১,৭৩৪.০০
২০১১-২০১২	৬,১০,০৬,৪৩৮.০০	২,৬৯,৪৩,৮১৬.০০	৩,৪০,৬২,৬২২.০০
২০১২-২০১৩	৫,২৯,৭৪৫৬৭.০০	৩,৫৬,৪৯৭১৫.০০	১,৭৩,২৪৮৫২.০০

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- ঝুঁকিপূর্ণ ভবন অপসারণ, দুর্যোগ মোকাবেলা ও ইমারত নির্মাণ আইন, ১৯৫২ এর যথাযথ প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় প্রকৌশল সরঞ্জামাদি সংগ্রহ ও আনুষঙ্গিক কার্যাদি সম্পাদনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ;
- জরিপ পরিচালনার মাধ্যমে বর্তমান তথ্য-উপাত্ত সম্বলিত তথ্য ভান্ডার হালনাগাদ করণের জন্য প্রকল্প গ্রহণ;
- রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মাস্টার প্ল্যান (২০০৪-২৪) সংশোধনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ;
- পরিকল্পিত আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন প্রকারের (স্বল্প ও মধ্যবিত্ত আয়ের জনগনের জন্য) আবাসন

প্রকল্প গ্রহণ

- ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ
- বস্তি এলাকার উন্নয়নকল্পে প্রকল্প গ্রহণ ও বস্তিবাসীদের পুনর্বাসন
- আবাসিক সুবিধা সম্প্রসারণ ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ
- নগরীর পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী জলাধার সংরক্ষণ ও বিনোদনের স্থান নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ

সমস্যা

জনবল

রাজশাহী টাউন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ অনুযায়ী রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্য বর্তমানে কর্মরত কারিগরি জনবলের সংখ্যা অপ্রতুল। তাই জরুরি ভিত্তিতে কারিগরি জনবলের সংখ্যা বৃদ্ধির সুযোগ প্রদান করা হলে রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের পক্ষে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পাদন করা সহজতর হবে।

অর্থনৈতিক

রাজশাহী টাউন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ অনুযায়ী রাজশাহী মহানগরকে একটি আধুনিক ও পরিকল্পিত নগরী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বিপুল সংখ্যক কার্যক্রম হাতে নেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এসব কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সীমিত রাজস্ব আয় দ্বারা এই বিপুল পরিমাণ অর্থের চাহিদাপূরণ করা সম্ভব নয়। তাই বৈদেশিক সহায়তা ও সরকারি অনুদান এসব কার্যক্রম অপরিহার্য। এ উদ্দেশ্যে রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে বৈদেশিক সহায়তা ও সরকারি অনুদান মঞ্জুর করা যেতে পারে।

আইনগত

বিভিন্ন পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ অধ্যাদেশ/ আইনে সকল পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদকে ইমারতের নকশা অনুমোদনের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু রাজশাহী টাউন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অধিক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থিত কোন পৌরসভা বা ইউনিয়ন পরিষদ ব্যক্তিমালিকানাধীন ইমারত নির্মাণের নকশা অনুমোদন করতে পারবে না। তদুপরি রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অধিক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থিত কোন পৌরসভা বা ইউনিয়ন পরিষদ তাদের নিজ নিজ আইনের অজুহাত দিয়ে ইমারত নির্মাণের নকশা অনুমোদন করছে। ফলে এক্ষেত্রে কাজের দ্বৈততা দেখা দিয়েছে এবং জনগন বিভ্রান্ত হচ্ছে। রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সাথে সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ যুগোপযোগী করা আবশ্যিক।

সম্ভাবনা

রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অর্থনৈতিক ও জনবল সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হলে এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে রাজশাহী মহানগরকে একটি আধুনিক ও পরিকল্পিত মহানগর হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হবে। এর ফলে রাজধানী ঢাকা শহরের উপর চাপ কমবে এবং অনেক প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনা ঢাকা থেকে রাজশাহীতে স্থানান্তর করা সম্ভব হবে। রাজশাহীতে নতুন নতুন শিল্প কারখানা স্থাপিত হবে। এমনকি অন্যান্য এলাকার শিল্প কারখানা রাজশাহীতে স্থানান্তর করার সুযোগ সৃষ্টি হবে। এর ফলে এ এলাকার মানুষের কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি পাবে। ফলশ্রুতিতে সমগ্র দেশের সুখম উন্নয়ন নিশ্চিত হবে।

উপসংহার

সীমিত সম্পদ ও অপরিমিত লোকবল নিয়ে রাজশাহী মহানগরীকে একটি সুন্দর ও পরিকল্পিত মহানগরীরূপে গড়ে তোলার লক্ষ্যে রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন, মহাপরিকল্পনা অনুসরণে উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণসহ উন্নয়ন সমন্বয়ের নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ একটি স্বায়ত্ত্ব শাসিত সংস্থা। কিন্তু উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন হয়। যে সকল প্রকল্প অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে এবং নন্দিত আধুনিক নগরী গঠনে যে সকল প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের প্রস্তুতি চলছে সে সব ক্ষেত্রে সরকারের সুদৃষ্টি একান্ত প্রয়োজন। রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (চউক), খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (খউক) এবং রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাউক) একই ধরনের সংস্থা হলেও রাউক-এর জনবল অন্যান্য সংস্থার তুলনায় অপ্রতুল। ফলে, প্রকল্প বাস্তবায়ন সহ বিভিন্ন কাজে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। উল্লেখ্য, বর্তমানে খউক-এর জনবল ২৫৯ জন হলেও রাউক-এর জনবল মাত্র ১০৫ জন। সুতরাং, মহাপরিকল্পনার সঠিক ও সুষ্ঠু বাস্তবায়নে রাউক-এর জনবল খউক-এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অনুমোদিত হওয়া আবশ্যিক। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, রাউক-এর জনবল খাতের যাবতীয় ব্যয় কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থে পরিচালিত হয়ে থাকে।

বিগত ৫ বছরে কেডিএ'র সাফল্য



খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

খুলনা শহর ও তৎপার্শ্বস্থ্য একটি নির্দিষ্ট এলাকার পরিকল্পিত উন্নয়ন, সংস্কার ও পরিবর্ধনের মাধ্যমে পরিকল্পিত নগরায়নের উদ্দেশ্যে ১৯৬১ সালের ২১ জানুয়ারি খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, ১৯৬১ জারির মাধ্যমে কেডিএ সৃষ্টি করা হয়। খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সকল কার্যাবলী এই অধ্যাদেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে।

নগর পরিকল্পনার পাশাপাশি আধুনিক ও পরিকল্পিত খুলনা শহর বিনির্মাণে কেডিএ'র রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। আবাসন সমস্যার সমাধান, বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি, যানজট নিরসন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতরকরণ, ইত্যাদি নাগরিক সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে খুউক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পরিকল্পিত আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প এলাকার উন্নয়ন, সড়ক নির্মাণ, মার্কেট নির্মাণ, বাসটার্মিনাল নির্মাণ, কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ, শিশুপার্ক নির্মাণ, ইত্যাদি জনকল্যাণমূলক প্রকল্প সাফল্যের সাথে বাস্তবায়ন করেছে। ফলে খুলনা মাস্টার প্ল্যান এলাকায় নগরায়নের নতুন ধারার সৃষ্টি হয়েছে।

কেডিএ'র মূল কার্যাবলী

- খুলনা মহানগরীর জন্য Master Plan প্রণয়ন
- মাস্টার প্ল্যান এলাকায় উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন (City Development)
- মাস্টার প্ল্যান এলাকার উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ (Development Control)

কেডিএ'র অনুমোদিত জনবল

মোট অনুমোদিত জনবল	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি
২৫৯	৩২	১৫	৮৮	১২৪

কেডিএ'র প্রস্তাবিত জনবল (অনুমোদনের অপেক্ষায়)

মোট প্রস্তাবিত জনবল	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি
৫১০	৭৬	৩৪	২৩৬	১৬৪

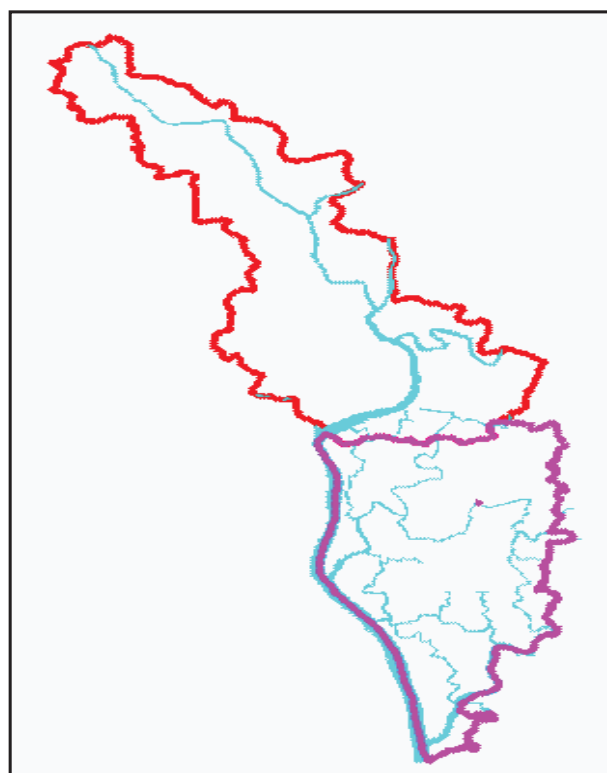
সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ

➤ মাস্টার প্লান প্রণয়ন

মূলতঃ রূপসা ও ভৈরব নদীর তীর বরাবর খুলনা শহর গড়ে উঠেছে। তাই খুলনা শহরের উন্নয়নে রূপসা ও ভৈরব নদীর রয়েছে উল্লেখযোগ্য অবদান। এই দুই নদীর তীরবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকার ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রতি লক্ষ্য রেখে ১৯৬১ সালে ১৮১ বর্গকিমিঃ এলাকা নিয়ে বৃহত্তর খুলনা শহরের প্রথম Master Plan প্রণয়ন করা হয়। এই Master Plan এ খুলনা শহর উন্নয়নের রূপরেখা দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২০০১ সালে সংশোধিত খুলনা মাস্টার প্লানের এলাকার অধিক্ষেত্র ৪৫১.১৮ বর্গ কিলোমিটারে উন্নীত হয়। অতঃপর বর্তমান সরকারের আমলে খুলনা শহরকে মংলা পর্যন্ত বর্ধিত করে অতিরিক্ত ৩৬৭.২৭ বর্গকিমিঃ এলাকা মাস্টার প্লানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে খুলনা মাস্টার প্লানের অধিক্ষেত্রাধীন ৮১৮.৪৫ বর্গকিলোমিটার এলাকা পরিকল্পিত নগরায়নের আওতায় এসেছে।

Existing KDA Jurisdiction
Area: 451.18 Sq. Km

Mongla Project Area
Area: 367.27 Sq. Km



খুলনা যশোর সড়ক ও সিটি বাইপাস সড়কের মধ্যে ০২ (দুই) টি সংযোগ সড়ক নির্মাণ

খুলনা শহরের পশ্চিমমুখী সম্প্রসারণ, যানজট নিরসন সর্বোপরি উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা সৃষ্টির লক্ষ্যে এম,এ, বারী সড়ক হতে সিটি বাইপাস সড়ক পর্যন্ত ২.১৬ কিঃ মিঃ এবং তেলিগাতি হতে সিটি বাইপাস সড়ক পর্যন্ত ১.২৬ কিঃ মিঃ সড়ক; মোট ৩.৪২ কিঃ মিঃ দৈর্ঘ্যের ২টি সংযোগ সড়ক ৪৫৬৭.৪৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। একই প্রকল্পের আওতায় ময়ূর নদীর উপর একটি দৃষ্টিনন্দন আর্চ ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছে



ময়ূর নদীর উপর নির্মিত ব্রিজ



এমএ বারী সড়ক - সিটি বাইপাস

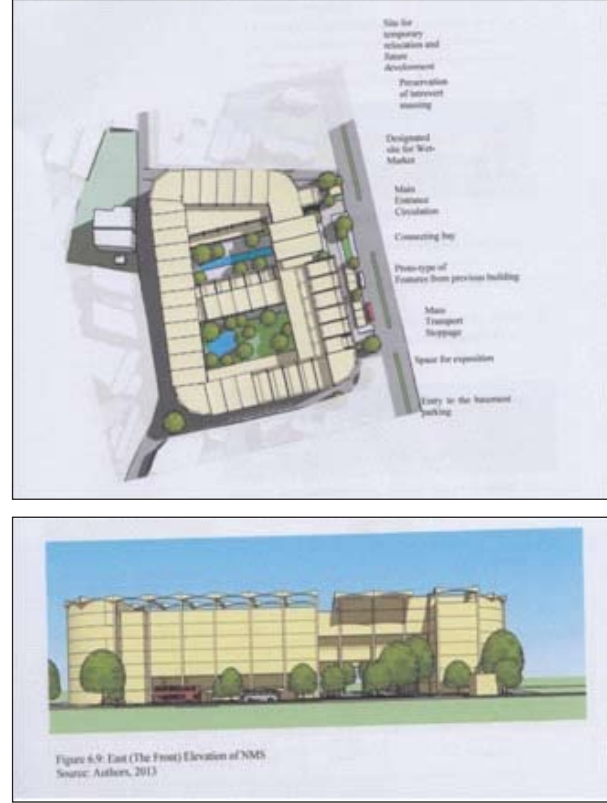
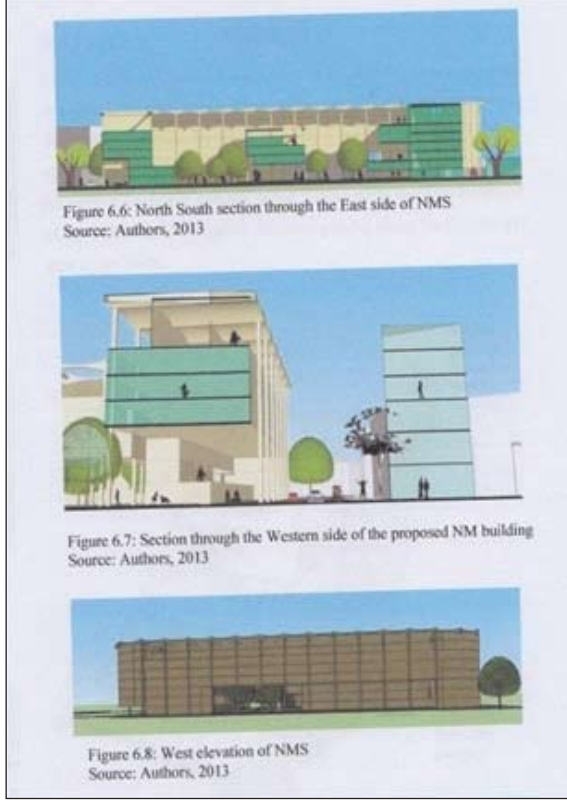
➤ ঢাকায় লিয়াজো অফিস কাম রেষ্ট হাউজ নির্মাণ : বিভিন্ন সময় দাপ্তরিক কাজে ঢাকায় অবস্থানের সুবিধা ও কেডিএ এর স্থায়ী আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৭৬৬.৬৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নিকুঞ্জ-২, ঢাকায় ০১টি বেজমেন্ট সহ ৯ (নয়) তলা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। যা কেডিএ এর স্থায়ী আয়ের অন্যতম উৎস।



কেডিএ লিয়াজো অফিস কাম রেষ্ট হাউজ

কেডিএ নিউমার্কেট পুনর্নির্মাণ প্রকল্পের সার্ভে, প্ল্যান ও ডিজাইন

শিল্প ও বন্দর নগরী খুলনার ব্যবসা বাণিজ্য ও বিপণনের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমান নিউমার্কেটকে পুনর্নির্মাণ করে অত্যাধুনিক মার্কেট ও বিনোদনের কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি সমন্বিত মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত মাস্টার প্লানের আলোকে নিউ মার্কেট পুনর্নির্মাণের পরিকল্পনা প্রক্রিয়াধীন আছে।



জনকল্যাণমূলক প্রকল্প

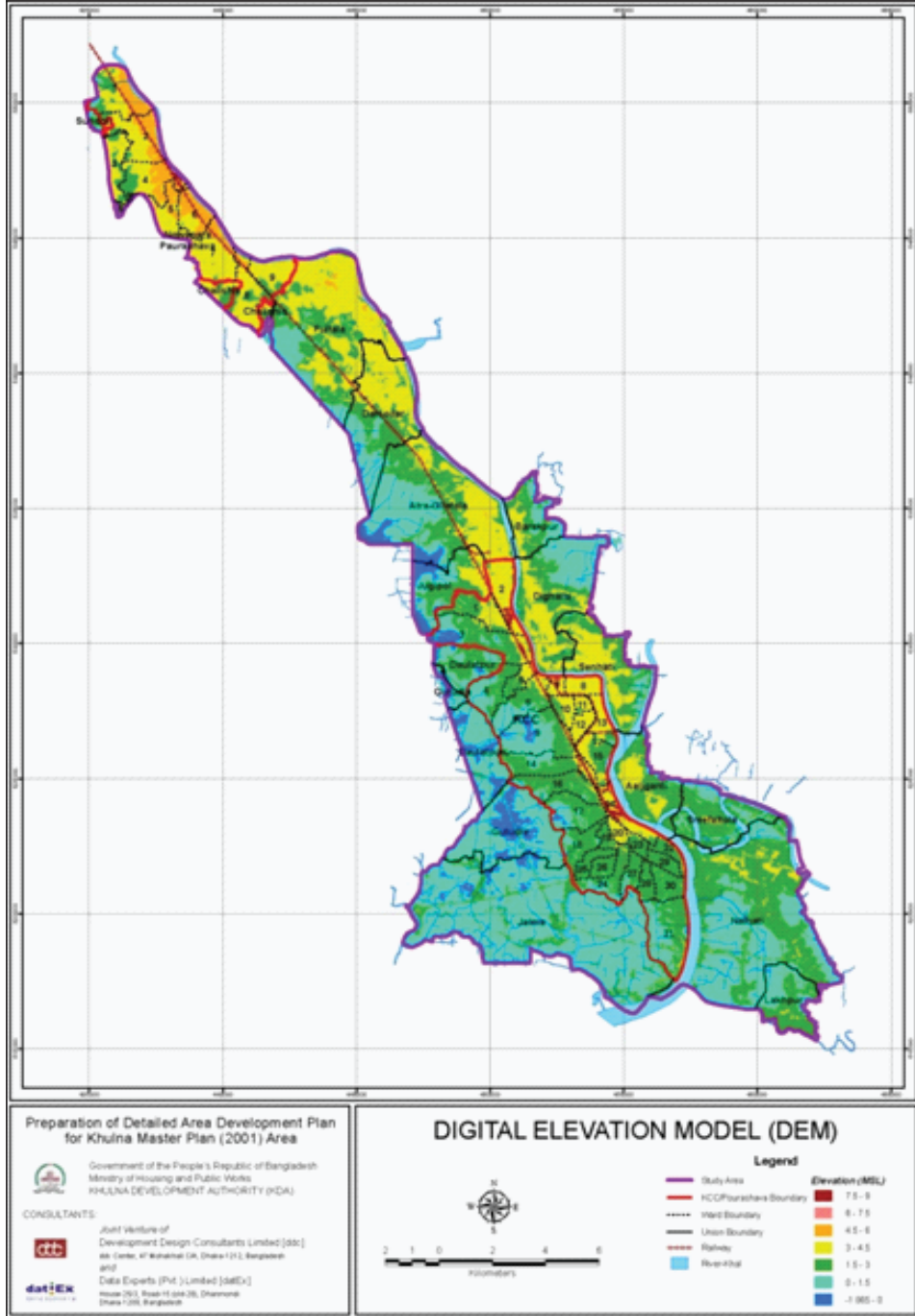
জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের আওতায় এতদঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারের জন্য কেডিএ কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তাছাড়া এতদঞ্চলের উৎপাদিত কৃষিজাত পণ্য পানকে সুষ্ঠু বাজারজাত করার লক্ষ্যে শিরোমনিতে একটি পাইকারি পানশেড নির্মাণ করা হয়েছে।



চলমান প্রকল্পসমূহ

খুলনা মাস্টার প্লান এলাকার ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান প্রণয়ন

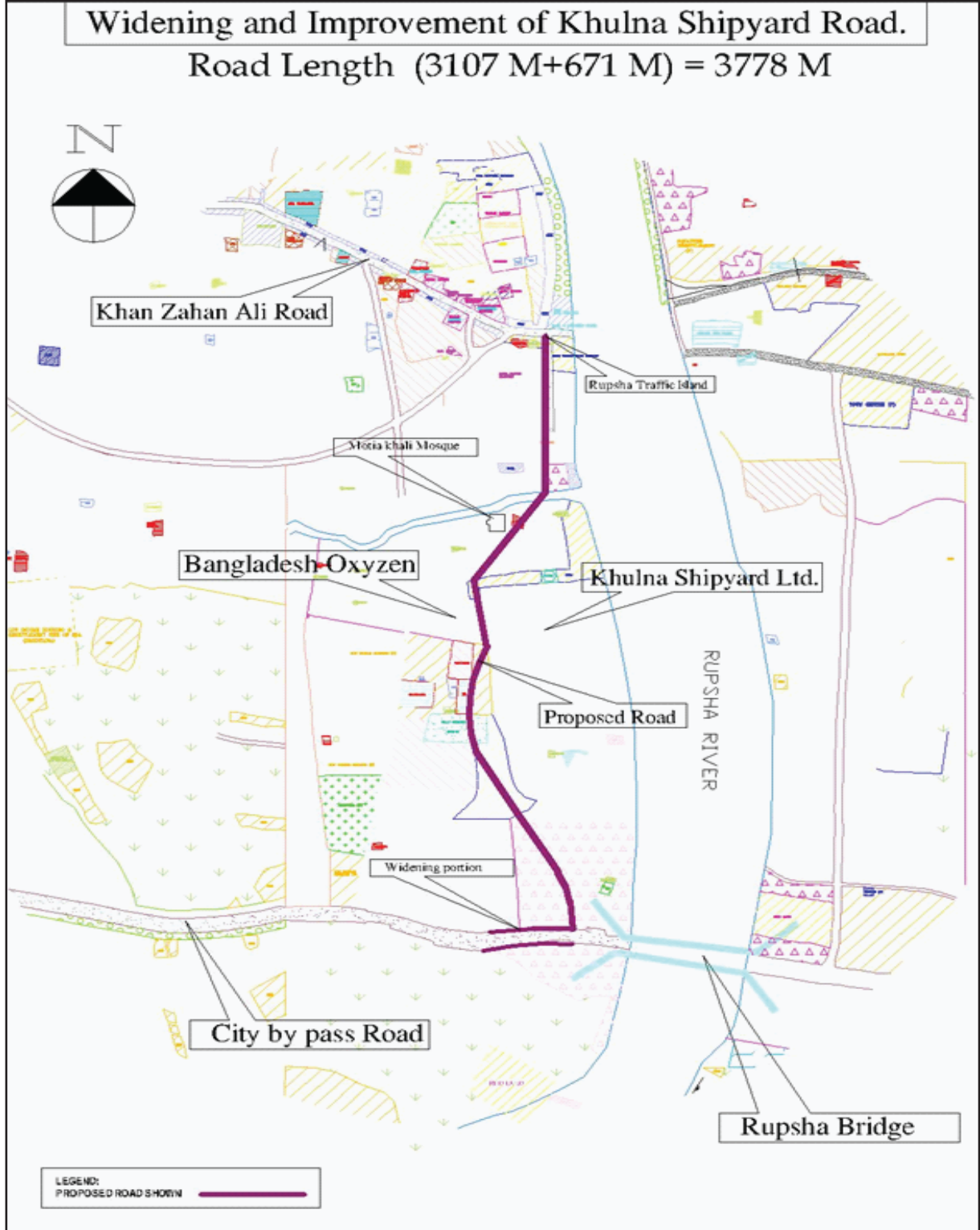
পরিকল্পিত ও নিয়ন্ত্রিত সর্বোপরি পরিবেশবান্ধব খুলনা মহানগরী গড়ে তোলার লক্ষ্যে খুলনা মাস্টার প্ল্যান এলাকার ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান প্রণয়নের কাজ চলছে। প্রকল্পটি ২০১৪ সালের জুন মাসের মধ্যে সমাপ্ত হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে নির্দিষ্ট এলাকা সমূহে পরিকল্পনার আওতায় একদিকে যেমন গণমুখী উন্নয়ন সম্প্রসারিত হবে, অন্যদিকে বাস্তবতার আলোকে বিবিধ ভূমি ব্যবহার, জলাধার সংরক্ষণ আইন ও অন্যান্য আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে সকল সংরক্ষণযোগ্য ভূমি সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে। যা হবে বর্তমান সরকারের ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অন্যতম মাইল ফলক।



খুলনা মাস্টার প্ল্যান এলাকার ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান

খুলনা শিপইয়ার্ড সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন

রূপসা ব্রিজ এ্যাপ্রোচ রোডের সাথে সরাসরি সংযোগ স্থাপন এবং প্রস্তাবিত রাস্তা সন্নিহিত নদীর পাড় বরাবর বিনোদন পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে ৩.৭৭৮ কিঃ মিঃ দৈর্ঘ্য এবং ৬০ ft ROW বিশিষ্ট রাস্তা নির্মাণ প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।



কেডিএ বর্ধিত ভবন নির্মাণ : বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কেডিএ ভবন পার্শ্বস্থ্য কেডিএ এভিনিউ সংলগ্ন এ বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ প্রকল্পটি সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হলেও ভৌগলিক অবস্থান, পারিপার্শ্বিকতা ও আয় বর্ধন গুরুত্ব বিবেচনায় ৬.৬৭ কাঠার পরিবর্তে ২৮.০০ কাঠা জায়গায় ১৫তলার পরিবর্তে ২০/২৫ তলা বিশিষ্ট ভবন নির্মাণের নতুন প্রস্তাবনা অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন।

নিরাদা আবাসিক এলাকায় বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স নির্মাণ : ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে নিরাদা আবাসিক এলাকায় ০৯ (নয়) তলা বিশিষ্ট বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন আছে।

রেস্ট হাউজ নির্মাণ : কেডিএ'তে বিভিন্ন সময় আগত অতিথিদের আবাসনের সুব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রেস্ট হাউজ নির্মাণ এবং কেডিএ'র কর্মকর্তা ও তাদের পরিবারের সামাজিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত প্রকল্পটির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন আছে।

ময়ূরী আবাসিক এলাকা উন্নয়ন : আবাসন সমস্যার নিরসনকল্পে চক আহসানখালি, চক মথুরাবাদ ও কৃষ্ণনগর মৌজায় ৫৪০ একর এলাকার মধ্যে প্রাথমিকভাবে ৯০ একর জমিতে ময়ূরী আবাসিক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে। ফ্লাট ও প্লট সম্বলিত এই প্রকল্পটিতে লেক, ওয়াকওয়ে, খেলার মাঠ, স্কুল-কলেজ, মসজিদ, কমিউনিটি সেন্টার, বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করা হবে। প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ কাজ চলমান আছে।

ডিজিটাল আর্কাইভস এন্ড ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার নির্মাণ : কেডিএ অফিসের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নথি ও নকশা আর্কাইভস এর মাধ্যমে সংরক্ষণ, দাপ্তরিক কাজে গতিশীলতা বৃদ্ধি সর্বোপরি জনগণকে দ্রুত নাগরিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্প সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পটির সফটওয়্যার তৈরী ও স্ক্যানিং এর কাজ চলছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বর্তমান সরকার ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গিকার বাস্তবায়নে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখবে।

খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আওতাধীন সরকারি অর্থে প্রস্তাবিত, সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহ

- ০১। সাতক্ষীরা সড়ক হতে সিটি বাইপাস সড়ক পর্যন্ত সংযোগ সড়কসহ তিনটি সংযোগ সড়ক নির্মাণ।
- ০২। বারাকপুর থেকে চন্দনীমহল পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।
- ০৩। শেখ রাসেল সিভিক সেন্টার নির্মাণ।
- ০৪। শিরোমনি শিল্প এলাকার সড়কসমূহ পুনঃনির্মাণ।
- ০৫। ফুলবাড়ী রেল ক্রসিং এ ওভারপাস নির্মাণ।

উপসংহার

কেডিএর এই সাফল্যের পিছনে রয়েছে বর্তমান সরকারের গতিশীল নেতৃত্ব ও মন্ত্রণালয়ের যুগোপযোগী দিক নির্দেশনা। খুলনা মহানগরীকে একটি তিলোত্তমা নগরে রূপদানের দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখেই কেডিএ খুলনার অপরাপর সরকারি/বে-সরকারি দপ্তর সমূহের ও জনগণের সহযোগিতা যেমন প্রত্যাশা করে, তেমনি অপার সম্ভাবনাময় এ মহানগরের উন্নয়নে সরকারের সমকালীন দৃষ্টিভঙ্গি অব্যাহত থাকুক, সেটিও প্রত্যাশা করে।

সাফল্যের পাঁচ বৎসর শীর্ষক পুস্তিকা প্রকাশের নিমিত্তে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রতিবেদন

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

দেশের উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নের নিমিত্তে ১৯৬৫ সালের ১৭ জুলাই, এক সরকারি আদেশের মাধ্যমে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। জন্মলগ্ন থেকেই নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর দেশের ছোট, বড়, মাঝারি শহর, নগর বন্দর ও শিল্প এলাকা সমূহের দীর্ঘ মেয়াদী ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা (ল্যান্ড ইউজ/মাষ্টার প্ল্যান) প্রণয়নের মাধ্যমে শহর এলাকার ভূমির পরিকল্পিত ব্যবহারের দিক নির্দেশনা প্রদান করে আসছে যা এলাকা সমূহের জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ অবদান রাখছে। বিগত ০৫ (পাঁচ) বৎসর নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর ২টি প্রকল্পের আওতায় সিলেট ও বরিশাল বিভাগীয় শহরের মাষ্টার প্ল্যান এবং কক্সবাজার অঞ্চলের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে।



চিত্র: নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের অফিস ভবন, ৮২ সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

ভূমিকা

১৯৬৫ সালের ১৭ জুলাই নগরায়ন, ভূমি ব্যবহার ও ভৌত পরিকল্পনা বিষয়ক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। জন্মলগ্ন থেকেই নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর দেশের ছোট, বড়, মাঝারি শহর, নগর বন্দর ও শিল্প এলাকাসমূহের ল্যান্ড ইউজ/ মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়নের মাধ্যমে শহর এলাকায় ভূমির পরিকল্পিত ব্যবহারের দিক নির্দেশনা প্রদান করে আসছে। আশির দশকে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির সহযোগিতায় ন্যাশনাল ফিজিক্যাল প্ল্যানিং প্রকল্প-১ম ও ২য় পর্যায়ে এবং আরবান হাউজিং পলিসি এন্ড প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প-১ম ও ২য় পর্যায়ে শীর্ষক কারিগরি সহায়তায় ৫০টি জেলা শহর/পৌরসভা এবং ৩৯২টি উপজেলা শহরের ল্যান্ড ইউজ/মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়ন করেছে। অধিদপ্তরের নিজস্ব জনবল দ্বারা ২০০০ সাল থেকে এ যাবৎ ২২ টি উপজেলা শহর/পৌরসভার ল্যান্ড ইউজ মাষ্টার প্ল্যান কাজ সম্পন্ন করেছে। জন্মলগ্ন থেকেই নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর দেশের ছোট, বড়, মাঝারি শহর, নগর বন্দর ও শিল্প এলাকা সমূহের দীর্ঘ মেয়াদী ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা (ল্যান্ড ইউজ/মাষ্টার প্ল্যান) প্রণয়নের মাধ্যমে শহর এলাকার ভূমির পরিকল্পিত ব্যবহারের দিক নির্দেশনা প্রদান করে আসছে যা অত্র এলাকাসমূহের জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ অবদান রাখছে। বিগত ০৫ (পাঁচ) বছরে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর সিলেট ও বরিশাল বিভাগীয় শহর এবং কক্সবাজার পর্যটন অঞ্চলের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে।

১. প্রধান কার্যপরিধি

- (ক) নগরায়ন, নগর এলাকার ভূমির সুষ্ঠু ব্যবহার ও ভূমি উন্নয়ন বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করা।
- (খ) দেশের ৪টি মেট্রোপলিটন সিটি যথা-ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা ব্যতিরেকে সকল নগর এলাকার মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়ন, নগর এলাকার অভ্যন্তরে এলাকাভিত্তিক বিস্তারিত ভূমি ব্যবহার নকশা ও অঞ্চলভিত্তিক প্ল্যান প্রণয়ন ও সমন্বয় সাধন করা।
- (গ) ভবিষ্যৎ নগর উন্নয়নের স্থান ও ধারা নির্ধারণের জন্য আর্থ-সামাজিক গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহ করা।

- (ঘ) নগর উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন খাতভিত্তিক কর্মসূচি তৈরিকরণ এবং জাতীয় কাউন্সিল হতে অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং উক্ত কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নের জন্য স্থান নির্ধারণসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থা সমূহকে সহায়তা করা।
- (ঙ) মানববসতি উন্নয়ন পরিকল্পনাকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে আন্তর্জাতিক কারিগরি সাহায্য বিষয়ক কর্মসূচি বাস্তবায়নে দেশে ফোকাল পয়েন্ট ও প্রতিকল্প সংস্থা হিসেবে কার্যাদি সম্পাদন করা।
- (চ) জনসাধারণের মাঝে ভৌত পরিকল্পনা, নগরায়ন ও মানববসতি সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সেমিনার/ওয়ার্কসপ এর আয়োজন করা এবং নগরায়ন ও মানববসতি সংক্রান্ত গবেষণালব্ধ বিষয়ে প্রকাশনা বের করা।
- (ছ) পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিষয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

৩. জনবল

পদ	অনুমোদিত পদ সংখ্যা	কর্মরত পদ সংখ্যা কর্মকর্তা/কর্মচারী	শূন্য পদ
প্রথম শ্রেণি	৪১	২৪	১৭
দ্বিতীয় শ্রেণি	০২	০২	০০
তৃতীয় শ্রেণি	১১৪	৮৭	২৭
চতুর্থ শ্রেণি	৫৯	৫১	০৮
সর্বমোট =	২১৬	১৬৪	৫২

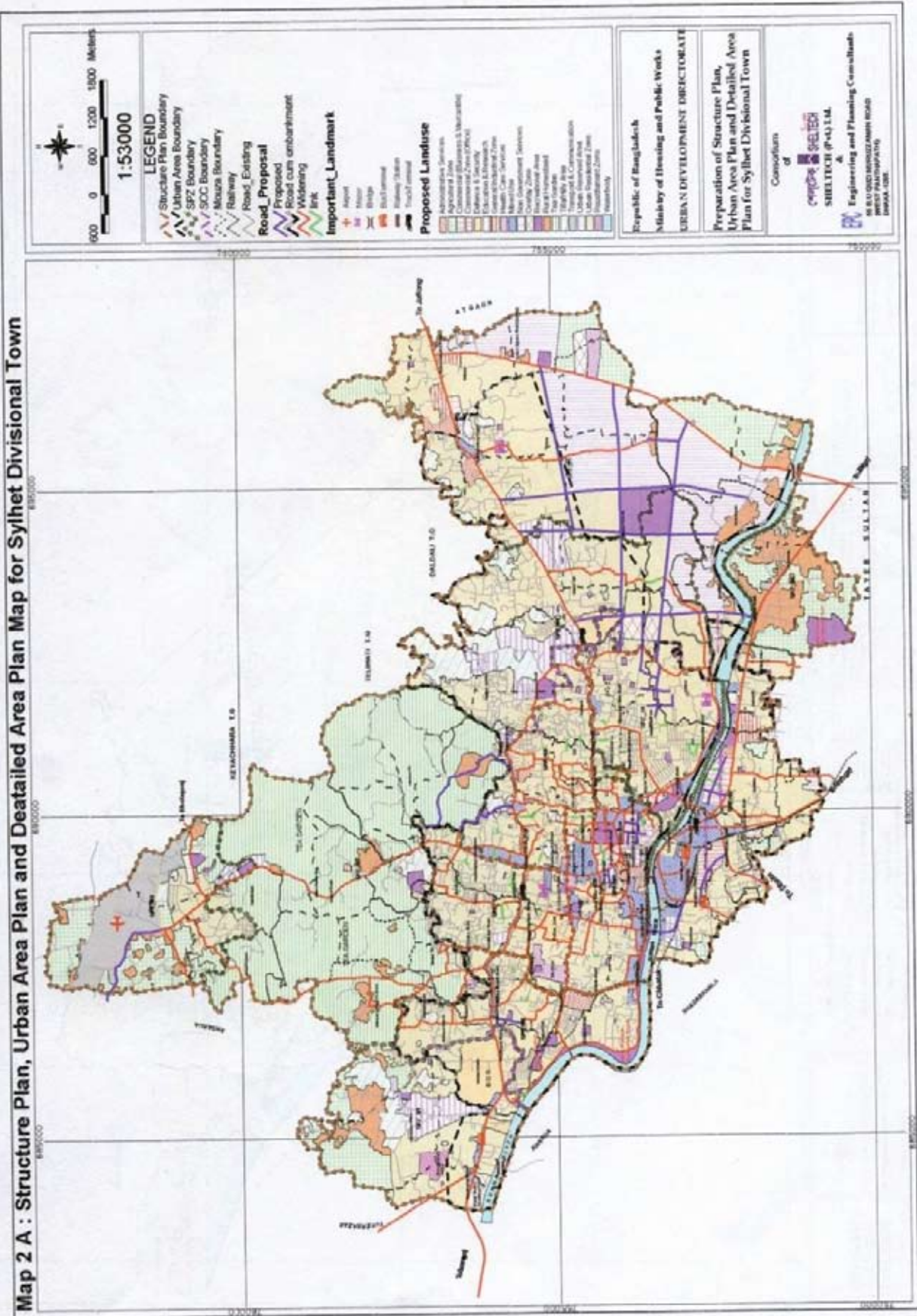
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রকল্প ও গবেষণা কার্যক্রমসমূহ

বিগত ০৫ (পাঁচ) বছরে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর দু'টি প্রকল্পের আওতায় সিলেট ও বরিশাল বিভাগীয় শহরের মাষ্টার প্ল্যান এবং কল্লাবাজার পর্যটন অঞ্চলের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। উক্ত প্রকল্প সমূহের বিস্তারিত তথ্য নিম্নে উল্লেখ করা হল :

১। প্রকল্পের নাম : সিলেট ও বরিশাল বিভাগীয় শহরের ষ্ট্রাকচার প্ল্যান, মাষ্টার প্ল্যান ও ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান প্রণয়ন প্রকল্প।

সিলেট নগরীর মহাপরিকল্পনা : পরিকল্পিত নগরায়নের মহান ব্রত নিয়ে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর সুদীর্ঘ ২০ বছরের পুরাতন মাষ্টার প্ল্যান সংশোধন করে সিলেট বিভাগীয় শহরের জন্য একটি আধুনিক ও যুগোপযোগী মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করেছে। বর্তমান বিশ্বে নগর আধুনিক সভ্যতা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রাণ কেন্দ্র হলেও অপ্রতিহত নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে নাগরিক জীবন আজ দুর্বিষহ। পল্লী অঞ্চলে বেকারত্ব ও দারিদ্রের চাপে এবং নগরায়নের বহুমুখী সুযোগ সুবিধার আর্কষণে অবিরত গ্রাম-নগর অভিগমন হচ্ছে ফলে ক্রমাগত বেড়ে চলেছে নগরের পরিধি, বিনষ্ট হচ্ছে সামাজিক ও ভৌত পরিবেশ, বেড়ে চলেছে পরিবহন ও আবাসিক সংকট এবং প্রতিনিয়তই বৃদ্ধি পাচ্ছে অত্যাবশ্যকীয় নাগরিক সুবিধা সংকট। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমন্ডিত সিলেট শহর ও বাংলাদেশের অন্যান্য শহরগুলো থেকে ব্যতিক্রম নয়। অতিসম্প্রতি সিলেট বিভাগীয় শহরে রূপান্তরিত হওয়ায় এর প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে, শিল্প, বাণিজ্য এবং শিক্ষা প্রসারের ফলে শহরটি নগরপুঞ্জের রূপ লাভ করেছে। তাই সিলেট শহরকে পরিকল্পিত ও সুবিন্যস্তভাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এই মহাপরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে যার মূল উদ্দেশ্য হলো যাবতীয় নাগরিক সুবিধার প্রতিফলন ঘটিয়ে কার্যকর, বাসযোগ্য এবং স্বাস্থ্যসম্মত এমন একটি ভবিষ্যৎ নগরীর ভিত্তি তৈরি করা যাতে প্রতিফলিত হবে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি। সিলেট শহরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার স্তরগুলো হলো ষ্ট্রাকচার প্ল্যান, মাষ্টার প্ল্যান ও ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান। ম্যাপ-০১ এ সিলেট বিভাগীয় শহরের ষ্ট্রাকচার প্ল্যান দেখানো হয়েছে।

Map 2 A : Structure Plan, Urban Area Plan and Detailed Area Plan Map for Sylhet Divisional Town



বরিশাল নগরীর মহাপরিকল্পনা : অবিভক্ত বাংলার এক কালে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের অন্যতম পীঠস্থান বরিশাল কালের প্রবাহে দক্ষিণ বাংলার বিভাগীয় শহর বরিশাল মহানগরীতে রূপান্তরিত হওয়ায় এর অবয়বের পরিবর্তন হচ্ছে। বিশেষ করে উপকূলীয় এই শহরের সার্বিক ব্যবস্থাপনা, সুযোগ-সুবিধার প্রসার ও পরিকল্পিত নগরায়ন ও উন্নয়ন কতটুকু হয়েছে তা বিবেচনার অবকাশ রাখে। বিশ্বের সর্বত্র আজ নানাবিধ নাগরিক সুযোগ-সুবিধার খোঁজে অনুন্নত/অপেক্ষাকৃত স্বল্পোন্নত গ্রামঞ্চলের মানুষ শহর অভিমুখে ভীড় করে চলছে। অপ্রতিরোধ্য এই জনগোষ্ঠীর চাপে বাংলাদেশের নগরজীবনেও নেমে এসেছে নানাবিধ বিপর্যয়। বিভাগীয় শহরের মর্যাদা লাভ করার পর এমনিতেই বরিশাল শহরে একটা বাড়তি প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। তার ওপর ক্রমাগত এই অভিবাসীদের নানাবিধ চাহিদা, সামাজিক, ভৌত বা প্রাকৃতিক পরিবেশ সর্বত্রই সৃষ্ট সমস্যাাদি ক্রমান্বয়ে প্রকট হয়ে চলছে। এ প্রেক্ষাপটে দেশের অন্যতম প্রধান এই বিভাগীয় শহরের ভবিষ্যৎ গুরুত্ব অনুধাবন করে বাংলাদেশ সরকার নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের উদ্যোগে এই শহরের জন্য একটি দীর্ঘ মেয়াদী মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করেছে। নগর পরিকল্পনার আধুনিকতম প্রয়োগ রীতি অনুসরণ করে এই শহরের জন্য তিন স্তর বিশিষ্ট নগর পরিকল্পনা অর্থাৎ স্ট্রাকচার প্ল্যান, মাস্টার প্ল্যান ও ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে। ম্যাপ-০২ এ বরিশাল বিভাগীয় শহরের স্ট্রাকচার প্ল্যান দেখানো হয়েছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- ১। শহরের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কাঠামো নির্ধারণ
- ২। দীর্ঘ মেয়াদে জনসংখ্যাকে সুবিন্যাস্ত করে শহরের সম্প্রসারণকে কাজিত পর্যায়ে রাখা
- ৩। শহরের বর্তমান সমস্যা পর্যালোচনা ও উত্তরণের উপায়ে নির্ধারণ
- ৪। ভূমির সর্বোচ্চ পরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিত করা ও নিয়ন্ত্রণ করার উপায় খুঁজে বের করা
- ৫। শহরের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের দিক নির্দেশনা ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও তার আশু বাস্তবায়নের সুপারিশ প্রদান

জুন ২০১০ পর্যন্ত প্রকল্পের মোট ব্যয় : ৫৪৪.৬৭ লক্ষ টাকা

সামগ্রিক আর্থিক অগ্রগতি : ৯৮.৭%, ভৌত অগ্রগতি: ১০০%

নিচের ছকে প্রকল্পের তথ্যাদি উপস্থাপন করা হলো

ক্র. নং	অঙ্গের নাম	বিবরণ
০১.	প্রকল্পের নাম	Preparation of Structure Plan, Master Plan and Detailed Area Plan for Sylhet & Barisal Divisional Town.
০২.	প্রকল্প ব্যয়	মূল : ৫,৫১৯০ (পাঁচ কোটি একান্ন লক্ষ নব্বই হাজার) কোটি টাকা।
০৩.	প্রকল্প এলাকা	বরিশালঃ ১৮,৬৭০ একর সিলেট : ২১,০৩৯ একর
০৪.	প্রকল্প মেয়াদ	জুলাই' ২০০৫ হতে জুন ২০১০ পর্যন্ত
০৫.	অর্থের উৎস	জিওবি
০৬.	পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের নাম	বরিশালঃ ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড প্ল্যানিং কনসালটেন্টস লিঃ সহযোগী প্রতিষ্ঠান : শেলটেক কনসালটেন্টস (প্রাঃ) লিমিটেড সিলেটঃ শেলটেক (প্রাঃ) লিমিটেড ও ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড প্ল্যানিং কনসালটেন্টস লিঃ
০৭.	কাজের পরিধি	প্রকল্প এলাকার স্ট্রাকচার প্ল্যান, মাস্টার প্ল্যান ও ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান প্রণয়ন।

Map 3a: Structure Plan, Urban Area Plan and Detailed Area Plan of Barisal Divisional Town



UDD at a Glance

9

২. প্রকল্পের নাম : ‘প্রিপারেশন অব ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান অব কক্সবাজার টাউন এন্ড সি-বিচ আপ টু টেকনাফ’।

কক্সবাজার উন্নয়ন পরিকল্পনা : কক্সবাজার বাংলাদেশের অন্যতম সি-বিচ টাউন এবং পৃথিবীর দীর্ঘতম প্রাকৃতিক সমুদ্র সৈকত হিসেবে পরিচিত। কক্সবাজারকে একটি আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর ‘প্রিপারেশন অব ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান অব কক্সবাজার টাউন এন্ড সি-বিচ আপ টু টেকনাফ’ শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন করছে। আগামী ২০ বৎসরের জন্য কক্সবাজার শহর, কক্সবাজার হতে টেকনাফ পর্যন্ত সমুদ্র সৈকত, মহেশখালী পৌরশহর ও সেন্টমার্টিন দ্বীপ এলাকার পর্যটন শিল্প বিকাশের জন্য ও সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রকল্প এলাকায় প্রায় ৭৯,৬৫৭ একর জায়গায় পরিকল্পিত ভূমি ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এই প্রকল্পের লক্ষ্য। ম্যাপ -০৩ এ কক্সবাজার বিভাগীয় শহরের স্ট্রাকচার প্ল্যান দেখানো হয়েছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- ১। কক্সবাজার শহরের স্ট্রাকচার প্ল্যান ও এ্যাকশন এরিয়া প্ল্যান প্রণয়ন
- ২। কক্সবাজার হতে টেকনাফ পর্যন্ত ইকোট্যুরিজম এলাকার স্ট্রাকচার প্ল্যান ও এ্যাকশন এরিয়া প্ল্যান তৈরি
- ৩। কক্সবাজার শহর, কক্সবাজার শহর হতে টেকনাফ পর্যন্ত সমুদ্র সৈকত, মহেশখালী পৌর শহর ও সেন্টমার্টিন দ্বীপের ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণের জন্য নীতিমালা তৈরি
- ৪। প্রকল্প এলাকায় বিচ ট্যুরিজম, কালাচারাল ট্যুরিজম, রিক্রিয়েশনাল ট্যুরিজম, সিটি বেজড ট্যুরিজম ও ইকোট্যুরিজম এর জন্য উপযুক্ত এলাকা চিহ্নিতকরণ
- ৫। প্রকল্প এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়নের জন্য কালাচারাল প্যাটার্ন ও কোস্টাল ক্যারেক্টেরিস্টিকসমূহ চিহ্নিতকরণ
- ৬। বিচ ট্যুরিজম, কালাচারাল ট্যুরিজম, রিক্রিয়েশনাল ট্যুরিজম, সিটি বেজড ট্যুরিজম ও ইকোট্যুরিজম বিকাশ ও টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও কৌশল প্রণয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন
- ৭। প্রকল্প এলাকার সার্বিক উন্নয়ন, আর্থিক প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান, বাসস্থান, উন্মুক্ত স্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিনোদনে নিয়োজিত বিভিন্ন সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের জন্য Standard Design করা।
- ৮। প্রকল্প এলাকার উন্নয়ন কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ করা

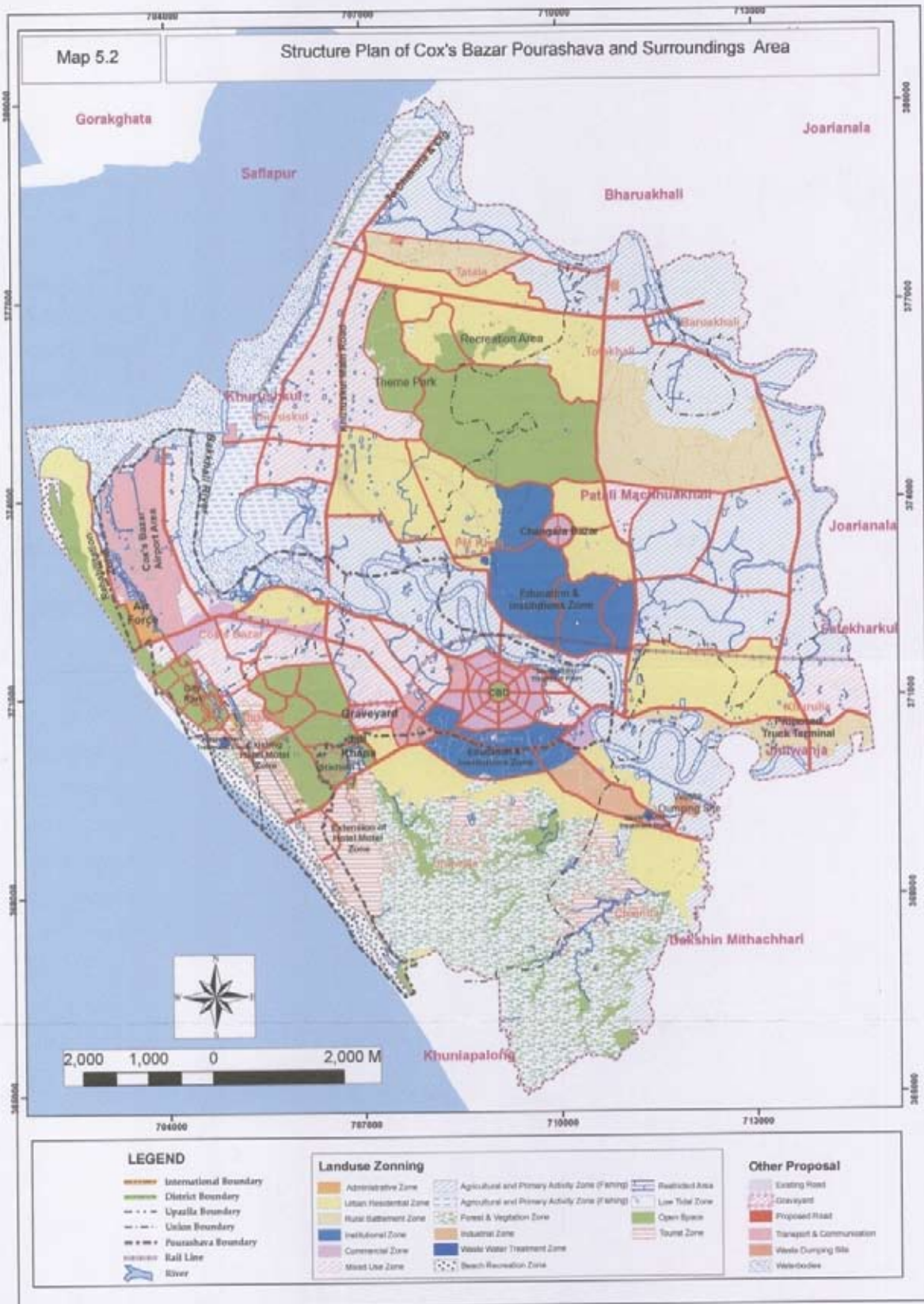
জুন ২০১১ পর্যন্ত প্রকল্পের মোট ব্যয় : ৩৪৮.৬৭১ লক্ষ টাকা

সামগ্রিক আর্থিক অগ্রগতি: ৯৭.১৮%, ভৌত অগ্রগতি: ১০০%

নিচের ছকে প্রকল্পের তথ্যাদি উপস্থাপন করা হলো

ক্র. নং	অঙ্গের নাম	বিবরণ
০১.	প্রকল্পের নাম	Preparation of Development Plan of Cox's Bazar town and Sea Beach up to Teknaf
০২.	প্রকল্প ব্যয়	মূলঃ ৩.৮৪৭ (তিন কোটি চুরাশি লক্ষ সত্তর হাজার) কোটি টাকা। সংশোধিতঃ ৩.৫৮১ (তিন কোটি আটাল্ল লক্ষ দশ হাজার) কোটি টাকা।
০৩.	প্রকল্প এলাকা	৭৯,৬৫৭ একর (কক্সবাজার শহর এবং কক্সবাজার হতে টেকনাফ পর্যন্ত সমুদ্র সৈকত, সেন্ট মার্টিন দ্বীপ ও মহেশখালী পৌরসভা অন্তর্ভুক্ত)।
০৪.	প্রকল্প মেয়াদ	জানুয়ারি ২০০৯ হতে জুন ২০১১ পর্যন্ত।
০৫.	অর্থের উৎস	জি ও বি
০৬.	পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের নাম	Sheltech Consultant Pvt. Ltd In association with Srejanee Upadeshta Ltd. Survey 2000, Arc Bangladesh Ltd.
০৭.	কাজের পরিধি	প্রকল্প এলাকার স্ট্রাকচার প্ল্যান ও এ্যাকশন এরিয়া প্ল্যান প্রণয়ন।

Map-4: Preparation of Development Plan of Cox's Bazar Town and Sea Beach up to Teknaf



৩. Mymensingh Strategic Development Plan (MSDP), 2011-2031 শীর্ষক প্রকল্প

সিডিএমপি-২ (সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি) এবং নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর যৌথভাবে Mainstreaming Disaster Risk Prevention Measures into Comprehensive Land Use Planning and Management এর জন্য বিশ বছর মেয়াদী (২০১১-২০৩১) ময়মনসিংহ পৌরসভা এবং সংলগ্ন এলাকার কৌশলগত উন্নয়ন পরিকল্পনা (Mymensingh Strategic Development Plan-MSDP) ও দীর্ঘ মেয়াদী ভূমি-ব্যবহার ব্যবস্থাপনা প্রণয়নের জন্য সমগ্র দেশে বাস্তবায়নের নিরিখে Model হিসেবে এই পাইলট প্রজেক্ট গ্রহণ করেছে।

সিডিএমপি-২ এর ব্যাপক কার্যক্রমের মাধ্যমে দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস এবং জলবায়ু পরিবর্তন জনিত বিরূপ প্রভাব মোকাবেলার জন্য সমস্ত স্টেক-হোল্ডারদের সম্পৃক্ত করে জাতীয় পর্যায়ে থেকে তৃণমূল পর্যায়ের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলার এক অপরিসীম ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে। বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণসহ বিভিন্ন সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সিডিএমপি-২ এর কার্যক্রমের বাস্তব চিত্র সুচারুরূপে পরিষ্কৃতিত হয়েছে। অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পরিচালিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সিডিএমপি-২ এবং নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকে পারস্পারিক সহযোগিতার ক্ষেত্র চিহ্নিত হয়েছে; যার ফলশ্রুতিতে সিডিএমপি-১ এর মাধ্যমে গৃহিত নীতিমালা ও বিধিমালা সমূহের প্রায়োগিক দিকসমূহ দীর্ঘ মেয়াদী ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমগ্র দেশের সামনে মডেল হিসেবে ময়মনসিংহ শহর ও শহরতলী এলাকাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ময়মনসিংহ শহর বাংলাদেশের মধ্যে সর্বোচ্চ মাত্রার ভূমিকম্প ঝুঁকির মধ্যে অবস্থিত। ইতোমধ্যে প্রকল্প সম্পর্কে সচেতনতা এবং অংশগ্রহণের নিমিত্তে শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতা এবং অবিভাবকগণের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে PRA কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। উপরন্তু প্রকল্প এলাকাভূক্ত ১০ (দশ) টি ইউনিয়নের পরিষদের চেয়ারম্যানসহ অন্যান্য মেম্বারগণের উপস্থিতিতে PRA কার্যক্রম শেষ হয়েছে। ময়মনসিংহ পৌরসভার ০৫ (পাঁচ) টি ওয়ার্ডে সফলভাবে PRA কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। MSDP প্রকল্পের মাধ্যমে এ প্রথম কতিপয় Dimension (মাত্রা) কে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

- ভূ-অভ্যন্তরীণ কাঠামো (Geo-morphological Structure)
- জনগণের অংশগ্রহণের জন্য PRA (Participatory Rural Appraisal) পদ্ধতি অবলম্বন
- 3-D (Three Dimensional) GIS Survey.
- Social Dynamics of Social Space
- Historical Pattern of Spatial Transformation.
- Mail Questionnaire এর মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদান



ছবিঃ চিত্র আকা



ছবিঃ চর্জা কর্মসূচী



মানচিত্রঃ গবাউচ প্রকল্প এলাকা



ছবিঃ মেয়র ও কমিশনারগণের সাথে সভা



৪। বাংলাদেশে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়নে দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমনের অন্তর্ভুক্তি- UDD-ADPC যৌথ গবেষণা দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমনের বিষয়টি ভবিষ্যতে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে কীভাবে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে এ বিষয়ে যথাযথ দিকনির্দেশনা প্রণয়নের লক্ষ্যে থাইল্যান্ডের ব্যাকংক ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান Asian Disaster Preparedness Centre (ADPC) এবং নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর যৌথভাবে Integration of Disaster Risk Reduction into Physical/Landuse Planning in Bangladesh শীর্ষক গবেষণাধর্মী কাজটি সম্পন্ন করার জন্য বিগত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর করে। উক্ত স্মারকের প্রেক্ষিতে ৪ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে উভয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত সমঝোতা স্মারক এবং স্বাক্ষরিত চুক্তির আলোকে এবং নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর আলোচ্য গবেষণা কাজটি সম্প্রতি সমাপ্ত করে।

কাজটি সম্পাদনের প্রাথমিক পর্যায়ে দশ সদস্য বিশিষ্ট একটি Technical Working Group (TWG) গঠন করা হয়। নগর উন্নয়ন দপ্তরের পরিচালক এই কমিটির চেয়ারম্যান এবং উপ-পরিচালক (ভৌত পরিকল্পনা) কো-অর্ডিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ দুর্যোগ প্রশমন ও মোকাবেলায় কর্মরত কর্মকর্তা বা এসব ক্ষেত্রে গবেষণায় নিয়োজিত বিশেষজ্ঞগণকে এই কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনয়ন প্রদান করা হয়। গবেষণা কাজের যাবতীয় কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন এবং সফল সমাপ্তিতে এই কমিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গবেষণা কাজের দ্বিতীয় পর্যায়ে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (চউক), খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (খউক) ও রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাউক) কর্তৃক প্রণীত মাস্টার প্ল্যান এবং রাজউক কর্তৃক প্রণীত ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান (DAP) অধ্যয়ন করা হয় এবং এই সকল পরিকল্পনায় দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমনে কী ধরনের দিক-নির্দেশনা রয়েছে তার উপর একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। একইসঙ্গে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত জেলা, উপজেলা এবং পৌরসভা মাস্টার প্ল্যানের একই বিষয়ে প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। এছাড়াও পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রস্তাবনা অধ্যয়ন করা হয় এবং এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। এসব পরিকল্পনায় দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমনকে কীভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে অথবা আদৌ করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হয়।

গবেষণা কাজের তৃতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশে যেসব দুর্যোগ অতীতে সংঘটিত হয়েছে অথবা সংঘটনের সম্ভাবনা রয়েছে বলে ধারণা করা যায় এরূপ দুর্যোগের একটি তালিকা প্রণয়ন করা হয়। এক্ষেত্রে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক যে বারটি দুর্যোগের উল্লেখ করা হয়েছে, এই গবেষণার সঙ্গে সম্পৃক্ত পরিকল্পনাবিদদের মতামতের ভিত্তিতে আরও দুইটিসহ মোট চৌদ্দটি দুর্যোগের তালিকা প্রণয়ন করা হয়। দুর্যোগের ধরণ, এর মাত্রা এবং বছরভিত্তিক সম্ভাব্য দুর্যোগ সংঘটনের সংখ্যা (frequency) ইত্যাদি বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়নে এসব দুর্যোগ মোকাবেলায় কী ধরনের নীতিমালা প্রণয়ন করা

যেতে পারে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রণয়ন করা হয়। গবেষণা কাজের চতুর্থ পর্যায়ে বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব ও মাত্রা নির্ণয়ে এবং ঝুঁকি প্রশমনে করণীয় বিভিন্ন ধাপ নির্ণয়ের জন্য একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। ইউডিডির পকিঙ্গনাবিদ ছাড়াও দেশের বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মরত পরিকল্পনাবিদসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে শিক্ষা ও গবেষণায় নিয়োজিত বিশেষজ্ঞগণ এই কর্মশালায় অংশ গ্রহণ করেন। কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা অনুযায়ী ভবিষ্যতে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়নে দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমনের বিষয়টি সংযুক্ত করার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণের নিমিত্তে একটি Methodology'র প্রস্তাবনাসহ খসড়া গবেষণা প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। গবেষণা কাজের শেষ পর্যায়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরে কর্মরত বিশেষজ্ঞগণের মতামত গ্রহণের জন্য দিনব্যাপী “পরামর্শ সংলাপ” (Advocacy Dialogue) এর আয়োজন করা হয়। উক্ত সংলাপ থেকে প্রাপ্ত পরামর্শগুলি TWG এর অনুমোদনক্রমে গবেষণা প্রতিবেদনের পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন এবং প্রয়োজনীয় সংযোজন-বিরোধের মাধ্যমে অধিকতর গ্রহণযোগ্য ও সমৃদ্ধ করা হয়। প্রণীত গবেষণা প্রতিবেদনটি বর্তমানে এডিপিসি কর্তৃক পুস্তিকা আকারে প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে।





ছবিঃ পরামর্শ সংলাপে উপস্থিত প্রধান অতিথি গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. খোন্দকার শওকত হোসেন, বিশেষ অতিথি বি.আ.পি সভাপতি ড. গোলাম রহমান এবং সভাপতি, পরিচালক, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, জনাব আবুল হাসানাত ফুয়াদ

৫.০ গলাচিপা পৌরসভার মাষ্টার প্ল্যান/ল্যান্ড ইউজ প্ল্যান

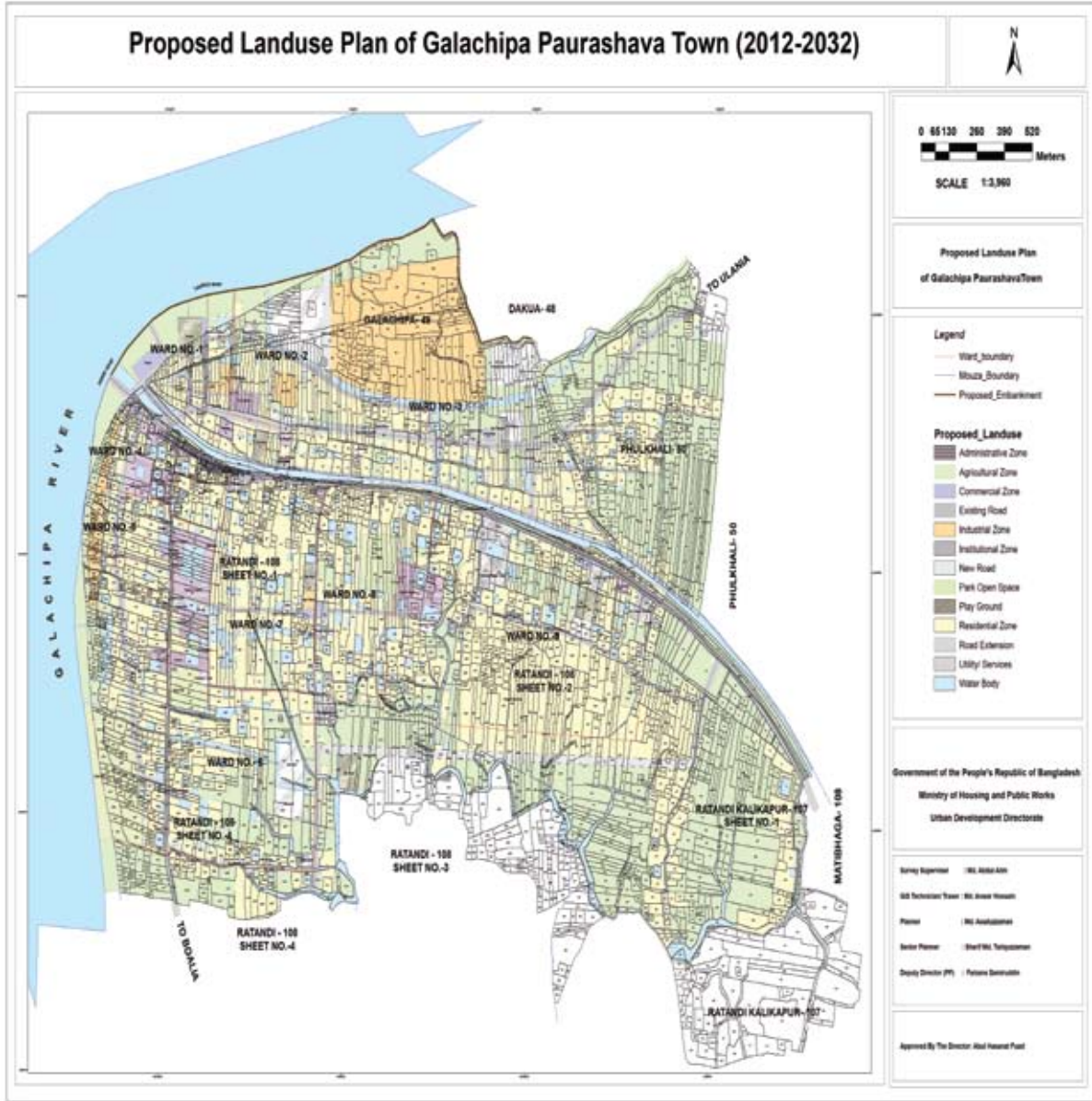
গলাচিপা পৌরসভা পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা উপজেলায় অবস্থিত। গলাচিপা পৌরসভাটি মোট আয়তন ৮.৫২ বর্গ কিলোমিটার পৌরসভা ২০০১ এর লোক সংখ্যা ছিল ২২৩০১ জন। গলাচিপা পৌরসভার প্রণীত মাষ্টার প্ল্যান/ল্যান্ড ইউজ প্ল্যান মেয়াদ ২০৩২ সাল পর্যন্ত। এই ২০৩২ সালের জনসংখ্যা প্রক্ষেপণ করে গলাচিপা পৌরসভার ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। নিচের টেবিলে প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার এর পরিমাণ দেখানো হলো।

টেবিল : মাষ্টার প্ল্যান/ল্যান্ড ইউজ প্লানে প্রস্তাবিত ভূমির ব্যবহারের পরিমাণ।

SL. No.	Landuse Category	Area in Acres	%
01	Administrative Services	29.56	1.89
02	Agricultural Zone	453.66	29.09
03	Commercial Zone	14.016	0.89
04	Existing Road Network	61.78	3.96
05	Proposed Road Network	23.46	1.5
06	Road Extension	79.94	5.13
07	Industrial Zone	89.78	5.76
08	Institutional Zone	17.78	1.14
09	Park and Open Space	39.66	2.54
10	Play Ground	11.77	0.75
11	Residential Zone	552.75	35.45
12	Utility and services	38.97	2.50
13	Water body	145.89	9.36
	Total	1559.02	100

পৌরসভার প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ধরনের সুবিধাদি প্রস্তাবনার ক্ষেত্রে একটি পরিকল্পনা মানদণ্ড তৈরি করা হয়েছে। এই মানদণ্ড এর মাধ্যমে ২০৩২ সালের জনসংখ্যা প্রক্ষেপণ হিসেবে করে বিভিন্ন সুবিধাদির জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি প্রস্তাবনা দেয়া হয়েছে। ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে ল্যান্ড ইউজ ম্যাপিং প্রণয়ন করা হয়েছে। ল্যান্ড ইউজ ম্যাপিং এর মাধ্যমে কোন জোনে কী ধরনের ভূমি ব্যবহারের এবং স্থাপনার অনুমোদন দেওয়া যাবে তার নির্দেশনা পাওয়া যাবে। উক্ত প্রস্তাবনা চূড়ান্তকরণের পূর্বে পৌর মেয়র ও কাউন্সিলরদের মতামত প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

পৌরসভার জলাবদ্ধতা দূরীকরণের এই মাস্টার প্যানের সাথে একটি ড্রেনেজ প্যান প্রণয়ন করা হয়েছে যার আলোকে পৌরসভার বেশ কিছু ড্রেন এর কাজ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এই পরিকল্পনায় বিভিন্ন সেক্টর ভিত্তিক পলিসি প্রণয়ন করা হয়েছে।



৬.০ নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা আইন-২০১২

দেশে পরিকল্পিত সূষ্ঠ ভূমি ব্যবহার নিশ্চিতকরণ তথা ভূমির অপব্যবহার রোধ করে পরিকল্পিত নগরায়নের জন্য নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর মাস্টার প্যান/ভূমি ব্যবহার প্ল্যান অনুসরণ করার আইনগত ভিত্তি হিসাবে “নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা আইন-২০১২” (Urban & Regional Planning Act-2012) শীর্ষক একটি আইনের খসড়া প্রণয়ন করেছে, ঢাকা গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে।

প্রকল্পের নাম : Mymensingh Strategic Development Plan (MSDP) 2011-2031

প্রকল্পের মেয়াদ : জুন, ২০১৪

প্রকল্পের শুরু : মার্চ, ২০১১

প্রকল্প এলাকা : ৬৯০২৪.৭৪ একর

১। ভূমিকা : সিডিএমপি-২ (সমন্বিত দুর্ভোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি) এবং নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর যৌথভাবে Mainstreaming Disaster Risk Reduction Measures into Comprehensive Land Use Planning and Management এর জন্য বিশ বছর মেয়াদী (২০১১-২০৩১) ময়মনসিংহ পৌরসভা এবং সংলগ্ন এলাকার কৌশলগত উন্নয়ন পরিকল্পনা (Mymensingh Strategic Development Plan-MSDP) ও দীর্ঘ মেয়াদী ভূমি-ব্যবহার ব্যবস্থাপনা প্রণয়নের জন্য সমগ্র দেশে বাস্তবায়নের নিরিখে Model হিসাবে এই পাইলট প্রজেক্ট গ্রহণ করেছে।

সিডিএমপি-২ এর ব্যাপক কার্যক্রমের মাধ্যমে দুর্ভোগের ঝুঁকিহ্রাস এবং জলবায়ু পরিবর্তন জনিত বিরূপ প্রভাব মোকাবেলার জন্য সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ত করে জাতীয় পর্যায় থেকে তনমূল পর্যায়ের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলার এক অপরিসীম ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ময়মনসিংহ শহর বাংলাদেশের মধ্যে সর্বোচ্চ মাত্রার ভূমিকম্প ঝুঁকির মধ্যে অবস্থিত। বাংলাদেশে এই প্রথমবারের মতো ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনায় ভূমিকম্পসহ সার্বিক ঝুঁকি হ্রাস বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা থেকে উদ্ভূত সংকলিত Planning module-টি পরবর্তীতে সমগ্র বাংলাদেশে “Risk Sensitive Land Use Plan” প্রণয়নে মডেল হিসেবে কাজ করবে। তজ্জন্য, MSDP প্রকল্পের মাধ্যমে এ প্রথম কতিপয় Dimension (মাত্রা) কে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

- ভূ-অভ্যন্তরীণ কাঠামো (Geo-morphological Structure)
- জনগণের অংশগ্রহণের জন্য চজঅ (Participatory Rapid Appraisal) পদ্ধতি অবলম্বন
- ৩-উ (Three Dimensional) GIS Survey
- Social Dynamics of Social Space
- Historical Pattern of Spatial Transformation

২। MSDP প্রকল্পের উদ্দেশ্য

সমন্বিত ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনা দুর্ভোগের ঝুঁকিহ্রাস বিশেষ করে ভূমিকম্পের ঝুঁকি হ্রাসের কৌশল অন্তর্ভুক্ত করণের নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের বাস্তবভিত্তিক প্রায়োগিক জ্ঞান প্রদানের মাধ্যমে কারিগরী দক্ষতা বৃদ্ধি করে ময়মনসিংহ শহর ও শহরতলী এলাকার কৌশলগত উন্নয়ন ও দীর্ঘ মেয়াদী ভূমি ব্যবস্থা প্রণয়ন করাই আলোচ্য প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

সিডিএমপি-২ এর সাথে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপঃ

১। সমন্বিত ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনায় দুর্ভোগের ঝুঁকি হ্রাসের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে “ময়মনসিংহ স্ট্রাটেজিক ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান” শীর্ষক একটি মডিউল প্রস্তুতির জন্য পাইলট প্রকল্প গ্রহণ।

২। নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম (জি আই এস) ল্যাবরেটরী আধুনিকীকরণে সহায়তা প্রদান।

৩। নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো পুনঃবিন্যাসের (Reforming Organisational Structure of UDD) মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে (Institutional Capacity Building) এ প্রয়োজনীয় অ্যাডভোকেসি সহায়তা প্রদান।

৩। MSDP প্রকল্প এলাকা

সিডিএমপি-২ তার কর্মসূচির অংশ হিসেবে নগর ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রমের অধীনে ময়মনসিংহ, টাংগাইল, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর এবং রাজশাহীসহ ছয়টি শহরে ভূমিকম্প প্রস্তুতি এবং ঝুঁকি হ্রাসের জন্য পাইলট প্রজেক্ট গ্রহণের সিদ্ধান্ত করেছে। এই ছয়টি শহরকে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড ১৯৯৩ এ সন্নিবেশিত Macro Zonation মানচিত্রের উপর ভিত্তি করে পাইলট প্রকল্পের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রকল্প এলাকা হিসেবে ময়মনসিংহ পৌরসভা এবং পৌরসভা সংলগ্ন ময়মনসিংহ সদর উপজেলার নয়টি ইউনিয়নকে নিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকাটি কম বেশি ২৭,৯৩৩.৯৩ হেক্টর বা ৬৯,০২৪.৭৪ একর এলাকা নিয়ে গঠিত হয়েছে।



৪। MSDP প্রকল্পের প্রত্যাশিত ফলাফল

সিডিএমপি-২ কর্মসূচি ছয়টি পারস্পরিক সম্পর্কিত ফলাফল অর্জনের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে, যা নিম্নলিখিত উপায়ে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রস্তাবিত তিন ধাপ বিশিষ্ট প্ল্যানিং প্যাকেজের সাথে সম্পর্কিত

সিডিএমপি-২ কর্মসূচির সম্ভাব্য ফলাফল	নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রস্তাবিত প্ল্যানিং প্যাকেজের সাথে সম্পর্ক
ফলাফলঃ-১ জাতীয় পর্যায়ে সমন্বিত দুর্যোগে ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি এবং কার্যক্রম বাস্তবায়ন।	যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমের মাধ্যমে স্ট্রাকচার প্ল্যানিং স্টেজ-এ উক্ত বিষয়াদি চিহ্নিত করা হবে।
ফলাফলঃ-২ গ্রামীণ জনসাধারণের দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস করণ।	স্ট্রাকচার প্ল্যান এবং রুরাল এরিয়া প্লানে আলোচ্য বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হবে।
ফলাফলঃ-৩ নগর জনসাধারণের দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস করণ।	স্ট্রাকচার প্ল্যানের দিক নির্দেশনার অধীনে যথাযথ অ্যাকশন প্লানের মাধ্যমে আরবান এরিয়া প্লানে ঝুঁকি হ্রাসের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হবে।
ফলাফলঃ-৪ নেটওয়ার্কিং এর মাধ্যমে যথোপযুক্ত এবং সমন্বিত দুর্যোগ প্রস্তুতি এবং দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য ব্যবস্থাপনা এবং সমন্বয়ের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।	আলোচ্য বিষয়টি স্ট্রাকচার প্ল্যান, আরবান এরিয়া প্ল্যান এবং ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্লানে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।
ফলাফলঃ-৫ তেরো মন্ত্রণালয়ে দুর্যোগ প্রতিরোধক্ষম উন্নয়নের জন্য অর্থায়ন।	পরিকল্পনার ধাপ তিনটির প্রতি স্তরেই উক্ত ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করা হবে।
ফলাফলঃ-৬ কমিউনিটি পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত দুর্যোগের ঝুঁকির যথাযথ অভিযোজন।	অ্যাকশন এরিয়া প্ল্যান/আরবান এরিয়া প্ল্যান/স্ট্রাকচার প্ল্যান এবং ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্লানে উক্ত অভিযোজনের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

৫। এম.এস.ডি.পি প্রকল্পের জুলাই, ১২ হতে সেপ্টেম্বর, ১৩ পর্যন্ত কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ক্রমিক নং	কর্মকাণ্ড	মাসের নাম
০১	Physical Feature Survey শুরু ও চলমান।	জুলাই ও আগস্ট ২০১২
০২	Rural Area Gi PRA (Participatory Rural Appraisal) সম্পন্ন হয়েছে।	সেপ্টেম্বর ২০১২
০৩	ময়মনসিংহ পৌরসভার মেয়র ও কাউন্সিলর এবং অন্যান্য Stakeholder সাথে পৌরসভার সমস্যা ও সমাধান বিষয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	অক্টোবর ২০১২
০৪	৫টি ওয়ার্ডে PRA কার্যক্রম গ্রহন সম্পন্ন হয়েছে।	নভেম্বর ২০১২
০৫	সার্ভে এবং ওয়েব সাইট ফার্ম নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ। মৌজা ম্যাপ ডিজিটাইজেশনের নোয়া প্রকাশ।	ডিসেম্বর ২০১২
০৬	১৬টি ওয়ার্ডেও PRA কার্যক্রম গ্রহন সম্পন্ন হয়েছে। মৌজা ম্যাপ ডিজিটাইজেশনের কাজ শুরু হয়েছে।	জানুয়ারি ২০১৩
০৭	এডিপিসির ফিজিক্যাল ফিচারের ডাটার চেকিং এর কাজ শুরু। পিআরএ রিপোর্টের কাজ শুরু। সার্ভে ফার্ম এবং ওয়েব সাইট ফার্ম এর সাথে প্রি-প্রোপোজাল মিটিং সম্পন্ন হয়েছে।	ফেব্রুয়ারি ২০১৩
০৮	সার্ভে ফার্ম এবং ওয়েব সাইট ফার্ম এর সাথে পিইসি মিটিং সম্পন্ন হয়েছে।	মার্চ ২০১৩
০৯	ড্রাফট পিআরএ রিপোর্ট প্রস্তুত। সার্ভে ফার্ম এবং ওয়েব সাইট ফার্মকে নোয়া প্রদান। ময়মনসিংহে ওয়ার্কসপ সম্পন্ন এবং টিএমসি সভা অনুষ্ঠিত।	এপ্রিল ২০১৩

ক্রমিক নং	কর্মকাণ্ড	মাসের নাম
১০	সার্ভে ফার্ম এবং ওয়েব সাইট ফার্ম এর সাথে চুক্তি সম্পাদন। সাংবাদিকদের সাথে পিআরএ সভা অনুষ্ঠিত। ওয়ার্কসপ এবং টিএমসি সভার রিপোর্ট প্রস্তুত।	মে ২০১৩
১১	এডিপিসির ফিজিক্যাল ফিচারের ডাটার চেকিং এর কাজ সম্পন্ন। ডাটাবেইজ এডিটিং এর কাজ সমাপ্ত। মৌজা ম্যাপ ডিজিটাইজেশনের দ্বিতীয় প্রোগেস রিপোর্ট প্রস্তুত।	জুন ২০১৩
১২	সার্ভে ফার্ম কর্তৃক মোবাইলাইজেশন রিপোর্ট জমা প্রদান। পরীক্ষামূলকভাবে www.msdp.gov.bd চালু হয়েছে।	জুলাই ২০১৩
১৩	সার্ভে ফার্ম কর্তৃক ইনসেপশন রিপোর্ট জমা প্রদান। মৌজা ম্যাপ ডিজিটাইজেশনের চেকিং এর কাজ শুরু।	আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর ২০১৩

৬। উপসংহার

দুর্যোগ ও উন্নয়ন একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ হিসেবে অধুনা বিবেচিত। কেননা উন্নয়নের কারণে প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রতিনিয়ত হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। পরিবেশ ভারসাম্যহীনতার কারণে মানুষ সৃষ্ট দুর্যোগের ভয়াবহতা প্রতিনিয়ত মানব সমাজে আঘাত হানছে এবং সমাজ কাঠামোর অন্তর্গত নিয়ামকগুলো ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হচ্ছে। একের পর এক দুর্যোগের প্রভাব মোকাবেলার অভিযোজনের (Adaptation) কোন বিকল্প নেই। ফলশ্রুতিতে দুর্যোগ মোকাবেলায় উপশম (Mitigation) এবং অভিযোজন (Adaptation) কৌশলের Paradigm পরিবর্তনের ধারার Mainstreaming Disaster Risk Reduction in Urban Planning Practices কৌশলটি ময়মনসিংহ ও ইহার পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য ফলপ্রসূ ভূমিকা পালনে সহায়ক হবে। উক্ত প্রকল্পটির সঠিক বাস্তবায়নের জন্য সর্বাত্মক প্রয়োজন প্রকল্প এলাকার জনসাধারণের সার্বিক সহযোগিতা। তাদের ঐকান্তিক ইচ্ছা এবং সহযোগিতা ব্যতীত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন বাতুলতা মাত্র। এই ক্ষেত্রে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর ও সিডিএমপি-২ কর্তৃপক্ষ সকল ময়মনসিংহবাসীর সহযোগিতা প্রত্যাশি। সরকারি-বেসরকারি সহযোগিতার মধ্যেই নিহিত রয়েছে সাফল্যের চাবিকাঠি।

“মাদারীপুর-রাজৈর মহাপরিকল্পনা প্রকল্পের তথ্যাদি”

০১। প্রকল্পের নাম-Preparation of Structure Plan and Action Area Plan for Madaripur and Rajair Upazila, Madaripur District

০২। প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয়-১৯০ লক্ষ টাকা।

০৩। প্রকল্প এলাকার তথ্য-	মাদারীপুর	রাজৈর
	৩১৩.৮১ বর্গ কিঃ মিঃ	২২৯.২৯ বর্গ কিঃ মিঃ
	(৭৭.৫১১ একর)	(৫৬,৬৩৫ একর)
	(মোট ১.৩৪ লক্ষ একর/৫৪৩ বর্গ কিলোমিটার)	
	(খ) জনসংখ্যা- ২.৬৮ লক্ষ জন	১.৭৬ লক্ষ জন
	(মোট জনসংখ্যা ৪.৪৪ লক্ষ জন)	

০৪। প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ- ২২/১১/২০১২, প্রশাসনিক অনুমোদনের তারিখ- ২৪/১২/২০১২

০৫। প্রকল্পের মেয়াদ- জানুয়ারি’ ২০১৩ থেকে জুন’ ২০১৪

০৬। প্রকল্পে ২০ (বিশ) বছর মেয়াদী মাদারীপুর উপজেলা এবং রাজৈর উপজেলা স্ট্রাকচার প্ল্যান এবং ৩-৫ বছর মেয়াদী একশন এরিয়া প্ল্যান প্রণয়ন করা হবে।



মাদারীপুর জেলা



প্রকল্প এরিয়া
(মাদারীপুর সদর, রাজৈর উপজেলা)

০৭। লক্ষ্যসমূহ

ক. মাদারীপুর ও রাজৈর উপজেলার উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় ও আঞ্চলিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা এবং ঢাকা শহরের উপর থেকে ক্রমবর্ধমান চাপ কমানো। এসব উদ্দেশ্য সফল করতে মাদারীপুর ও রাজৈর উপজেলাকে গড়ে তুলতে হবে একটি (১) কৃষি-শিল্প ভিত্তিক শহর (২) নির্মাণ শিল্প এলাকা (৩) ব্যবসা বাণিজ্য কেন্দ্র (৪) রপ্তানী কেন্দ্র এবং (৫) সর্বোপরি একটি যোগাযোগ ব্যবস্থার কেন্দ্র হিসেবে।

খ. কৃষি জমি সংরক্ষণের জন্য Urban Promotion Control Area চিহ্নিতকরণ এবং পরিকল্পিত নগরায়নের জন্য Urban Promotion Area নির্ধারণ।

- গ. মাদারীপুর ও রাইজের উপজেলার অর্থনৈতিক অবস্থার উত্তরণ ঘটানো
- ঘ. স্থানিক পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে পারিসরিক উন্নয়ন
- ঙ. কৌশলগত ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন
- চ. ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও কর্মসংস্থানের সমন্বয় সাধন
- ছ. সমতা ও ন্যায় সংগত ভাবে নগরের মৌলিক সেবা সমূহের ব্যবস্থাকরণ
- জ. দারিদ্র বিমোচন

০৮। প্রকল্পের Mobilization Report এবং Inception Report TMC কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে

০৯। গত ১৯/০৯/২০১৩ তারিখে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান মাদারীপুর অংশের Survey Report-1 দাখিল করে। বর্তমানে উক্ত রিপোর্টের পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে

১০। গত ২৭/০৪/২০১৩ তারিখে মাদারীপুরে প্রকল্প সংক্রান্ত একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় নৌ-পরিবহন মন্ত্রী জনাব শাজাহান খান, এম,পি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. খোন্দকার শওকত হোসেন, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব সৈয়দ মন্জুরুল ইসলাম, মাদারীপুরের জেলা প্রশাসক জনাব নূর-উর-রহমান, মাননীয় নৌ-পরিবহন মন্ত্রী মহোদয়ের সহধর্মীনি সৈয়দা রোকেয়া বেগম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক স্থপতি জনাব আবুল হাসানাত ফুয়াদ। সেমিনারে দুটি টেকনিক্যাল পেপার উপস্থাপন করেন প্রকল্প পরিচালক জনাব শরীফ মোহাম্মদ তারিকুজ্জামান এবং প্রকল্পের টিম লিডার ড. এ. কে. এম, আবুল কালাম ও পরিকল্পনাবিদ জনাব ফজলে রেজা সুমন। সেমিনার থেকে প্রাপ্ত পরামর্শ ও তথ্যাদি পরিকল্পনা প্রণয়নে ব্যাপক অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

“মাদারীপুর-রাজৈর মহাপরিকল্পনা প্রকল্পের তথ্যাদি”

Information about Madaripur and Rajoir Master Plan Project

01. Project Name- Preparation of Structure Plan and Action Area Plan for Madaripur and Rajoir upazila, Madaripur district
02. Project approval cost-190 Lac taka.
03. Project area information-

Madaripur	Rajair
313.81 Sq. k.m	229.29 Sq. k.m
(77.511 acre)	(56.635 acre)
(Total 1.38 Lac acre/543 Sq. k.m)	
(ii) Population-2.68 Lac 1.76 Lac	
(Total population 4.44 Lac)	
04. Project approval date- 22/11/2012, administrative approval date-24/12/2012
05. Project period –January’2013 to June’ 2014
06. Prepare Structural Plan (20 years) and Action Area Plan (3-5 years) for Madaripur and Rajoir upazila.



Madaripur District



Study area (Madaripur and Rajoir Upazila).

07. Goal :

- A. To ensure national & regional development by the development of Madaripur and Rajoir upazila and to reduce incremental pressure on Dhaka. To achieve these targets Madaripur and Rajoir upazila should be developed as (1) an Agro- industrial based city (2) a manufacturing industrial area (3) a trade and commerce center (4) an export oriented center and a communication hub.

08. Mobilization Report and Inception Report were approved by Technical Management Committee (TMC) of the project.

09. Surveying work is now going on.

10. A Seminar has been arranged at 27/04/2013 on the "Madaripur & Rajoir Upazila Plan" project. Honourable Minister for the Ministry of Shipping Mr. Shajahan Khan M.P, has present as the chief guest at the Seminar. Respectable Secretary of Ministry of Housing & Public Works Dr. Khondaker Showkat Hossain, Honourable Secretary of Ministry of Shipping Mr. Sayed Manjurul Islam, Deputy Commissioner of Madaripur District Mr.Nur-Ur-Rahaman and Sayada Rokeya Begum attended the seminar as special guests. The seminar has been presided over by Architect Mr. Abul Hasanat Fuad, Director, Urban Development Directorate. Two technical paper have been presented, in the seminar. One of them was presented by Mr. Sharif Mohammed Triquzzaman, Project Director, "Madaripur & Rajoir upazila plan" Project and the second one by Dr. A.K.M Abul Kalam, Team leader "Madaripur & Rajoir upazila plan" project and planner Mr. Fazle Raza Sumon. It is highly expected that recommendation collected from the seminar would play an important role formulating the Master Plan.

ফুলছড়ি উপজেলা শহরের ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত তথ্যাদি



রংপুর বিভাগের পূর্ব প্রান্তে ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিম তীরে গাইবান্ধা জেলায় অবস্থিত ফুলছড়ি, এই বিভাগের ৫৮টি উপজেলার মধ্যে একটি। সাতটি ইউনিয়ন পরিষদের এলাকা নিয়ে গঠিত ৩১৪ বর্গ কি.মি. আয়তনের এই উপজেলার উপর দিয়ে ব্রহ্মপুত্র ও ঘাঘট নদী প্রবাহিত হয়েছে। যমুনার পক্ষাবন ভূমিতে অবস্থিত এই উপজেলার মাত্র এক চতুর্থাংশ এলাকা বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের দ্বারা সুরক্ষিত। যার ফলে উপজেলার সিংহভাগ এলাকা নিয়মিত বন্যা ও আকস্মিক বন্যা কবলিত। উপরোক্ত নদীভাঙ্গন কবলিত এই উপজেলা একদিকে যেমন খরা কবলিত অন্যদিকে শীতে শৈত্য প্রবাহে আক্রান্ত। নিকট অতীতেও এই উপজেলা উত্তর

পশ্চিম অঞ্চলের তীব্র মঙ্গা উপদ্রুত এলাকা হিসেবে গণ্য হতো। প্রতি বছর কয়েকবার বন্যা, শৈত্য প্রবাহ, নদীভাঙ্গন ও খরায় এই জনপদের জীবন যাত্রাকে অধিকতর নাজুক করে তোলে। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবন ধারণ ব্যপক ভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল হওয়াতে দুর্যোগ পরিস্থিতিতে পরিবারের পুরুষ সদস্যগণ কাজের সন্ধানে অন্ত্রে যেতে বাধ্য হয়। ফলত মহিলা ও শিশুদের জীবন যাত্রা আরো অধিকতর নাজুকতার সম্মুখীন হয়।



ষাটের দশকে নির্মিত ব্রহ্মপুত্র বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাধ উপজেলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভৌত অবকাঠামো, যার উপর বর্তমানে ব্যাপক ভাবে বসতি নির্মাণ করেছে বন্যা উপদ্রুত জনগোষ্ঠী। উপজেলার প্রধান জলাভূমি কাঠুরবিলা ও ব্যাপক ভাবে জন বসতি গড়ে উঠেছে। তদুপরি, এই জলাশয়ের পানি হতে আশেপাশের কৃষি জমিতে বিরামহীন সেচ প্রদানের ফলে এর জীব-বৈচিত্র্য ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অন্যদিকে, উপজেলার অভ্যন্তরস্থ খাল সমূহে নিয়মিত ভাবে ধান চাষ হওয়াতে খালের পানি পরিবহন ও ধারণ ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। একইভাবে জলজ প্রাণিদের আবাসস্থল বিনষ্ট হয়েছে।

উপজেলা শহরের বিদ্যমান সড়ক সমূহ সরু ও আকাবাকা। প্রধান অবকাঠামোগুলো বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়ানো। যা একত্রে নিম্নমানের ভৌত পরিবেশের চিত্র তুলে ধরছে। উপজেলা শহরের ভৌত অবকাঠামো ও আর্থ-সামাজিক পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর গত জুলাই/২০১২ তে হরিপুর, বুড়াইল, সালুয়া ও উদাখালি মৌজার ২৯৩২.৯১ একর এলাকা নিয়ে ফুলছড়ি উপজেলা শহরের ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ৩২,৯৮১ (প্রক্ষেপিত ২০৩৩ সাল) জনগোষ্ঠীর জন্য এই পরিকল্পনা তৈরি করা হচ্ছে। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হলোঃ

১. শহর এলাকার অবস্থান নির্ধারণ ও স্থানিক দিক নির্দেশনা প্রদান
২. উপজেলা শহরের পরিকল্পিত উন্নয়নে সহায়তাকরন
৩. জনবসতির কাঙ্ক্ষিত বৃদ্ধির দিক নির্দেশনা প্রদান
৪. গ্রামীণ জনবসতিতে স্থানিক নগরীয় কার্যক্রম সমূহস্থাপন
৫. গ্রামীণ শহরে নাগরিক সুবিধাসমূহ প্রদান করে জীবন যাত্রার মানকে উন্নত করন এবং
৬. উপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে (মাথাপিছু ক্রমহ্রাসমান) ভূমি সংরক্ষণ।

ইতিমধ্যে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর ফুলছড়ি উপজেলা শহরের ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়নার্থে ৪টি মৌজা নিয়ে বেইজ ম্যাপ তৈরি, ভূমি ব্যবহার জরিপ, আর্থ-সামাজিক জরিপ সম্পন্ন করে স্থানীয় কর্মকর্তা ও জনগোষ্ঠীর সাথে আলোচনাক্রমে খসড়া ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা তৈরি করেছে। ডিসেম্বর/১৩ এর মধ্যে এই পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হবে।

হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট



ভূমিকা

গৃহায়ন ও নির্মাণ বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠীর গৃহায়ন সমস্যা সমাধান ও নির্মাণ শিল্পের মান উন্নয়নসহ জাতীয় অর্থনীতিতে বিশেষ অবদান রাখতে পারে। নির্মাণ ব্যয় সাশ্রয় ও দেশীয় উপকরণের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে গৃহায়ন ও নির্মাণ শিল্পের উন্নয়নের বিষয়টি বিবেচনা করে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে সীমিত সম্পদ ও দেশজ নির্মাণ উপকরণের সর্বোচ্চ ব্যবহার করে বিপুল জনগোষ্ঠীর আবাসন সংকট নিরসনের লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালের ১৩ জানুয়ারি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিল্ডিং রিসার্চ সেন্টার প্রকল্পটি অনুমোদন করেন। ১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠানটি হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট নামে স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে রূপ লাভ করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং সচিব মহোদয়কে যথাক্রমে সভাপতি ও সহ-সভাপতি করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি সমন্বয়ে মোট ১৮ (আঠারো) সদস্যের একটি গভর্নিং কাউন্সিল ইনস্টিটিউটের উদ্দেশ্যসমূহের বাস্তবায়ন, দিক নির্দেশনা, গবেষণা এবং অন্যান্য কাজে পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত প্রদানসহ সার্বিক কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করে থাকে।

দেশের সীমিত সম্পদ, অপরিাপ্ত ভূমি, জনসংখ্যার আধিক্য, জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ঝুঁকি, ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে গৃহায়ন ও নির্মাণ শিল্পের দক্ষতা বৃদ্ধিসহ নির্মাণ সামগ্রী ও সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ও মানসম্পন্নকরণ

পস্থা উদ্ভাবন এবং প্রচলিত নির্মাণ পদ্ধতির পরিবর্তন করে টেকসই নির্মাণ উপকরণ, পদ্ধতি ও কৌশল উদ্ভাবনের লক্ষ্যে এই ইনস্টিটিউট গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে।

০২. ইনস্টিটিউটের উদ্দেশ্যসমূহ

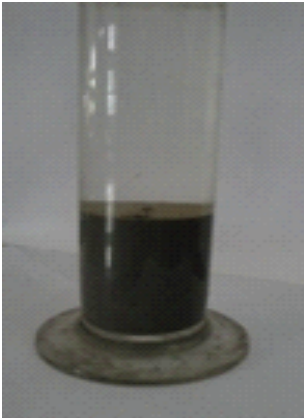
- দেশের সামগ্রিক মানব বসতি উন্নয়নে ধারাবাহিকভাবে গবেষণা পরিচালনা
- দেশজ উপকরণের মান বৃদ্ধি ও ব্যবহারোপযোগী করার বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা
- প্রচলিত নির্মাণ উপকরণসমূহের সর্বোচ্চ ব্যবহার প্রযুক্তি উদ্ভাবনে গবেষণা পরিচালনা
- নির্মাণ শিল্পের মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রচলনের উদ্যোগ গ্রহণ
- স্বল্প ব্যয়ে গৃহ নির্মাণ পদ্ধতি এবং উপকরণ প্রচলনে “পাইলট প্রকল্প” গ্রহণ
- জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদ এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাথে গবেষণা কর্মসূচি গ্রহণ
- গবেষণা এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের কাজে স্কলারশিপ, ফেলোশিপ ইত্যাদির ব্যবস্থা
- গবেষণা কাজে সংশ্লিষ্ট গবেষকগণের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা
- গৃহায়ন ও নির্মাণ বিষয়ক গবেষণা কাজে পরামর্শ প্রদান
- গৃহায়ন ও নির্মাণ বিষয়ের যুগোপযোগী জ্ঞান ও ধারণার আহরণ ও প্রচার
- গৃহ গবেষণা সম্পর্কিত নিয়মিতভাবে প্রকাশনা প্রচার

০৩. গবেষণা কার্যক্রম

ক) ড্রেজিং সয়েল ব্যবহার করে প্রচলিত ইটের বিকল্প উদ্ভাবন

নদীর নাব্যতা, বন্যা প্রতিরোধ ও নৌ-পথ সচল রাখার জন্য ড্রেজিং একটি নিয়মিত কার্যক্রম। কৃষি জমির টপ সয়েল ব্যবহার করে ইট উৎপাদনে খাদ্য নিরাপত্তার ঝুঁকি হ্রাস-কল্পে ড্রেজিং সয়েল ব্যবহার করে ইটের বিকল্প উদ্ভাবনে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে

- ড্রেজিং সয়েল এর বিকল্প ব্যবহার উদ্ভাবন
- কৃষি জমির টপ সয়েল সুরক্ষা
- জ্বালানি সাশ্রয় ও পরিবেশ সুরক্ষা
- ইটের বিকল্প পরিবেশবান্ধব উপকরণ



ড্রেজিং সয়েল এর থ্রেইন সাইজ এনালাইসিস



ড্রেজিং সয়েল দিয়ে তৈরি ২ ইঞ্চি সাইজের নমুনা কিউব



ড্রেজিং সয়েল এর দিয়ে তৈরি এডব ব্লক (Adobe Block)

খ) ভূমিকম্প সহনীয় ভবন নির্মাণ

"ভূমিকম্প বলে ইটের দেয়ালযুক্ত আরসিসি কাঠামোর প্রতিক্রিয়া" সম্পর্কিত গবেষণা এইচবিআরআই এর গবেষণাগারে পরিচালিত হচ্ছে। এ লক্ষ্যে Siesmec Response Analysis এর জন্য Reaction Frame তৈরি করা হয়েছে। আরসিসি স্ট্রাকচারের ভূমিকম্প প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে পার্টিশন ওয়ালের কার্যকারিতা এবং পার্টিশন ওয়ালবিহীন তলা (Soft story/Weak story)-র ঝুঁকি সম্পর্কিত সমীক্ষা প্রকল্পের ১ম পর্যায়ের কাজ শেষ হয়েছে। এই গবেষণালব্ধ ফলাফল ভূমিকম্প ঝুঁকিমুক্ত স্ট্রাকচার ডিজাইনে কার্যকর অবদান রাখতে সহায়ক হবে।



ব্রিক ইনফিল্ড ফ্রেম



চাপ প্রয়োগের পর ব্রিক ইনফিল্ড ফ্রেম

গ) Standardization of soil Sampling Technique for Bangladesh

ফাউন্ডেশন ডিজাইনে সাব-সয়েল ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন পদ্ধতিতে সংগৃহীত সাব-সয়েল নমুনা পরীক্ষার ফলাফলে তারতম্য পরিলক্ষিত হওয়ায় মাটির ভারবহন ক্ষমতা অথবা বসে যাওয়ার প্রবণতার ক্ষেত্রে ফাউন্ডেশন ডিজাইনে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এ পার্থক্য হ্রাসের গুরুত্ব বিবেচনা করে সাব-সয়েল নমুনা সংগ্রহের পদ্ধতিসমূহের উপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার করা হচ্ছে।

- বিভিন্ন পদ্ধতিতে সংগৃহীত সাব-সয়েল নমুনা পরীক্ষার ফলাফলের তারতম্য নিরূপণ
- বিভিন্ন পদ্ধতিতে সংগৃহীত সাব-সয়েল নমুনা পরীক্ষার ফলাফল থেকে ফাউন্ডেশনের ভারবহন ক্ষমতার আন্তঃসম্পর্ক (correlation) নিরূপণ
- নমুনা সংগ্রহের ক্ষেত্রে সাব-সয়েল এর অন্তর্নিহিত কাঠামোর পরিবর্তনের কারণ নির্ণয়



আধুনিক প্রযুক্তিতে ওয়াস বোরিং এর একটি দৃশ্য



ল্যাবরেটরীতে ট্রাইএক্সিয়াল শিয়ার টেস্ট

ঘ) Standardization of Soil Sampling Techniques Phase-2 (Standardization of Automatic Trip Hammer)

সাব-সয়েল এর প্রকৌশলগত গুণাগুণ যাচাইয়ের জন্য স্ট্যান্ডার্ড পেনিট্রেশন টেস্ট অন্যতম। মাটির ভারবহন ক্ষমতা নিরূপনে "N-value" অতি গুরুত্বপূর্ণ। ৬৩.৫ কিলোগ্রাম ওজন ৩০ ইঞ্চি উচ্চতা থেকে হ্যামারিং করে "N-value" নির্ধারণ করা হয়। ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে ৩০ ইঞ্চি উচ্চতা সঠিক রাখা কঠিন হলেও যান্ত্রিক উপায়ে এই উচ্চতা সুনির্দিষ্ট রাখা সম্ভব। Automatic Trip Hammer পদ্ধতি ব্যবহার করে সয়ংক্রিয় ভাবে উচ্চতা ৩০ ইঞ্চি নির্ধারণ এই গবেষণা প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

- Automatic Trip Hammer এর energy প্রতিস্থাপন সংক্রান্ত কার্যদক্ষতা নিরূপন।
- দেশে নির্মিত Automatic Trip Hammer এর আদর্শকরণ।
- Dount Hammer এবং Automatic Trip Hammer ব্যবহার করে প্রাপ্ত N-value সমন্বয়করণ।

ঙ) Study of Geo-Technical Properties of Bangladesh Soil to Customise Empirical Relations for Assesment of Bearing Capacity

মাটির ভারবহন ক্ষমতা বা দেবে যাওয়ার প্রবণতা নির্ণয়ের জন্য বিভিন্ন উন্নত দেশের যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য, গবেষকদের উদ্ভাবিত সূত্রসমূহ যথেষ্টভাবে আমাদের দেশেও ব্যবহার করা হয়। আমাদের দেশের মাটির সাথে ঐ সকল দেশের মাটির প্রকৌশলগত বৈশিষ্ট্য বা গুণাগুণে রয়েছে বিস্তর পার্থক্য। ঐ সকল সূত্র ব্যবহার করে প্রাপ্ত ফলাফল হতে পারে অতিমাত্রায় ব্যয়বহুল অথবা ঝুঁকিপূর্ণ। এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ফলাফল থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে এবং নিরাপদ ও ব্যয় সাশ্রয়ী ভবন নির্মাণের জন্য বাংলাদেশের মৃত্তিকার উৎপত্তি ও গঠনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে উন্নত বিশ্বে ব্যবহৃত সূত্রসমূহ পরিবর্তন ও নিরীক্ষণ একান্ত অপরিহার্য।

চ) Study on Available Building Materials

স্থানীয় বাজারে প্রাপ্ত বিভিন্ন ব্রান্ড এর সিমেন্ট, রড, পাথরের খোয়া, ইট, বালি, ইত্যাদি সংগ্রহ করে পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করে এর গুণগত মান নির্ণয় করাই এ গবেষণার মূল লক্ষ্য।

- বাজার থেকে এ পর্যন্ত ১১টি ব্রান্ডের সিমেন্ট কোম্পানির সিমেন্ট সংগ্রহ করে ASTM ও EN Standard অনুযায়ী, Setting Time, Normal Consistency, Compressive Strength এর গুণাগুণ পরীক্ষা করা হয়েছে।
- ১৭টি কোম্পানির 60 Grade, 40 Grade এর রড সংগ্রহ করে রডের Dia, Unite Weight, Yield Strength, Ultimate Strength, Elongation, ইত্যাদি পরীক্ষা করা হয়েছে।
- Crushed Stone Aggregate (Bola Gonj Stone, Blast Stone, Butum Stone) সংগ্রহ করে Gradation Test, Unit Weight, Compressive Strength Test করে বিভিন্ন Retio তে Concrete Cylinder তৈরি করে পরীক্ষার কাজ চলছে।

ছ) Recycling of waste polymer materials to use as aggregates for light weight concrete

বর্জ্য প্লাস্টিক ব্যবহার করে হালকা কংক্রিট তৈরির গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। তিন ধরনের পলিমার বর্জ্য যথাঃ expanded polystyrene (EPS), high density polyethylene (HDPE) and vulcanized rubber Recycle করে Aggregate হিসাবে কংক্রিটে ব্যবহার করা হয়েছে। পলিমার বর্জ্য ব্যবহার করার ফলে কংক্রিট হালকা হয়েছে এবং পলিমার বর্জ্য thermal and sound insulation হওয়ায় উক্ত কংক্রিট তুলনামূলক energy efficient হবে।



পলিমার বর্জ্য ব্যবহার করে Light weight কংক্রিট তৈরি

জ) বাংলাদেশের নির্মাণ শিল্পে Aerated Concrete এর সম্ভাবতা সমীক্ষা

Aerated concrete এক ধরণের হালকা ওজনের কংক্রিট যার মধ্যে কোন মোটা দানার উপাদান (coarse aggregate) থাকে না, সাধারণ কংক্রিটের (Normal concrete) তুলনায় সমসত্ত্ব (Homogeneous) এবং কোষবিশিষ্ট (cellular structure)। এই কোষে (cell) বায়ু/গ্যাস আটকে থাকে বলে aerated concrete ওজনে অনেক হালকা। বর্তমানে বাংলাদেশের কৃষি জমির অপচয় রোধ ও পরিবেশের ভারসাম্যের কথা বিবেচনা করে হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউটের গবেষকগণ এরিয়েটেড কংক্রিট এবং এরিয়েটেড কংক্রিট থেকে তৈরি ব্লক, প্যানেল, টাইলস Autoclaved curing এর পরিবর্তে Normal curing এর মাধ্যমে উদ্ভাবন করেছেন যা প্রকৃত পক্ষে পরিবেশ বান্ধব এবং যেগুলো পরিবেশের ক্ষতি না করেই সরাসরি নির্মাণ কাজে প্রয়োগ সম্ভব। এতে নির্মাণ ব্যয়ও কিছুটা কম হয়। দীর্ঘদিন ধরে Aerated Concrete পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ব্যবহৃত হচ্ছে। বাংলাদেশে Aerated Concrete ব্যবহার জনপ্রিয়করণ আগামী দিনগুলোতে সুফলতা বয়ে আনবে।



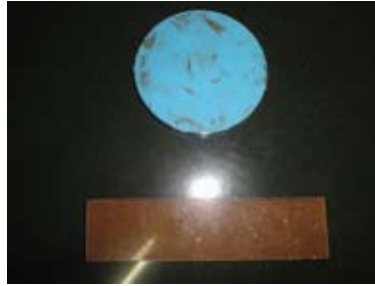
এরিয়েটেড কংক্রিট



হালকা ওজনের এরিয়েটেড কংক্রিট

ঝ) Development of jute fiber reinforced polymer composite

এ গবেষণা প্রকল্পে পাটের আঁশ ব্যবহার করে পলিমার কম্পোজিট তৈরি করা হয়েছে। ভবন নির্মাণের ছাদ অথবা দেয়াল নির্মাণে টিনের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। ইহা তুলনামূলক দীর্ঘস্থায়ী হবে এবং অন্যদিকে দেশিয় পাট এর স্বদ্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এধরনের কম্পোজিট টিনে মরিচার কোন সম্ভাবনা নেই।



পাটের আঁশ ব্যবহার করে পলিমার কম্পোজিট তৈরি

ঞ) Utilization of waste ETP sludge as binder/filler in concrete

বাংলাদেশে দৈনিক প্রচুর পরিমাণ শিল্প বর্জ্য তৈরি হয় যা পরিবেশের জন্য খুবই ক্ষতিকারক। এসমস্ত শিল্প বর্জ্যের ব্যবহারের লক্ষ্যে হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউটে একটি গবেষণা প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হল পোষাক শিল্পের বর্জ্যসমূহ কংক্রিটে ব্যবহার করার যৌক্তিকতা পরীক্ষা করা।



ETP sludge ব্যবহার করে mortar and concrete specimen তৈরি



ETP sludge ব্যবহার করে poly tiles তৈরি

ট) Use of Polymer Fiber alternative to wire mesh in Ferrocement.

প্রচলিত ফেরোসিমেন্টে Galvanised wire mesh এর পরিবর্তে পলিমার ফাইবার ব্যবহারের উপযোগিতা বিষয়ে গবেষণা কাজ চলমান রয়েছে। এতে সফল হলে ফেরোসিমেন্ট উপকরণকে আর্থিকভাবে সাশ্রয়ী ও গুণগতমান উন্নয়ন করা সম্ভব হবে।



পলিমার ফাইবার রিইনফোর্সড ফেরোসিমেন্ট



গ্যালভানাইজড ওয়ার মেস ফেরোসিমেন্ট

ঠ) উপকূলবর্তী এলাকার উপযোগী দুর্যোগ সহনশীল বাড়ি নির্মাণ প্রযুক্তি উদ্ভাবন শীর্ষক গবেষণা

বর্ণনা ও নির্মাণ পদ্ধতি

প্রচলিত আয়তকার বা বর্গাকার বাড়িতে বসবাস করে আমরা অভ্যস্ত এবং আমাদের যাবতীয় আসবাবপত্র এ অনুযায়ী নির্মিত হয়ে থাকে। প্রস্তাবিত দুর্যোগ সহনশীল হাউজটি পরিলেখ অনুযায়ী গোলাকার যা দুর্যোগের সময় একটি কোর হাউজ হিসেবে কাজ করবে। সাধারণত আমরা যে পরিমাণ জায়গার মধ্যে বসবাস করি সেই পরিমাণ জায়গা উক্ত হাউজের মধ্যে থাকবে এবং সেই উপযোগী আসবাব নির্মাণ ও এর কৌশল সম্বলিত গাইড লাইন দেয়া থাকবে। ক্যাপসুল হাউজের কাঠামো প্রাথমিক ভাবে ৫" ইন্টার দেয়াল দ্বারা নির্মিত হবে এবং বাড়ির পরিলেখ গোলাকার হওয়াতে এটি প্রবল বাতাসে কম চাপের সম্মুখীন হবে। বাড়ির ভিত্তিও ইন্টার এবং লবণাক্ত এলাকার জন্য লোহার ব্যবহার যত সম্ভব কম বিধায় নির্মাণ ব্যয়ও হ্রাস পাবে। প্রথম তলায় ফেরোসিমেন্ট/সাধারণ কংক্রিটের/আর সি সি ছাদ দ্বারা নির্মিত হবে এবং দ্বিতীয় তলায় ইন্টার আকারে ছাদ নির্মাণ করা হবে। এতে করে উক্ত ছাদে কোন প্রকার রিইনফোর্সমেন্ট এর প্রয়োজন হবে না তবে উক্ত ছাদের উপরিভাগে পানি প্রবেশ রোধে ফেরোসিমেন্টের প্রলেপ থাকবে। একটি কাঠামো একতলা বিশিষ্ট এবং অপর কাঠামোটি ২য় তলা বিশিষ্ট হবে এবং অভ্যন্তরীণ সিঁড়ির মাধ্যমে নিচতলা ও উপর তলা সংযুক্ত থাকবে। নিচতলার উচ্চতা ৮' হবে এবং এটি ভিত্তি সহ মোট ১০' উচ্চতার জোয়ার/জলোচ্ছ্বাস মোকাবেলায় সক্ষম হবে। প্রস্তাবিত বাড়িটিতে একটি রান্নাঘর, একটি পায়খানা, নিচতলাতে বারান্দা থাকবে। এছাড়া দ্বিতীয় তলাতে একটি টেরাস বারান্দা ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের জন্য একটি জলাধার থাকবে। পরীক্ষামূলক গৃহটি প্রাথমিক পর্যায়ে বহুল প্রচলিত ইট দ্বারা নির্মিত হবে এবং পরবর্তীতে অন্যান্য নির্মাণ উপকরণ যেমন ফেরোসিমেন্ট প্রিকাষ্ট প্যানেল, পিভিসি, গ্যাস ফাইবার ইত্যাদি দ্বারা সহজে নির্মাণযোগ্য হিসেবে গবেষণা পরিচালনা করা হবে।

ড) প্রাকৃতিক দুর্যোগ সহনীয় ব্যয় সাশ্রয়ী স্থাপনা নির্মাণে গবেষণা

দেশজ নির্মাণ উপকরণ ব্যবহার করে দুর্যোগ সহনীয় নির্মাণ কৌশল উদ্ভাবন করে তা ব্যবহারে সাধারণ জনগণকে উদ্ধুদ্ধ করা হয়েছে। এ ধরনের বাড়ি নির্মাণে দুর্যোগ প্রবণ এলাকার জনগণ প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পতিত হয়ে গৃহহীন হয়ে শহরে অভিবাসনে বাধ্য হবে না। নিম্নে এ ধরনের কয়েকটি বাড়ির বর্ণনা দেয়া হলো-

ফেরোসিমেন্ট এর ভাসমান গৃহ

বন্যা কবলিত এলাকার উপযোগী করে তৈরি। বন্যার সময় ভাসমান জরুরি আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে এবং শুষ্ক মৌসুমে সমতল ভূমিতে অবস্থান করবে এবং স্বাভাবিক বসবাসের জন্য ব্যবহৃত হবে।





পুনঃব্যবহার যোগ্য প্রি-ফেব্রিকেটেড বাড়ি
 বন্যা কবলিত এলাকার মানুষের জন্য টেকসই ও ব্যয় সাশ্রয়ী একতলা বাড়ি। প্রিস্ট্রেসড প্রিকাষ্ট বিম, কলাম এবং পকেট ফুটিং ব্যবহার করা হয়েছে। ছাদ এবং দেয়াল রাসায়নিক প্রক্রিয়াজাত স্থানীয় দেশজ নির্মাণ উপকরণ দ্বারা তৈরি। নন স্ট্রাকচারাল উপকরণগুলো স্থানান্তরিত এবং পুনরায় ব্যবহার করা যাবে।

প্রতিস্থাপনযোগ্য প্রিফেব্রিকেটেড বাড়ি
 নদী ভাঙ্গন এলাকার জন্য উপযোগী করে তৈরি টেকসই ও ব্যয় সাশ্রয়ী একতলা বাড়ি। কাঠ বা বাঁশের খুঁটির পরিবর্তে প্রিকাস্ট প্রি-স্ট্রেসড খুঁটি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রয়োজনে অন্যত্র সরিয়ে পুনর্নির্মাণ এবং পুনঃব্যবহার করা যাবে। ছাদে ফেরোসিমেন্ট ফোল্ডেড প্লেট ব্যবহার করা হয়েছে।



সিটল হাউজ

সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ (ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস) সহনীয় বাড়ি। উপকূলীয় অঞ্চলে জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা বিবেচনা করে উঁচু করে তৈরি। নিচের উন্মুক্ত অংশ গৃহস্থালীর কাজে বা মালামাল সংরক্ষণে ব্যবহার করা এবং আপদকালীন সময় বাড়ির সদস্যগণ উপরের তলায় অবস্থান করবেন।

০৪. বাংলাদেশ জাতীয় বিল্ডিং কোড হালনাগাদকরণ

ভবন নির্মাণ কাজে সুশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি, নির্মাণ উপকরণের অপচয় ও অপব্যবহাররোধ, উন্নত ও কার্যকরী প্রযুক্তি ব্যবহারের লক্ষ্যে ১৯৯৩ সালে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ জাতীয় বিল্ডিং কোড (বিএনবিসি) প্রণয়ন করা হয়। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে কোডটিকে যুগোপযোগী করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ইতোমধ্যে হালনাগাদের কাজ সম্পন্ন প্রায়। হালনাগাদকৃত কোডের মাধ্যমে দেশে ভবন নির্মাণে আধুনিক, সময়োপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার ও ঝুঁকিমুক্ত নির্মাণ সম্ভব হবে।



হালনাগাদকৃত বাংলাদেশ জাতীয় বিল্ডিং কোড
চূড়ান্তকরণ বিষয়ক কর্মশালার সমাপনী
অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ



হালনাগাদকৃত বাংলাদেশ জাতীয় বিল্ডিং কোড
চূড়ান্তকরণ বিষয়ক কর্মশালা

০৫. গ্রিন বিল্ডিং কোড

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে উপকূলীয় অঞ্চলের কৃষি, মৎস্য সম্পদসহ প্রাকৃতিক পরিবেশে এবং নগরায়নে বিরূপ প্রভাবের আশংকা ক্রমশঃ প্রকট হচ্ছে। এই কোডের মাধ্যমে ভবন নির্মাণে কার্বন নিঃসরণ হ্রাসসহ পরিবেশ বান্ধব ও জ্বালানি সাশ্রয়ী দিক নির্দেশনা পাওয়া সম্ভব হবে। এই কোড প্রণয়ন ও অনুসরণের মাধ্যমে বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বাসোপযোগী পরিবেশ বান্ধব আবাসস্থল নির্মাণ সম্ভব হবে। ইতোমধ্যে গ্রিন বিল্ডিং কোড প্রণয়নের বিষয়ে বিভিন্ন কর্মশালা ও আলোচনা সভার মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন স্তরে মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে এর আলোকে প্রথম পর্যায়ে বাস্তবায়ন যোগ্য কিছু সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়েছে।



গ্রিন বিল্ডিং কোড বিষয়ক আলোচনা সভায় গৃহায়ন ও গণপূর্ত
মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আব্দুল মান্নান খান,
এম.পি এবং সচিব ড. খোন্দকার শওকত হোসেন ও অন্যান্য
অতিথিবৃন্দ



গ্রিন বিল্ডিং কোড বিষয়ক আলোচনা সভা

০৬. দুর্যোগ সহনীয় বাড়ি নির্মাণ

কম্প্রহেনসিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (CDMP) এর আর্থিক সহায়তায় সিডর ও আইলা দুর্গত অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য এইচবিআরআই এর প্রযুক্তিতে দুর্যোগ সহনীয় ২০০টি প্রিকাষ্ট পুনঃ ব্যবহার যোগ্য বাড়ি তৈরি করে সরবরাহ করা হয়েছে।



এইচ বি আর আই এর প্রযুক্তিতে দুর্যোগ সহনীয় প্রিকাষ্ট পুনঃ ব্যবহারযোগ্য বাড়ির উপকরণ



প্রিকাষ্ট পুনঃ ব্যবহার যোগ্য বাড়ির উপকরণ ব্যবহার করে আইলা দুর্গত দাকোপ উপজেলায় নির্মিত দুর্যোগ সহনীয় গৃহ

০৭. সেমিনার

ক) গ্রীন বিল্ডিং কোড : পরিবর্তনশীল নগর উন্নয়ন সম্ভাবনা বিষয়ক সেমিনার

বিশ্ব বসতি দিবস ২০১২ উদযাপন উপলক্ষে হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট এবং ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন যৌথভাবে হোটেল রূপসী বাংলায় একটি সেমিনার আয়োজন করে। ১০ অক্টোবর ২০১২ অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. খন্দকার শওকত হোসেন। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন WSP Environment & Energy এর কনসালটেন্ট মি.ওমিড সাবরি। মূল প্রবন্ধে গ্রীন বিল্ডিং কোড প্রণয়নের প্রথম ধাপ হিসেবে ঢাকা মহানগরের বিভিন্ন ধরনের ভবনের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এতে সুউচ্চ ভবনে এনার্জি সেভিং এর বিষয়টি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।



সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি

খ) ভবনের ভূমিকম্প সহনীয়তা ও অগ্নিনিরাপত্তা নির্দেশিকা প্রণয়ন শীর্ষক কর্মশালা আয়োজন

ভবনের ভূমিকম্প সহনীয়তা ও অগ্নিনিরাপত্তা বিষয়ে হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট দেশের জনসাধারণের জন্য সচেতনতামূলক একটি নির্দেশিকা প্রণয়ন করেছে। উক্ত নির্দেশিকাটি চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে গত ২৭ ডিসেম্বর ২০১২ একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। সিরডাপ অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. খন্দকার শওকত হোসেন। প্রতিষ্ঠানের পরিচালক প্রকৌশলী কবির আহমেদ ভূঞা উক্ত কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন। কর্মশালায় উক্ত নির্দেশিকাটি উপস্থাপন করেন প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র রিসার্চ ইঞ্জিনিয়ার মোঃ আব্দুস সালাম।



সিরডাপে অনুষ্ঠিত কর্মশালা

গ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ সহনীয় ও ব্যয় সাশ্রয়ী স্থাপনা নির্মাণে গবেষণা ও উদ্বুদ্ধকরণ

ইনস্টিটিউট কর্তৃক “প্রাকৃতিক দুর্যোগ সহনীয় ও ব্যয় সাশ্রয়ী স্থাপনা নির্মাণে গবেষণা ও উদ্বুদ্ধকরণ” শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্পের ফলাফল অবহিতকরণ বিষয়ক সেমিনার ১৯ জুন ২০১৩ গণপূর্ত অধিদপ্তর অডিটরিয়াম, পূর্তভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে।



ছবিতে (বা দিক থেকে) এইচবিআরআই এর পরিচালক, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব, প্রতিমন্ত্রী এবং গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী



সেমিনারে অংশগ্রহণকারীগণের একাংশ

ঘ) সক্রিয় নগর : যুগোপযোগী নগর

বিশ্ব বসতি দিবস ২০১৩ উদযাপন উপলক্ষে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে গণপূর্ত অধিদপ্তর অডিটরিয়ামে ‘সক্রিয় নগর : যুগোপযোগী নগর’ শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করা হয়। সেমিনারে ‘প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আবাসন ও সক্রিয় নগর’ শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউটের পরিচালক মোহাম্মদ আবু সাদেক, পিইঞ্জ।



সেমিনারে অতিথিবৃন্দ



মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করছেন পরিচালক মোহাম্মদ আবু সাদেক, পিইঞ্জ

০৮. প্রশিক্ষণ আয়োজন

ক) নিজের বাড়ি নিজেই করি

বাড়ি নির্মাণের পূর্বে ভবন মালিকদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিয়মিত ভাবে “নিজের বাড়ি নিজেই করি” শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় নিম্নলিখিত বিষয়ে জনগণকে সচেতন করা হয়ে থাকে।

- বাড়ি নির্মাণের পূর্বে করণীয় বিষয়ে সম্যক ধারণা প্রদান
- নির্মাণ সামগ্রী/উপকরণ বিষয়ে ধারণা প্রদান
- নির্মাণ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা প্রদান
- বাড়ি নির্মাণে সাধারণ ভুল-ত্রুটি দূরীকরণ
- বাড়ি নির্মাণ ব্যয় নিরূপন, বিদ্যুতায়ন, পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন
- ভূমিকম্প ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ সহনীয় বাড়ি নির্মাণে করণীয়, ইত্যাদি।

এই কর্মসূচির আওতায় এ যাবত ৮০টি ব্যাচে ৩,২০০জন ব্যক্তি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।



৭৬তম ব্যাচের সমাপনী ও সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ



৭৭তম ব্যাচের সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠান

খ) রাজমিস্ত্রি, রড মিস্ত্রি ও ঠিকাদার প্রশিক্ষণ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পের (সিডিএমপি) আর্থিক সহায়তায় দেশের ৯টি জেলায় রাজমিস্ত্রি, রডমিস্ত্রি এবং ঠিকাদারগণের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগউত্তর উদ্ধারপর্ব এবং দুর্যোগ পরবর্তী গৃহায়ন কর্মসূচির লক্ষ্যে ২০০০ রাজমিস্ত্রি, রডমিস্ত্রি এবং ঠিকাদারগণের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে।



মেসন ট্রেনিং-এ অংশ গ্রহণকারীগণ



রড মিস্ত্রিদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ

গ) ইন্ডাস্ট্রিয়াল এটাচমেন্ট প্রোগ্রাম

দেশের বিভিন্ন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এটাচমেন্ট প্রোগ্রামে প্রতি বছর ছাত্রছাত্রীগণ অংশ গ্রহণ করে থাকেন। তাছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার থেকেও শিক্ষার্থীগণ এ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষামূলক বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ গ্রহণ করে থাকে।

০৯. নিরাপদ ও টেকসই উন্নয়নে এইচবিআরআই-এর অংশিদারিত্ব

জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের নকশা প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান থেকে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য মৃত্তিকা পরীক্ষার বিবরণ

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মাটির Bearing Capacity ও Settlement-এর প্রকৃতি নির্ণয়ের জন্য মৃত্তিকা পরীক্ষা।
- মিরপুর গৃহসংস্থান বিভাগ-২, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের অধীন ঢাকার মিরপুরস্থ-১৫ নং সেকশনের ব্লক -ডি তে ১৪ তলা বিশিষ্ট ৫টি ভবনের ৫২০ টি ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্পের মৃত্তিকা পরীক্ষা।
- ১৯টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় উত্তরাস্থ আঞ্চলিক পাসপোর্ট ভবন নির্মাণ স্থানের মৃত্তিকা পরীক্ষা।
- জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তরের গোপালগঞ্জ জেলায় ভবন নির্মাণ স্থানে এবং Construction of BRTC Training Institute at Tungipara শীর্ষক প্রকল্পের ভবন নির্মাণ স্থানের মৃত্তিকা পরীক্ষা।
- “বিভিন্ন জেলায় ৩০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের অধীন মেহেরপুরে ১টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ সাইটের মৃত্তিকা পরীক্ষা এবং সি,এস,এস,ই,ডি শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে গণপূর্ত অধিদপ্তরের আওতায় নির্মিতব্য মেহেরপুরে ১টি সার্ভার স্টেশন নির্মাণ স্থানের মৃত্তিকা পরীক্ষা।
- তিতাস গ্যাস টি এন্ড টি কোম্পানির ডেমরা সিজিএস এলাকায় তিন (৩) তলা সেন্ট্রাল গোডাউন নির্মাণ স্থানের মৃত্তিকা পরীক্ষা।
- জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ খুলনা বিভাগের অধীন যশোর ফ্ল্যাট বিল্ডিং প্রকল্পে ১০ তলা ৪(চার)টি বিল্ডিং নির্মাণ স্থানের মৃত্তিকা পরীক্ষা।
- গাজীপুর গণপূর্ত বিভাগ এর অধীনে কালিগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস স্টেশন (সি-টাইপ) ভবন নির্মাণ প্রকল্পের মৃত্তিকা পরীক্ষা।
- সাভারে বিদ্যুৎ রানা প্লাজার মৃত্তিকা পরীক্ষা।
- তিতাস গ্যাস টি এন্ড ভি কোম্পানির জয়দেবপুর এলাকায় (১৪+১) তলা অফিস ভবন নির্মাণ স্থানের মৃত্তিকা পরীক্ষা।
- ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলাধীন ১২ তলা আবাসিক কাম বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ প্রকল্পের মৃত্তিকা পরীক্ষা।
- জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ খুলনার আওতাধীন বরিশালস্থ রূপাতলী হাউজিং এস্টেটের ৫ তলা বিশিষ্ট ৯টি আবাসিক ফ্ল্যাট বিল্ডিং নির্মাণ এলাকার মৃত্তিকা পরীক্ষা।
- শেরে-বাংলা নগরস্থ Construction of dead body house at Shaheed Shurwardi Medical college and hospital Dhaka শীর্ষক প্রকল্পের মৃত্তিকা পরীক্ষা।
- গাজীপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এর নতুন ভবন নির্মাণ প্রকল্পের মৃত্তিকা পরীক্ষা।
- রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)-এর উত্তরা এপার্টমেন্ট প্রকল্পের “এ” টাইপ এপার্টমেন্ট ব্লকের ২৫টি স্থানে মৃত্তিকা পরীক্ষা।
- BCL Associate Ltd দ্বারা পরিচালিত Sismic Assesment প্রকল্পের আওতায় ঢাকা শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ৬ টি স্থাপনার মৃত্তিকা পরীক্ষা।
- বাড়ি নং-১, ওয়ার্ড নং-২, জিনজিরা গার্লস স্কুল রোড, কেরানীগঞ্জ ঢাকাতে বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ কাজের ৯টি স্থানের মৃত্তিকা পরীক্ষা।

১০. উপসংহার

হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট দেশের আপামর জনগণের গ্রামীণ ও নগরীয় আবাসন সমস্যা লাঘবের জন্য নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠানের গবেষণা লব্ধ কার্যক্রম, বিশেষ করে প্রচলিত ইটের বিকল্প উদ্ভাবন, সাস্রয়ীমূল্যে গ্রামীণ ও নগরীয় বহুতল ভবন নির্মাণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ সহনীয় আবাসন, পরামর্শ সেবা, নিরাপদ ও টেকসই নির্মাণ উপকরণাদির প্রচার-প্রসার, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও প্রকাশনা কার্যক্রমকে আরো গতিশীল ও সমরোপযোগী করার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম ও খুলনায় দু’টি উপ-কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের জাতীয় উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের নিরলস প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

বর্তমান সরকারের ০৫ (পাঁচ) বছরে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সংক্রান্ত তথ্যাদি :-

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তরসমূহের মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ, মেরামত ও আবাসন সংক্রান্ত কাজ/ প্রকল্প সমূহ বাস্তবায়ন হয়ে থাকে। এ সকল কাজ/ প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত অর্থ সঠিক ভাবে সরকার আর্থিক বিধি বিধান প্রতিপালন করে ব্যয় করা হচ্ছে কিনা, অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে সংঘটিত অনিয়ম চিহ্নিত করে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক প্রতিষ্ঠানসমূহকে অধিকতর কার্যকর ও গতিশীল করার মাধ্যমে আর্থিক শৃংখলা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার জন্য অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। নিম্নে এ পরিদপ্তর কর্তৃক বিগত ০৫ (পাঁচ) বছরে সম্পাদিত কাজের বিবরণী উল্লেখ করা হলো:-

১। আর্থিক শৃংখলা প্রতিষ্ঠা :

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তরসমূহের মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি সংস্থার নির্মাণ ও মেরামত সংক্রান্ত কাজ/প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়। এ সকল কাজ/প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে সরকারের প্রচলিত আর্থিক বিধি বিধান অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী, মাসিক হিসাব ও অন্যান্য রেকর্ডপত্রাদি ও তথ্যাদি যাচাই করে সঠিকভাবে নিরীক্ষা আপত্তি উপস্থাপনের মাধ্যমে সংগঠিত আর্থিক অনিয়ম, ত্রুটি বিচ্যুতি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আর্থিক শৃংখলা (Financial Discipline) প্রতিষ্ঠা করে থাকে।

২। নিরীক্ষার মাধ্যমে দপ্তরসমূহে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা

বর্তমান সরকার সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে একটি কার্যকর, দক্ষ গণমুখি প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করা এবং জনগণের অর্থের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে সর্বোচ্চ সেবা প্রদানকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। অর্থাৎ সরকারি অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভালু ফর মানি (Value for money) কনসেপ্টকে প্রধান্য দিচ্ছে। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিদপ্তর এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল দপ্তরের ১০০% নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে সরকারি অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার ঐকান্তিক প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। এতে করে এ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সংস্থা/দপ্তর সমূহের আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক অনিয়ম যেমন একদিকে হ্রাস পেয়েছে অন্যদিকে তেমনি অর্থের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে সর্বোচ্চ সেবা প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। একই সাথে সরকারি অর্থ ব্যয়ের সাথে জড়িত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের আর্থিক ও প্রশাসনিক অনিয়মের সহিত সংশ্লিষ্টতার পরিমাণও উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে।

৩। নিরীক্ষা আপত্তি উত্থাপন, নিষ্পত্তি ও অর্থ আদায় কার্যক্রম

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন দপ্তরসমূহের উপর নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে বিগত ০৫ (পাঁচ) বৎসরে মোট ৩২৬২ টি নিরীক্ষা আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে যাতে জড়িত টাকার পরিমাণ ২৬৮৪০,৫৭ কোটি। ডিসেম্বর/২০০৮ খ্রিঃ মাস পর্যন্ত উত্থাপিত নিরীক্ষা আপত্তির সংখ্যা ছিল-২৪,৬০০টি এবং জড়িত টাকার পরিমাণ ৫০২৩.৮০ কোটি। মোট আপত্তির সংখ্যা দাঁড়ায়- ২৪,৬০০+৩২৬২=২৭,৮৬২টি এবং জড়িত টাকার পরিমাণ দাঁড়ায় ৫০২৩.৮০+২৬৮৪০.৫৭=৩১৮৬৪.৩৭ কোটি। বিগত পাঁচ বৎসরে ৯৫৫৫ টি আপত্তি মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী কমিটির সভা, দ্বি-পক্ষীয় সভা ও ব্রডসিট জবাবের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। যাতে জড়িত টাকার পরিমাণ-৩০৬৭০.০২ কোটি। এ সব আপত্তি নিষ্পত্তির মাধ্যমে ৬,৬৩ কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন দপ্তরের বিভিন্ন আর্থিক বৎসরের সরকারি বাসা বাড়ি, রেষ্ট হাউজ ও দোকানসমূহের বকেয়া ভাড়া বাবদ মোট ১৩৯ টি আপত্তির সহিত জড়িত- ১২১,২৭,৩৩,৩০৫/- টাকা আদায়ের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

৪। দুর্নীতি উৎসঘাটন ও নিরসনঃ-

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিদপ্তর মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের হিসাব ও রেকর্ডপত্রাদি নিরীক্ষার মাধ্যমে সংগঠিত আর্থিক, প্রশাসনিক অনিয়ম ও দুর্নীতি চিহ্নিত/নিরূপন করে সংস্থা প্রধান ও মন্ত্রণালয়ের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নজরে এনে প্রতিকারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পেশ করে সরকারি অর্থের যথাযথ ব্যবহার ও দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়তা করে থাকে।

৫। সরকারি অর্থ তহরুপ ও অপব্যবহার রোধ করা :

সরকারের প্রচলিত আর্থিক বিধি বিধান যেমন অর্পিত আর্থিক ক্ষমতা, বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় নীতিমালা সরকারি ক্রয় নীতিমালা (পিপিআর), ভ্যাট ও আয়কর সংক্রান্ত নীতিমালার ব্যত্যয় ঘটিয়ে সরকারি অর্থ তহরুপ/ অপব্যবহারের অনিয়ম চিহ্নিত করে উক্ত অর্থ আদায় ও দায়ী কর্মকর্তাগণ/ কর্মচারীদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দপ্তর প্রধান, মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধান হিসাবে সচিব মহোদয় বরাবর তথ্যাদি উপস্থাপন করে সরকারি অর্থ তহরুপ ও অপব্যবহার রোধে কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে।

সরকারি আবাসন পরিদপ্তরের বিগত ০৫(পাঁচ) বছরের সাফল্য :

বাংলাদেশের সংবিধানে মৌলিক মানবধিকার এদেশের নাগরিকদের “সকলের জন্য আবাসন” বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার নিয়ে গত ২০০৯ সালে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নেন এবং ৫ই জানুয়ারি/২০১৪ নির্বাচনের মাধ্যমে পুনঃ দায়িত্ব নিয়ে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছেন।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ধীন সরকারি আবাসন পরিদপ্তর সরকারি কর্মচারীদের প্রাধিকার অনুসারে সরকারি বাসা বরাদ্দের সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে। সরকারি আবাসন পরিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণে ঢাকা মহানগরী ডি-২ হতে বাংলা শ্রেণীর সর্বমোট আবাসন সংখ্যা ৫৫৯৫ (পাঁচ হাজার পাঁচশত পচানব্বই) টি এবং আঞ্চলিক সরকারি আবাসন পরিদপ্তর, চট্টগ্রামের আওতাধীন ২,৩৬৯ (দুই হাজার তিনশত ঊনসত্তর)টি বিভিন্ন শ্রেণীর আবাসন আছে (পরিত্যক্ত ইউনিটসহ)। আঞ্চলিক সরকারি আবাসন পরিদপ্তরের উপ-পরিচালক বাংলাদেশ বরাদ্দ বিধিমালা’১৯৮২ এর অনুসরণে জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম এর সভাপতিত্বে গঠিত আবাসন বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আঞ্চলিক কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সকল শ্রেণীর আবাসন বরাদ্দ করা হয়।

সরকারি আবাসনের বরাদ্দ কাজে নিয়োজিত কর্মচারীদের সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য কর্মকালীন প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হচ্ছে। সরকারি সেবার কার্যকারিতা আনয়ন ও গণমানুষের কাছে দ্রুতসেবা সহজলভ্য করার লক্ষ্যে ই-গভর্নেন্স প্রবর্তন করা হয়েছে।

সরকার ঘোষিত ভিশন ২০২১ ও নির্বাচনী অঙ্গীকার হিসেবে “প্রতিটি পরিবারে একজনের চাকরি” বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অনুমোদিত জনবল কাঠামোর শূণ্য পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

বর্তমান সরকারের “কর্মজীবন উন্নয়ন পরিকল্পনা” মাধ্যমে সরকারি আবাসন পরিদপ্তরে নিয়োগবিধি যুগোপযোগী করার মাধ্যমে একটি দক্ষ, দায়বদ্ধ, যোগ্য ও সক্ষম নির্বাহী বিভাগ প্রবর্তন হয়েছে। বর্তমান সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার সাধন ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে নিরন্তর ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকার রাষ্ট্র পরিচালনায় শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে অত্র পরিদপ্তর হতে সরকারি কর্মচারীদের দুর্নীতির সম্পৃক্ততা কঠোরভাবে প্রতিহত করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন’২০০৯ এর আওতায় গণমুখী ও জবাবদিহিতামূলক প্রশাসন কাজ করছে।

বর্তমান সরকারের “রূপকল্প ২০২১” বাস্তবায়নের আওতায় অত্র পরিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের কর্ম মূল্যায়ন করে কর্মজীবনে প্রনোদনা প্রদানের লক্ষ্যে যথাসময়ে পদোন্নতি প্রদান নিশ্চিত করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারি আবাসন পরিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো ঢাকা ও চট্টগ্রাম সীমাবদ্ধ না রেখে সরকারি রাজস্ব আদায়ে দেশের সকল সরকারি আবাসন ব্যবস্থাপনা পরিচালনার জন্য অত্র পরিদপ্তরো সাংগঠনিক কাঠামো দেশের সকল বিভাগীয় শহরে প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের জনকল্যানমুখী ভূমিকার প্রেক্ষাপটে দেশের সম্পদ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার স্বার্থে সরকারি আবাসন পরিদপ্তর সমগ্র বাংলাদেশের সরকারি আবাসন ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। যা বাস্তবায়িত হলে দেশের সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সরকারি রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে।

সরকারি আবাসন পরিদপ্তরের প্রশাসনিক কার্যক্রম যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সরকারি আবাসন পরিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে টাইপ রাইটারের পরিবর্তে কম্পিউটার, ফ্যাক্স, ফটোকপিয়ার মেশিন প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া সরকারি আবাসন পরিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়মিত কম্পিউটার প্রশিক্ষণসহ সকল সেবা প্রদানের অটোমেশন কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

বিগত সময়ে সরকারি বাসায় অবমূল্যায়ন করে বিক্রয় প্রক্রিয়া বাতিল করে সংশ্লিষ্ট ২৮(আটাশ) টি বাসা সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। সরকারের মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনায় সরকারি কর্মচারীদের জন্য বহুতল ভবনের ফ্ল্যাট নির্মাণের প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। যার মাধ্যমে সরকারি আবাসনের চাহিদা অনেকাংশে লাঘব হবে। বিগত ০৫ বছরে বর্তমান সরকার নিয়ম-নীতি, পদ্ধতি ও আইনকানুন সংস্কার সাধন করে সুশাসনকে জোরদার করায় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়াদীন সরকারি আবাসন পরিদপ্তর সরকারি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সনগনের স্বার্থ সংরক্ষণে কাজ করেছে। বর্তমান সরকারের আমলে জনপ্রশাসনের বিপুল কর্মযজ্ঞে দক্ষতা আনয়ন, দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রাচুর্য কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। “দিন বদলের অঙ্গীকার” সরকারের উন্নয়নমুখী ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়াদীন সরকারি আবাসন পরিদপ্তর সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় নিয়ে দায়িত্ব পালনে ব্রতী রয়েছেন।



গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০